হোমিওপ্যাথিক

পঞ্চ ভূত-তত্ত্ব।

বা

চিকিৎসা সার।

প্রথম খণ্ড।

ইহাতে হোমিওপ্যাথিক, ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক ও নিদান এই চারি প্রকার চিকিৎসা সমালোচিত হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

প্রণীত ও

কলিকাতা ৭৯/৩/৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীবরদানাথ তরফদার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা;

৭৯।৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, "নিউটন প্রেসে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মল্লিক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩০০ সাল।

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
২	২৪	তেমতী	তেমতি
৯	১৪	জীবনী-শক্তি	জীবনিশক্তি
৪	১৭	সহিষ্টুতা	সহিষ্ণুতা
৫	২২	শ্রষ্ট	শ্রেষ্ঠ
৬	১২	সবুজবণের	সবুজবর্ণের
৬	২৬	সলিন	সলিল
৭	৪	শান্তনা	সান্তনা
৮	৩	কারতে	করিতে
৮	৩	ঔষাধ	ঔষধি
৮	৪	ঔষাধ	ঔষধি
৯	৮	সাদৃশ্যতা	সাদৃশ্য
৯	২৪	দাড়ায়	দাঁড়ায়
১১	৩	উৎকৃষ্ঠ	উৎকৃষ্ট
১১	১৫	সৌন্দর্য্যতা	সৌন্দর্য্য
১৫	১২	কার্ব্বানিক	কার্ব্বণিক
১৫	২	স্বুভাস্বুভ	শুভাশুভ
১৫	১০	সোধন	শোধন
১৬	১০	নিশী	নিশি
১৬	১৮	সমন	শমন
১৮	৫	পর্য্যয়ক্রমে	পর্য্যায়ক্রমে
২৫	২০	৫/১, ৭/৪	১/৫, ৪/৭
২৫	২১	২৩/৫	২ ১/৫
২৫	২৫	নাশাপথে	নাসাপথে
২৯	৮	স্বুভদায়ক	শুভদায়ক
৩৬	২৪	স্বুভদায়ক	শুভদায়ক
৩৭	২	মৌহক	মোহক
৪০	৩	সয়ং	স্বয়ং
৪৩	১০	অস্বুভ	অশুভ
৪৩	২৬	দূরিভুত	দূরীভূত
৫১	১৬	প্রস্তু	প্রস্তুত
৫৫	১৮	প্রশারিত	প্রসারিত
৫৮	২৪	যন্ত্রনায়	যন্ত্রণায়
৫৯	২	একোনাট	একোনাইট
৫৯	২৪	ট্রিরিস্থিনা	ট্রিবিস্থিনা
৬১	৫	কপূর	কর্পূর

হোমিওপ্যাথিক
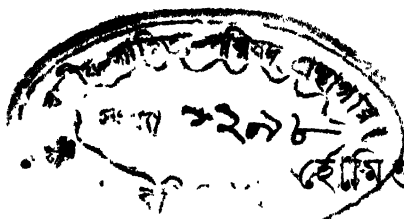
পঞ্চ ভূত-তত্ত্ব

বা

চিকিৎসা-সার।

নভেল নাটক   না মিঠা না টক ;
ভিতরে অসার   বাহিরে বাহার।
ভুলায় নকলে   বালক সকলে।
তত্ত্বজ্ঞের মন   মোহে কি কখন
কৃত্রিম শোভায়—অস্থায়ী আভায় ?
চটুলা নকলে   হারায় আসলে ;
অস্থায়ী এমন   বিজলী যেমন
ঝলসি নয়ন   হয় অদর্শন।
সুধাকর-কর   অতি স্নিগ্ধকর ;
সে গুণ ব্যত্যয়   কোন কালে নয়।
কাঁচের প্রভায়   মানে পরাজয়
মকুতা দুর্লভ ;—মূল্যে কি সুলভ ?—
সাগরে জনম   সে স্থান দুর্গম ;
সদাগতি যথা—(অন্যের কি কথা ?)—
যাকে পরশিতে   না পারে পশিতে ;
ডুবরী ডুবিয়া লভে   তা বাছিয়া।

ধনার্থে কি স্বাস্থ্যে সুখ ?
রুগ্ন ধনী সুখী কি সুস্থ দরিদ্র সুখী ?

শরীর সুস্থ না থাকিলে, ধনী নির্ধনী কেহই নির্ম্মল সুখ লভিতে পারেন না। সম্পদ-বৃদ্ধির লোভে বা কামাদি রিপুর তুষ্টি সাধনার্থে, স্বাস্থ্য-ভঙ্গকর কোন প্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠান নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কি মহারাজ চক্রবর্ত্তী, কি ভিক্ষুক, সকল মনুষ্যের পক্ষেই স্বাস্থ্য বাঞ্ছিতব্য। স্বভাব-পালন ব্যতীত জীবনী-শক্তি-বৃদ্ধিকর স্বাস্থ্য কেহই প্রাপ্ত হইতে পারে না।

অর্থই অনর্থের মূল*। অর্থ শূন্য স্থান শান্তিময়। সেই জন্য পুরাকালে, নৃপতিগণ শেষ জীবনে বানপ্রস্থী হইতেন।

---

* পদ বা সম্পদ ক্ষণিক সুখদ।
পড়ে পদে পদে বিষয়ী বিপদে।
অর্থ-তৃষ্ণা-ভ্রমে কষ্ট সহে ভ্রমে,—
যথা মরুভূমে পান্থ ভ্রান্তিক্রমে,
মরীচিকা-দহে ডুবে তাপে দহে।
গরল-সুধার অক্ষয় আধার
হয় বিধাতার এ ভবসংসার;—
ক্ষরিয়ে অমিয়ে কেহ বা তা পিয়ে,
কেহ মোহাবেশে মজে সেই বিষে।
বিধির নিয়ম করিলে পালন,
কেন হবে রোগ অকাল-মরণ?
ভারত-ঈশ্বরী রত্নাকর-পারে,
দেবী কি মানবী কে বলিতে পারে?—
অথচ আইনে ভারত শাসিত,
তেমতী জগতী স্বভাবে পালিত।
বিধি-প্রতিনিধি হয় পঞ্চভূত;
তাদের শাসনে আছে সর্ব্ব ভূত।
বিধিকৃত-বিধি যে জন না মানে,
তার শাস্তি তারা দেয় রোগ দানে।
তার সাক্ষী দেখ, জীবনে জীবন,
কখন রক্ষিত, কখন নিধন।

ধনার্থ-অর্জ্জন কি বিধেয় নহে?

অগ্রে সুখ-শান্তির মূল স্বাস্থ্য-রক্ষা, অনন্তর ধনার্থ-সংগ্রহ এবং তাহার সৎব্যবহার অবশ্যই কর্ত্তব্য। শ্রমার্জ্জিত সম্পদ সম্ভোগে, সন্তান-সন্ততিসহ সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহই ঈশ্বরাভিপ্রেত এবং তাহাই গৃহীর মুখ্য ধর্ম্ম। অসৎ উপায়ে অর্থোপায়ই দোষনীয়।

এই ভৌতিক জগতে বসবাস-কালে, অসীম ক্ষমতাপন্ন পঞ্চ ভূতের দোষ-গুণ জ্ঞাত না থাকিলে, কেহই নিরাপদে কাল হরণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ উহারাই সকল প্রকার পীড়ার জড় এবং আরোগ্যেরও মূল। পঞ্চ ভূতের দ্বারা নিত্য জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংশ হইতেছে। ঈশ্বরের এই বিশাল রাজ্য-শাসনের উহারাই পঞ্চ শাসক বা পঞ্চ দণ্ড-স্বরূপ।

পরমাণু-সমষ্টিতে পার্থিব যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি।

পরমাণু অক্ষয় এবং দৃষ্টির অগোচর। জগৎ-সৃষ্টিকালে যাহা সৃজিত, অদ্যাপিও তাহাই বর্ত্তমান; তাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই। যে সকল বস্তু আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি, তাহা প্রত্যক্ষীভূত না হইলে, তাহার নাশ বা ক্ষয় হইয়াছে মনে করি; কিন্তু বাস্তবিক তাহার ক্ষয় হয় না, মাত্র রূপান্তরিত হয়। "নাশ" শব্দের অর্থই রূপান্তর গ্রহণ। জল হইতে বাষ্প, বাষ্প হইতে মেঘ, মেঘ হইতে পুনরায় জলের উৎপত্তি। সজীব-নির্জীব পদার্থের স্থিতি-নাশোৎপত্তি ঐ প্রকারে সাধিত হয়। জলের অংশ জলে, ক্ষিতির অংশ ক্ষিতিতে, তাপের অংশ তাপে, বায়ুর অংশ বায়ুতে, আকাশের অংশ আকাশে মিশ্রিত হইলে, তাহাকেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি কহে।

সজীব নির্জীব সমস্ত পদার্থ একই পরমাণু সম্ভূত হইলে, সজীবেরা জড়ের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না কেন?

জড় অচল। গতি, অন্যের শক্তির উপর নির্ভর এবং একবার চালিত হইলে, বাধা না পাইলে, সমগতিতে চিরকাল চলিতে থাকে, ইহাই জড়ের

জীব-কর্ম্মদোষে রোষিলে দুর্জ্জন,
নতুবা হিতার্থী সদা প্রভঞ্জন।
তাপে তাপে কায়, সে তাপ-কৃপায়
শীতলিতে পুনঃ হিম পয়ঃ পায়।

ধর্ম্ম বা স্বভাব। ধর্ম্ম বা স্বভাব ঈশ্বর প্রদত্ত। জীব-সৃষ্টি-কালে, প্রাণীগণকে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব বা ধর্ম্ম প্রদত্ত হয়। প্রত্যেক জীব স্বধর্ম্মানুসারে আজীবন চলিতে আদিষ্ট। স্বধর্ম্ম-চ্যুত স্বেচ্ছাচারী জীবেরাই স্বকর্ম্ম-দোষে অকালে কালকবলিত হয়। জড়েরা স্বধর্ম্মপরায়ণ বলিয়াই দীর্ঘকাল স্থায়ী। রাজার আইন মানিলেই তাঁহার প্রতি সম্মান ভক্তি প্রকাশ করা হয়। ধর্ম্মধ্বজী সাজিলে ধার্ম্মিক হয় না। যে সকল লোক স্বধর্ম্মপরায়ণ অর্থাৎ স্বভাব-সেবক, তাহারা স্বেচ্ছাচারী অস্বভাবিক ক্রিয়া-রত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা সুস্থ, সবল, দীর্ঘজীবী; তাহার প্রমাণ-স্থল তপস্বীগণ। যাঁহারা ষড় ঋতু ও রিপুর তাপ বা বেগ সহ্য করিতে অভ্যস্থ, তাঁহারাই "তাপস" পদ বাচ্য। বনচারী তাপস বা বন্য পশুগণ, নগরবাসী মনুষ্য বা পশুগণ অপেক্ষা সুস্থ, সবল, দীর্ঘজীবী। বনবাসী বলিলে, স্বভাব-সেবক বুঝায়।

মহাভারতোক্ত ঘটনা সমূহ বিশ্বাস করিলে অর্থাৎ বেদব্যাস অমর হইলে, আমরা অমর হইনা কেন?

যে সকল ক্রিয়াতে আমাদিগের জীবনী-শক্তির হ্রাস হয়, তাহা নিয়ত করিতে থাকিলে, কিরূপে অমর হইব? অমর বা দীর্ঘজীবী হইতে হইলে, বেদব্যাসের পথের পথিক হইতে হইবে অর্থাৎ হেমন্তাদি ঋতু ও কামাদি রিপুকে বশে আনিতে হইবে। সে কষ্ট-সহিষ্ণুতা, স্বভাব-পালন ব্যতীত জন্মে না। জয়লাভ করিতে না পারিলে, কেহই বশীভূত হয় না। যে বশে আসে,সে আজ্ঞানুবর্ত্তী; সুতরাং তাহার দ্বারা অনিষ্টোৎপাদনের তাদৃশ আশঙ্কা থাকে না। তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল, কৃষক-ধীবর-ডুবরী,—যাহারা, সর্ব্বক্ষণ জলে কর্ম্ম করে, অথচ কচিৎ জলজনিত পীড়া ভোগ করে।

স্বভাব-পালনই প্রকৃত স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম পালন। নিয়মিত শ্রম, পান, ভোজন, শয়ন ইত্যাদি সমস্ত দৈনন্দিন কর্ম্ম ঐ স্বভাব-পালনের অন্তর্গত। কোন ব্যক্তির মতে কোন অভ্যাস-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে বা কোন প্রকার খাদ্য খাইতে হইলে, তদ্দারা কুফল ফলিয়া থাকে। সেই জন্য আমরা বলি, বাল্যকাল হইতে যিনি যে খাদ্য খাইতে বা যে কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে তাহাই স্বাস্থ্যকর। নিয়ম-ভঙ্গতাই দোষ-বহ। অভ্যাস-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে, নিয়ম-ভঙ্গ-দোষে পীড়িত হইবার কথা; সেই জন্য

আমরা ঐ সকল সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদানে এই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না।

কোঁড়ে না নোয়ালে বাঁশ
পাকিলে বৃথা প্রয়াস।

যে কোন শিক্ষা-অভ্যাসের উপযুক্ত কালই শৈশবকাল। সরস কোমল বস্তু ঘাতসহ এবং নীরস পাকা বা খন্-খনে শব্দবিশিষ্ট বস্তু ভঙ্গপ্রবণ। বাঁশের কোঁড় বা চারাগাছ নোয়ালে নত থাকে এবং সেই নত অবস্থায় বাড়ে। পাকা বাঁশ নোয়াতে গেলে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। এখানে কোঁড় বালক এবং পাকা বাঁশ বৃদ্ধ ;—বৃদ্ধ বয়সে চিরঅভ্যাস পরিত্যাগ নিতান্ত কষ্টদায়ক। যাহারা আপনাপন সন্তানগণকে শৈশবকাল হইতে আমাদিগের প্রদর্শিত পথের পথিক করিবেন, তাঁহারা কখনই অকাল মৃত্যুজনিত পুত্র-শোকগ্রস্থ হইবেন না। ভাগ্যের উপর নির্ভর বা দোষারোপ করাই মূর্খতা। রাখিতে পারিলে জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। অস্বাভাবিক ক্রিয়ারত ব্যক্তিরাই অকালে কালগ্রস্থ হয়।

কৃষকেরা জলে ভিজে, সূর্য্য-তাপে পুড়ে কৃষিকর্ম্ম করে। সেরূপে তুমি আমি সে কর্ম্ম করিতে পারি না ; তাহার কারণ, বাল্যকাল হইতে সূর্য্য-তাপ, আমরা দেহে ধারণ করিতে অভ্যাস করি নাই। এক্ষণে পূর্ণ বয়সে যে কৃষক, সে শৈশবে রাখাল ছিল, মাঠে গোরু চরাইত, বৃষ্টির জলে ভিজিত, সূর্য্য-তাপে পুড়িত, তাই এখন সে কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম।

সাধিলেই "সিদ্ধ" একথা চির-প্রসিদ্ধ।

"স্তম্ভন-যোগ-সাধনা" "কুম্ভক-যোগ-সাধনা" ইত্যাদিকে সাধনা কহে। শ্রেষ্ট নিকৃষ্টের সাধ্য। সাধনার উদ্দেশ্যই শ্রেষ্টের শ্রেষ্টত্ব লাভ। জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির বল বা তেজ হরণার্থেই সাধক বা তপস্বীগণ ইচ্ছা অনুসারে ঐ সকলের কল্পিত মূর্ত্তি গঠনে উপাসনা করিতেন। সাধকেরাই হিন্দুসমাজের আদর্শ। সাধকগণ হইতে হিন্দুসমাজে পুতুল পূজা প্রচলিত। সকল পদার্থ ঈশ্বরাংশ সম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিলে পুতুল পূজায় দোষ কি? গোঁড়া হওয়াই দোষনীয়। নিরাকারের রূপ-চিন্তা হইতেই পারে না ; কেন না, যাহা কখন দেখি নাই, তাহার রূপের প্রতিবিম্ব মনে প্রতিফলিত হয় না।

ধাতুগত অর্থে "শাস্ত্র" হিন্দুসমাজ-শাসনাইন। বিধিবদ্ধ শাস্ত্রের সৃজন সমাজের হিতার্থে, তাহা অবশ্যই পালনীয়, কেননা দোষ-গুণ-বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধ তাপসগণ শাস্ত্রে মানবের হিতকর নানাপ্রকার বিধি প্রদান করিয়াছেন। গো-রস (দুগ্ধ) গো-দেহজাত। গো-মাংস অখাদ্য, কিন্তু দুগ্ধ* গুণের জন্য অতি পবিত্র। এদেশে গো-মাংস খাইলে কুষ্ঠরোগ হয়, তাহার প্রমাণস্থল মুসলমান কশাইগণ।

মাংস পুষ্টিকর খাদ্য বটে, কিন্তু দয়ানাশক এবং ক্রোধাদি রিপু উত্তেজক। মাংসাশী জীবেরা অত্যন্ত ক্রোধী এবং তীক্ষ্ণ সূচাগ্র দন্তধারী। দন্তের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মনুষ্য উদ্ভিদভোজী জীব। মাংস-ভক্ষণ অস্বভাবিক। যাহা অস্বভাবিক তাহাই পীড়ার মূল।

দুগ্ধ, ঘৃত, তণ্ডুল, ময়দাদি শ্বেত বর্ণের খাদ্য সারময়। শাদাই সারের সমষ্টি। সবুজবর্ণের শাক, ফলাদি অসারময়। ফলের খোসা ও বীজ বা বিচি পাক-যন্ত্রে পরিপাক হয় না। ঐ সকল পদার্থের দ্বারাই উদরাময় পীড়ার উৎপত্তি। যাহাতে পীড়া প্রদান করে, তাহাকেই পীড়া কহে। সকল প্রকার পীড়ার মূল কুখাদ্য আর কুকর্ম্ম। কুখাদ্য ও কুকর্ম্মরত ব্যাক্তরাই রুগ্ন অর্থাৎ চিররোগী। অলস ব্যক্তিরাও ঐ শ্রেণীভুক্ত।

মানব-দেহ সছিদ্র। ঐশীক নিয়মে নীরবে ঐ সকল ছিদ্র-পথে জীবন-পোষণোপযোগী ক্রিয়াসমূহ প্রতিক্ষণ সাধিত হইতেছে। স্বাভাবিক ক্রিয়া সমস্তই নির্দ্দিষ্ট সীমা-বদ্ধ। তাহার হ্রস্বতা, আধিক্যতা রুদ্ধতাই পীড়া। পীড়ার ক্রিয়া সমূহকে উপসর্গ কহে অর্থাৎ কতকগুলি উপসর্গ একত্রিত হওয়াই পীড়া। মূল রোগ অপেক্ষা উপসর্গের যন্ত্রণা প্রদানের ক্ষমতা অধিক। যন্ত্রণাতেই রোগীর বল হরণ করে। বলের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ; সে বল হরণের মূল যে উপসর্গ, তাহার দমন শীঘ্র কর্ত্তব্য। মূল রোগ বা উপসর্গ যে পদার্থের দ্বারা দমিত হয়, তাহা ঔষধি। সেই ঔষধির গুণ যে ব্যাক্তি

---

* অবশ্য লইবে জ্ঞানী, যাচি হিতকরে,
সলিল মিশ্রিত ক্ষীর তেয়াগি সলিলে
পিয়ে ক্ষীর হংস যথা। কি দোষ লভিকে
বিষ্টা, ফলে যদি তাহে সুফল পীড়ায়?

জ্ঞাত, তিনি চিকিৎসক। জগতের সমস্ত পদার্থ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

জলে ভিজিয়া, রৌদ্রে তাপিয়া, দূষিত বায়ু সেবন করিয়া যে পীড়া হয়, তাহাকে রসজনিত, তাপজনিত, বায়ুজনিত পীড়া কহে অর্থাৎ ঐ সকল পদার্থের কোপে পড়িতে হয়। ক্রোধান্বিত জল, বায়ু, তাপাদিকে শান্তনা করিতে পারিলে, সে পীড়া আরোগ্য হয়। প্রত্যেক পীড়ার দুইটি কারণ,—দূর আর নিকট কারণ। কোন ব্যক্তি জলে ভিজিলে,—জলে ভিজা, প্রথম বা দূর কারণ। জলে ভিজিলে শরীরে রসসঞ্চার হয়,—সে সময়, সে রসের হ্রাস করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা না করিয়া, যে খাদ্যে বা কার্য্যে রস বৃদ্ধি হয় সেই খাদ্য খাইতে বা সেই কার্য্য করিতে থাকিলে, দেহস্থ সঞ্চিত রস অধিকতর ক্রোধান্বিত বা উত্তেজিত হয়, ইহাই দ্বিতীয় বা নিকট কারণ। শরীরস্থ কলেরা বিষে পাকযন্ত্রের গোলযোগ ঘটাইয়া পেটের পীড়া আনিয়াছে, সে স্থলে যে কার্য্য বা খাদ্যে সেই পেটের পীড়া বৃদ্ধি পায়, তাহাই দ্বিতীয় বা নিকট কারণ। উত্তেজনা মূলক কোন ক্রিয়া না করিলে বা কোন খাদ্য না খাইলে, কোন পীড়া শীঘ্র রূপ ধারণ করে না; তাই, স্বভাবের সাহায্যে পীড়ার সেই দূর কারণ দূরীভূত হইতে পারে। আমাদিগের শরীরে এমন একটি স্বাভাবিক আরোগ্যের শক্তি সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান আছে যে পীড়ার বলের আধিক্য না হইলে, সেই শক্তিদ্বারা সহজ পীড়া বিনা ঔষধিতে আরোগ্য হইতে পারে।

ফোড়ায় পূঁজের সঞ্চার হইলে, চিরিয়া না দিলেও সে পূঁজ চর্ম্ম ভেদিয়া নির্গত হইবে। কাঁটা ফুটিলে, তাহা কাঁটা দিয়া বাহির করিয়া না দিলেও সে বাহির হইয়া যাইবে। দূষিত পদার্থ দেহে থাকিতে পায় না বা স্বাভাবিক আরোগ্যের শক্তিতে থাকিতে দেয় না। কলেরা-বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে, ভেদ-বমন আরম্ভ হয়;—কেন হয়?—আরোগ্যের জন্য অর্থাৎ ভেদবমনের সঙ্গে ঐ বিষ নির্গত হইবার জন্য। তবে কলেরার রোগী মরে কেন? উপসর্গ-যন্ত্রণায়। বিচারপতি অপেক্ষা পদাতিকের বিক্রম অধিক। যন্ত্রণায় জীবনী-শক্তির হ্রাস হয়। অনেক পীড়া এরূপ যন্ত্রণাপ্রদ যে রোগী অতি শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—যথা কলেরা। শরীরস্থ বিষ সমস্ত নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বে কলেরার উপসর্গে রোগী মারা যায়।

কণ্টকের দ্বারা কণ্টক বাহির করিতে হয়। বিষের দ্বারা বিষের নাশ অর্থাৎ কলেরা বিষকে নষ্ট করিতে হইলে, সেই বিষ-নাশোপযুক্ত বিষ প্রয়োগ করিতে হয়। ঔষধ মাত্রই গুণে বিষ-তুল্য। রোগ না চিনিয়া, সে বিষের প্রয়োগ অর্থাৎ ঔষধ প্রদান কখনই কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে বিষময় ফল ফলে অর্থাৎ বিষক্রিয়া হয় বা তদ্দ্বারা পীড়ার স্বভাব বিকড়ে যায়। রোগ বাঁকিলে, তাহাকে সোজা করা নিতান্ত কষ্ট সাধ্য। এই সকল বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত পীড়া আরোগ্য করিতে কাল বিলম্ব হয়। আমরা বলি অর্দ্ধেক রোগী কুচিকিৎসাতে মারাযায় এবং রোগ বিকড়ে দাঁড়ায়। পীড়ার রূপ না হইলে কখনই ঔষধি দেওয়া উচিত নহে।

জল, (যাহা মনুষ্যের জীবন তাহা)—পান করিলে, যখন ঘর্ম্ম প্রস্রাবাদির আধিক্য হয়, তখন বিষের ক্রিয়া হয় না, একথা যে ভাবে সে মহামুর্খ। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক অর্থাৎ যে কোন মতের ঔষধ হউক না কেন তদ্দ্বারা রোগের প্রতিকার না হইলে, নিশ্চয়ই তাহার দ্বারা অপকার হইবে, নিত্য হইয়াও থাকে। তীরের ভেদ করিবার শক্তি আছে। একটা তীরকে কিছু লক্ষ না করিয়া উর্দ্ধে ছাড়িয়া দিলে, সে সজীব নির্জীব কোন পদার্থকে অবশ্যই ভেদ করিবে। অনল, স্বীয় দাহিকা শক্তির দ্বারা সমস্ত পদার্থই দগ্ধ করিতে সক্ষম। আমাদিগের মতে ঔষধির ব্যবহার কম করাই উচিত। অধিক ঔষধি খাইলেই পীড়া আরোগ্য হয় না। পীড়ার ঠিক ঔষধি হইলে, ২।১ মাত্রাতেই উপকার দর্শিতে পারে। এক বিন্দু সর্প-বিষে শরীরস্থ সমস্ত রক্ত বিষাক্ত করিতে পারে। এক ফোঁটা গো-মূত্রে এক হাঁড় দুগ্ধ নষ্ট করিতে সক্ষম। এক ফোঁটা ঘোলে, এক হাঁড়ি দুগ্ধ জমাইতে পারে। গাত্র আগুণের কণাতেও জ্বলে এবং অধিক আগুণ গাত্রে নিক্ষেপ করিলে তাহাতেও জ্বলিয়া উঠে। ঔষধির আরোগ্যের শক্তি থাকিলে, এক বিন্দুতে ফল পাওয়া যাইতে পারে। একবার ঔষধি খাওয়াইলে তাহাতে যদি রোগের কিঞ্চিৎ উপসম হয় বা রোগ আর বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে, সেই ঔষধির দ্বারা সেই রোগের আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রতিকার হইতে পারে। একবার ঔষধি দিয়া তাহার ফল প্রতীক্ষা না করিয়া কখনই অপর ঔষধির ব্যবস্থা করা বিধেয় নহে।

দর্শন, স্পর্শন, প্রশ্নের দ্বারা এবং বাহ্য লক্ষণ দৃষ্টে রোগ-নির্ণয় করিতে হয়। রোগ নির্ণয়ে ভ্রম হইলে, ঔষধির ব্যবস্থাতে ভ্রম হয়। পীড়ার যথার্থ ঔষধি না দিলে, রোগী কষ্ট পায় এবং রোগের স্বভাব বিকৃড়ে যায়। চিকিৎসকের মধ্যে যাঁহাদের প্রত্যুৎপন্নমতি আছে তাঁহারাই সুচিকিৎসক মধ্যে গণ্য। রোগ নির্ণয় একটি কঠিন ব্যাপার। বই সবাই পড়ে; কিন্তু যিনি পুঁথির লক্ষণের সঙ্গে পীড়ার লক্ষণ মিলাইয়া লইতে পারেন, তিনিই সুচিকিৎসক।

প্রত্যেক পীড়ার প্রকৃতি এবং রূপ বা লক্ষণ সতন্ত্র সতন্ত্র হইলেও কোন কোন পীড়ার লক্ষণের সঙ্গে কোন কোন পীড়ার লক্ষণের সাদৃশ্যতা দৃষ্ট হয়। এরূপ স্থলে চিকিৎসকের অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। চিকিৎসকের ভ্রমে অমৃতে গরল উত্থিত হইতে পারে।

পীড়া হইবা মাত্রই তাহার সম্পূর্ণ রূপ বা যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায় না। সেই জন্য আমরা বলি, পীড়ার সম্পূর্ণ রূপ না হইলে, ঔষধি প্রদান বিধেয় নহে। একটা ছবির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং পরিচ্ছদ যথা স্থানে স্থাপন না করিলে যেমন তদ্দৃষ্টে কোন্ জাতির প্রতিমূর্ত্তি বুঝিতে গোলযোগ ঘটে তদ্রূপ পীড়ার সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ না পাইলে, রোগ নির্ণয়ে বাধা জন্মে। হাম-জ্বর, বসন্ত-জ্বর, রসজনিত-জ্বর, প্রদাহ-জনিত-জ্বর, বাত-জ্বর, অবিরাম-জ্বর, সবিরাম জ্বর ইত্যাদি নানা প্রকার জ্বর আছে এবং প্রত্যেক জ্বরের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ থাকিলেও প্রথমে সে বিভিন্নতা স্পষ্ট লক্ষিত হয় না। বয়ঃ বৃদ্ধির সঙ্গে রোগের রূপ প্রকাশ পাইতে থাকে।

কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই দুর্জ্জন হয় না। ব্যাঘ্র শাবক জন্মিয়াই মনুষ্য ধরিয়া ভক্ষণ করে না। বাল সূর্য্য উদয় কালেই প্রখর তাপ প্রদান করে না। বালক, যেমন বাড়িতে থাকে অমনি কুসঙ্গদোষে দুর্জ্জন হইতে আরম্ভ হয়। সতের সঙ্গ লইলে সুজন হয়। পীড়াও কুচিকিৎসায় বিকৃড়ে দাড়ায় অর্থাৎ অবশেষে খল-স্বভাব প্রাপ্ত হয়। খলের মুখে মধু, হৃদয়ে গরল অর্থাৎ বাহ্য দৃশ্য তাদৃশ ভয়াবহ না হইলেও, সে নিতান্ত অনিষ্টকারী। যে শত্রুর বাহ্য দৃশ্য ভীষণ, তাহার দ্বারা তাদৃশ অনিষ্ট হইতে পারে না, কেন না, তাহার উপর দৃষ্টি থাকে। পুরাতন পীড়াকে অনেকে সহজ জ্ঞান করে;

কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে ; তরুণ পীড়া অপেক্ষা পুরাতন পীড়ার প্রাণ-নাশের শক্তি অধিক।

পুরাতন পীড়া ধীরে ধীরে জিনিয়া বসে এবং রোগীর বল অর্থাৎ রক্ত হরণ করে। যে যন্ত্রণা প্রত্যহ ভোগ করা যায়, তাহা ক্রমে ক্রমে সহ্য পায়, তাই পুরাতন পীড়ায় তাদৃশ যন্ত্রণা অনুভূত হয় না এবং লোকেও তাচ্ছল্য জ্ঞানে প্রতিকারের চেষ্টা করে না। আমরা বলি, তরুণ অপেক্ষা পুরাতন পীড়া কঠিন। কেন না, তরুণ পীড়ায় রোগীর বল থাকে। বল থাকিলে, ঔষধির ক্রিয়াও শীঘ্র হয়।

এমন অনেক পীড়া আছে, যাহার সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে, প্রবল উপসর্গের যন্ত্রণাতেই রোগী মারা যায় ; এমন কি চিকিৎসককে সংবাদ দিবার সময় পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। সে স্থলে ঔষধি দিয়া কি ফল লাভ হইবে ? সে পীড়া চিকিৎসা-সাধ্য নহে মনে করিতে হইবে। যে জ্বরে গাত্রতাপ ১০৯।১০ ডিগ্রী এবং যে কলেরায় ২।১ বার ভেদ বা বমনে নাড়ী ছাড়ে বা রোগী মরে, সে পীড়া চিকিৎসাসাধ্য নহে। চিকিৎসা-সাধ্য পীড়ারই চিকিৎসা হয়।

আমাদিগের এই "পঞ্চ-ভূত-তত্ত্বে" দেহ-তত্ত্ব, পদার্থ-তত্ত্ব, ধর্ম্ম-তত্ত্বাদি চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় নিতান্ত আবশ্যকীয় বিষয়গুলি ক্রমে ক্রমে বর্ণিত হইবে। ইহাতে জীবন-নাশের গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইবে। "হরিদাসের-গুপ্ত-কথা" পাঠে অমূল্য সময় নষ্ট না করিয়া, বিজ্ঞানের অনুশীলন নর-নারীর কর্ত্তব্য। সামাজিক প্রথা সমূহের দোষ-গুণ সমালোচিত হইবে। প্রমাণের সঙ্গে হিন্দু-শাস্ত্র-পক্ষ-সমুত্থান করা হইবে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের সঙ্গে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের যে সংশ্রব আছে তাহা দর্শান হইবে। ইহার মধ্যে ২।১টি কবিতাও থাকিবে। রোগের লক্ষণ এবং তাহার চিকিৎসা বিশদরূপে বর্ণিত হইবে। আমাদিগের "পঞ্চ-ভূত-তত্ত্ব" জন-সমাজে আদৃত হইবে কি না সে কথা ভগবান ভিন্ন অন্য কে বলিতে পারে ?* কিন্তু বইখানি বৃহৎ হইবে। সেই জন্য আমরা মাসে মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশ করিব।

পুতি বৃক্ষ আগে, লাগে কি না লাগে
জীব-উপকারে কে বলিতে পারে ?

অনেকের বিশ্বাস হোমিওপ্যাথিক অপেক্ষা এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় জ্বর শীঘ্র আরোগ্য হয়। সে কথা ভ্রান্তিমূলক। কয়েক প্রকার জ্বরের পক্ষে কুইনাইন উৎকৃষ্ট ঔষধি। কুইনাইন উভয় প্রকার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

কুইনাইনের জ্বর আরোগ্যের শক্তি আছে বটে, কিন্তু এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া, উহার দ্বারা সময়ে সময়ে বিষময় ফল ফলে। অধিক মাত্রায় কুইনাইন দিলে শীঘ্র জ্বর বন্ধ হয় সত্য, কিন্তু তাহার পর প্রত্যহ অল্প মাত্রায় অন্ততঃ ১০।১২ দিবস নিয়মিতরূপে কুইনাইন ব্যবহার না করিলে, সে জ্বর পুনর্ব্বার প্রকাশ পায়। তাহা হইলে কিরূপে এলোপ্যাথিক কুইনাইনে সদ্য জ্বর বন্ধ করিতে পারে? হোমিওপ্যাথিক ঔষধিতে ঐ সময়ের অনেক পূর্ব্বে সে জ্বর জড়-সহ উঠিতে পারে। অর্ণব-পোতের তলার ছিদ্র বন্ধ না করিলে কি ছেঁচিয়া অভ্যন্তরস্থ জল নিঃশেষ করা যায়? যে কোন পীড়াই হউক, তাহার মূলে কোন একটি কারণ নিহিত থাকে; তাহাই পীড়ার জড় বা মূল। বদ্ধমূল পীড়া জড়সহ যদ্দ্বারা উঠিয়া না যায়, তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হইতে পারে কিরূপে স্বীকার করিতে পারি? আমাদিগের শরীরে স্বাভাবিক আরোগ্যের শক্তি সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ঔষধির দ্বারা সেই শক্তির সাহায্য করাই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য। এলোপ্যাথিক ঔষধিতে মাত্রার দোষে সেই শক্তি নিতান্ত পীড়িত বা অকর্ম্মণ্য হয়। বলের দ্বারা শাসিত প্রজা, রাজার বিপদকালে বিদ্রোহী হয়। এই সকল কারণে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালী প্রশংসনীয় নহে।

সুফল আশায় থাকি প্রতীক্ষায়,
দিয়ে বারি সার যত্ন করে তার।
সু-দৃঢ় উদ্যমে, সমাজ-উদ্যানে
আশার আশ্বাসে মনের বিশ্বাসে
রোপিনু এ তরু।—এ কার্য্য যে গুরু
মান্য তাহা করি শীরোপরি ধরি।
হলে কথঞ্চিত স্বজাতির হিত
এ শ্রম সকল গুণিব সফল।

কোন কোন সময়ে গাভী গো-শালা হইতে বাহির করিবার সময় গো-পালকে টানিয়া লইয়া যায়। সে যদি বলের সহিত তাহার গললগ্ন দড়ি আকর্ষণ করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না যায় এবং অধিক বল-প্রয়োগে এক স্থানে দাঁড়াইয়া আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহা হইলে, সেই দড়ি ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। আকর্ষণ করিতে করিতে গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূর যাইলে, সে অবশেষে হাঁপাইয়া পড়ে এবং থামিয়া যায়। আমাদিগের মতে, বলের দ্বারা পীড়ার গতি-রোধ করা অকর্ত্তব্য। বেগবতী নদীতে বাঁধ বাঁধিলে, তাহা ভাসিয়া যাইতে পারে। পীড়ার কারণ দূর এবং উপসর্গ দমন এক সঙ্গে করাই বিধেয়। একগাছি সূক্ষ্ম সূতা-সংযুক্ত সরু ছিপে একটি বৃহৎ মৎস্যকে অক্লেশে পুষ্কর্ণী হইতে ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু স্থূল সূতাসংযুক্ত স্থূলাগ্র ছিপে একটি ক্ষুদ্র মৎস্যকেও ধৃত করিতে পারা যায় না। বলের দ্বারা বশীভূত করিলে, কখনই নিরাপদ হওয়া যায় না।

মল, মূত্র, তাপ, ঘর্ম্ম, নিশ্বাসাদি দূষিত পদার্থ আমাদিগের হিতের জন্য দেহ ছিদ্র দিয়া নিয়ত নির্গত হয়। কোন কারণ না থাকিলে সভ্যতা বা সৌন্দর্য্যতা রক্ষার্থে আপাদ মস্তক পরিচ্ছদে আবৃত রাখিয়া, দৈহিক স্বাভাবিক ক্রিয়ার বাধা প্রদান অকর্ত্তব্য। প্রাচীন হিন্দুরা গ্রীষ্মকালে মাত্র একখানি উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন। মৃগ-চর্ম্ম পরিধানে বেদব্যাস মহাভারতাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মৃগ-নাভীর বাহ্য দৃশ্য মনোহর না হইলেও, অভ্যন্তরস্থ সুগুণসম্পন্ন সৌগন্ধীয় পদার্থের জন্য জনসমাজে আদৃত। সুদৃশ্য মাখাল ফল অভ্যন্তরস্থ গুণহীন দুর্গন্ধ পদার্থের জন্য জনসমাজে ঘৃণিত। একে শীতকালে তাপের ন্যূনতা, তাহাতে শীতল উত্তর-বায়ু (হিমমিশ্রিত বায়ু) লোমকূপ-পথে দেহ-মধ্যে প্রবেশিয়া, দেহ-তাপ নষ্ট করে; সুতরাং তখন গাঢ় বস্ত্রাবরণে দেহ-তাপ রক্ষার প্রয়োজন। গ্রীষ্ম কালে সহজেই তাপের আধিক্য, তাহাতে তাপ নির্গমনে বাধা পড়িলে, অধিক মাত্রায় ঘর্ম্ম ক্ষরিত হইতে পারে। অধিক ঘর্ম্ম ক্ষরিলে, শরীরস্থ জলীয় ভাগের হ্রাস হয় এবং তজ্জন্যই পিপাসা বৃদ্ধি পায়। উত্তেজনার পর অবসাদ। ঘর্ম্ম-নির্গমন উত্তেজনার লক্ষণ। সেই জন্য অধিক শ্রম বা প্রবল জ্বরান্তে লোক অবসন্ন হইয়া পড়ে। সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত হওয়াই পূর্ণশ্রমের লক্ষণ। পূর্ণ শ্রমে কর্ম্ম করা বিধেয় নহে। কপালে

বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গমন অর্দ্ধশ্রমের লক্ষণ। অর্দ্ধ শ্রমে কর্ম্ম করাই বিধেয়। শ্রম না করাও দোষনীয় এবং অধিক শ্রম করাও দোষনীয়। শীত কালে ঘর্ম্ম নির্গমনে বাধা পড়ে, সেই জন্য ঐ কালে অনেক পীড়া আরোগ্য হয় না। জল বায়ুর ন্যায় তাপও জীবন পোষণের প্রধান সহায়। সূর্য্য-তাপ প্রত্যহ দেহে লাগিতে দেওয়া কর্ত্তব্য; কেন না, তাপে ঘর্ম্ম নির্গত হয় এবং দেহ চর্ম্ম-বল বৃদ্ধি পায়। সর্ব্বদা দেহ পোষাকে আচ্ছাদিত রাখিলে, লাবণ্য বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু শরীর নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হয়। কখন কোন কারণ বশতঃ রৌদ্রে, জলে বা বায়ুতে অধিক্ষণ থাকিতে হইলে, তাহাতে শরীর পীড়িত হইতে পারে। আমাদিগের এই বঙ্গদেশে, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ ঋতুতে গাঢ় বা কষা পোষাক পরিধান বিধেয় নহে। সভ্যতা রক্ষার্থে, প্রশস্ত ছিদ্র-যুক্ত শাদা সূতী পোষাক পরিধান বিধেয়।

কষা পোষাক পার্শ্ব-বৃদ্ধির বাধা—যথা সংকীর্ণ ঘেরা-রক্ষিত বৃক্ষ,—যাহার স্থূলতার ন্যূনতা এবং দৈর্ঘতার বৃদ্ধি হয়। কষা পোষাকধারী ইংরাজের মধ্যে স্থূলকায় লোকের সংখ্যা অতি বিরল। নীরস খাদ্য এবং শ্রমের সঙ্গেও ক্ষীণ দেহের সম্বন্ধ নিবিষ্ট।

পাকড়ী বা টুপীর প্রয়োজন হইলে, সৃষ্টিকর্ত্তা কখনই মস্তক ঘন কেশভূষণে ভূষিত করিতেন না *। যুদ্ধ ক্ষেত্রে অস্ত্রাঘাত নিবারণার্থে স্থূল টুপী বা

---

* না থাকিলে প্রয়োজন, বোঝা বহ কি কারণ?
বাড়ে কি কখন রূপ মাজিলে সাজিলে?
টুপী বেড়ী বহে বন্দী রাজার সাজিলে।
অন্য মনাঃ মতিচ্ছন্ন, ইট কাঠ বস্ত্র ছিন্ন,
জীর্ণ শীর্ণ দেহ তবু বহে গুরু ভার;—
অনর্থক হাসে গায় শাস্তি নয় কি তার?
শিখী-পুচ্ছ মনো-লোভা, বিতরে সুন্দর শোভা
বিস্তারিত পুচ্ছে যবে নাচে তালে তালে,
মানব-রচিত ভূষা শোভে কি সে কালে?
বিশ্ব-পূজ্য বেশকরে, চিকুর নিকরে করে

পাকড়ীর ব্যবস্থার ভিন্ন অন্য সময়ে কখনই ব্যবহার করা বিধেয় নহে। স্থূল টুপী বা পাকড়ী শীর-তাপ নির্গমনের বাধা প্রদ হয়, অর্থাৎ ঐ তাপে মস্তক সন্তাপিত হয়। মস্তক তাপিলে,অধঃ দেশের রক্ত উর্দ্ধগামী হয় অর্থাৎ রক্ত মস্তিষ্কে যাইয়া সঞ্চিত হয়। মাথায় রক্তের আধিক্য হইলে, মস্তিষ্ক বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সঞ্চিত রক্ত-দোষে মস্তিষ্কে এক প্রকার কেশঘ্ন কীট (টাকপোকা) জন্মে। টাক-পোকায় ব্রহ্মরন্ধ্র ও তৎপার্শ্বস্থ চুল নির্ম্মূল করে। স্থূল টুপীধারী ইংরেজের মধ্যে "টাকপড়া মাথার," সংখ্যা অধিক। শোক বা চিন্তা জনিত তাপেও শীর-চুলের ক্ষয় হয়; তাহারও মূল তাপ। সভ্যতার অনুরোধে কোন প্রকার পীড়ার আশ্রয় প্রদান বা দেহকে অকর্ম্মণ্য করা কখনই বিধেয় নহে। বশে রাখিতে পারিলে, কাহার বশীভুত হওয়া উচিৎ নহে। আমাদিগের শরীরে সমস্তই সহ্য পায়; সে সহিষ্ণুতা অভ্যাসের উপর নির্ভর।

সূতী অপেক্ষা রেশমী, রেশমী অপেক্ষা পশমী বস্ত্রে অধিক দেহ-তাপ রক্ষিত হয়। শাদা সূতী অপেক্ষা রঙ্গিন সূতী বস্ত্রের তাপ রক্ষার শক্তি অধিক। বঙ্গবাসীর পক্ষে সূতী পোষাকই স্বাস্থ্যকর।

স্নানের জল, না অধিক শীতল, না উষ্ণ হওয়া উচিৎ হিন্দুশাস্ত্রে সকাল, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন এই ত্রিকাল স্নানের বিধি আছে। অবস্থানুসারে তিনবার না হইলে, অন্ততঃ সকাল ও সন্ধ্যায় স্নান বিধেয়। পবিত্র সলিলা স্রোত-স্বতীতে, তদ অভাবে হ্রদে, তদ অভাবে "আবর্জ্জনা শূন্য দীর্ঘায়ত সরোবরে, কলিকাতাবাসীর পক্ষে কলের জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান বিধেয়। পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত রোগীর পক্ষে লাবণ জলে স্নান বিধেয়।

স্নানে, চর্ম্মবল ও লাবণ্য বৃদ্ধি হয়, দেহ-তাপের আধিক্য হয় না, সুতরাং শরীর স্নিগ্ধ থাকে, দূষিত ঘর্ম্মসহ লোমকূপে মলা জমিয়া থাকিতে পায় না, সুতরাং ঘর্ম্ম নির্গমনে বাধা পড়ে না এবং জলও বশে থাকে অর্থাৎ কখন অধিক্ষণ বৃষ্টির জলে ভিজিতে হইলে বা পুবেবাতাস গাত্রে লাগিলে, জল

সাজালে যে শোভা ধরে নহে তুল্য তার
স্বর্ণকর—বিনির্ম্মিত মণি—মুক্তাহার।

জনিত পীড়ার সৃষ্টি হইতে পারে না। ধীবর, ডুবরী, কৃষকেরা ইহার প্রমাণ স্থল। মনুষ্যের শুভাশুভ ফলাফল সু-কু-অভ্যাসের উপর নির্ভর।

সন্তরণে, সঞ্চালন হেতু অঙ্গ সমূহের বল বৃদ্ধি হয় এবং কখন নৌকা মগ্ন হইলে, নিরাপদে উঠিতে বা কোন জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে পারে।

"সর্ব্ব গন্ধ হরে তৈল"।

সর্ষপ তৈল, কাষ্ঠ অঙ্গারের ন্যায় গন্ধ হরণ করে। যে সকল জাতির মধ্যে, তৈল মর্দ্দনের প্রথা নাই, তাহাদিগের মস্তক কেশ-কীট অর্থাৎ উকুনে পরিপূর্ণ এবং গাত্র দুর্গন্ধযুক্ত। তৈলে চর্ম্ম-লাবণ্য-বল এবং কেশের কৃষ্ণতা বৃদ্ধি করে। নারিকেল তৈল পাঁচড়া প্রতিষেধক;—তাহার প্রমাণস্থল হিন্দু মহিলাগণ। কাষ্ঠের কয়লায় দুর্গন্ধ হরণ করে। পুষ্করিণীর জল বা রোগীর বাস-ঘর দুর্গন্ধে দূষিত হইলে, অঙ্গারের দ্বারা সোধন করা যাইতে পারে।

চূণে কার্ব্বানিক য়্যাসিড বা এক প্রকার দূষিত বাষ্প-বিষ-গুণ নষ্ট করে, নারিকেল তৈল চর্ম্ম-রোগ প্রতিষেধক, সাজিমাটী মলাহারক, এই তিন পদার্থ-যোগে যে এক প্রকার দেশীয় সোপ বা সাবান প্রস্তুত হয়, স্নান কালে তাহা বা সর্ষপ-খৈলের দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য।

ঘর্ম্ম দূষিত পদার্থ। ঘর্ম্ম, গাত্রে অধিকক্ষণ থাকিলে চর্ম্ম-রোগের উৎপত্তি, উদরস্থ হইলে, ভেদ বমন আরম্ভ, এবং উহার দ্বারা শয্যা-পরিচ্ছদ সমল ও দুর্গন্ধীয় হয়। পরিহিত বস্ত্র প্রতিদিন ধৌত ও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

স্নানান্তে, সদ্য খাদ্য ভক্ষণ বিধেয়। ১২ ঘণ্টা অন্তর দিবা, রাত্রের মধ্যে দুইবার ভোজন করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ প্রাতে দশ ঘটিকার সময় আহার করিলে, রাত্রে দশ ঘটিকার সময় আহার করা উচিত; তাহা হইলে ভুক্ত দ্রব্য উত্তম রূপে পরিপাক পায়। অক্ষুধায় আহার করিলে, উদরাময় পীড়ার উৎপত্তি হয়।

কোন কোন ব্যক্তির কোন কোন খাদ্য খাইতে রুচি নাই, খাইলেও উদরে পরিপাক পায় না। এ অবস্থায়, পুস্তকে খাদ্যের তালিকা দিলে কিরূপে চলিতে পারে? দোষ-গুণ দর্শানই আমাদিগের কর্ত্তব্য। পাঠক, বিচার পূর্ব্বক খাদ্য বাছিয়া আহার করিবেন। আমরা এই পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত

উপদেশ দিতেছি, যাঁহার যে খাদ্য খাইতে রুচি হয় এবং খাইলেও পরিপাক পায়, তাঁহার পক্ষে, তাহাই স্বাস্থ্যকর।* যে তিথিতে যে খাদ্য ভক্ষণে পীড়া জন্মে, তাহার সুন্দর উপদেশ পঞ্জিকাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেই জন্য ঐ সকল খাদ্যের উল্লেখ করা হইল না। হিন্দু-শাস্ত্র-বিধি সমস্তই পালনীয়। প্রাচীন হিন্দুরা স্বাস্থ্য-রক্ষার্থে যে সকল কঠোর নিয়ম পালন করিতেন, দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। হিন্দুর স্নান, ভোজন, শয়নাদি যাবতীয় দৈনন্দিন ক্রিয়া নিয়মাবদ্ধ এবং শাস্ত্র সম্মত।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে সাগর-নদ-নদী-জল বৃদ্ধি হয়; আমাদিগের দেহেও জল-সঞ্চয় হয়। বাতগ্রস্ত রোগীরা তাহা উত্তমরূপে জ্ঞাত। রসের হ্রাসের জন্যই পূর্ব্বোক্ত নিশী-পালন-বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। শাস্ত্র-বিধি সমস্তই অকাট্য। চন্দ্র, সূর্য্যের গতির সঙ্গে আমাদিগের দেহ ও সাগরের অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ।

যে দেশে, যে চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রচলিত, তথাকার চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতেরা,

---

* যথা দয়া তথা ধর্ম্ম বেদের বচন।
পাশব আচারে করে প্রাণীর নিধন।
এ জীব সঙ্কুল ভবে, চিরদিন কে বা রবে?
একদা মরিতে হবে বুঝিবে তখন,
সম্ভোগে যন্ত্রণা কত গ্রাসিলে সমন।
নির্দ্দয় কালের কাছে, ইতর মহত মাঝে,
কিছু না প্রভেদ আছে সবাই সমান।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম মুক্তির সোপান।
হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী, বৈষ্ণব বিধবা নারী,
নিরামিষ ফলাহারী সবে সুস্থ কায়;
অকালে কজন মরে তুলিলে সংখ্যায়?
নানা জাতি ফল ফুল, লতা পাতা মর্জ্জা মূল,
ভক্ষণে জীবন বল রক্ষিত যখন,
তখন বিফল কেন প্রাণীর নিধন।

সেই দেশজাত পদার্থের দোষ-গুণ বিচার পূর্ব্বক ঐ সকল পদার্থ ঔষধি ও পথ্যের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই সকল ঔষধি ও পথ্যে সেই দেশ-বাসীরা যদ্রূপ ফল লাভ করেন, সেরূপ ফল লাভের আশা অন্য দেশবাসীরা করিতে পারেন না। ছিলেট লেবু-তথাকার মৃত্তিকার গুণে যেমন সুস্বাদু ও সুগুণবিশিষ্ট, তদ্রূপ অন্যত্রে হইতে পারে না। কাবুলদাড়িম্ব, মৃত্তিকার দোষে বঙ্গদেশে তাদৃশ গুণসম্পন্ন হয় না। দেশ বিশেষে বায়ু-জলাদিরও গুণের বিভিন্নতা ঘটে, এবং তজ্জন্যই সজীব নির্জীব যাবতীয় পদার্থের রূপ-গুণের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ইংরেজ শ্বেতকায়, আবার আফ্রিকাবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ কদাকার। আকৃতি, প্রকৃতি যখন সমস্ত জগতের একরূপ নহে, তখন পদার্থের গুণের বিভিন্নতা কেন না হইবে? আমাদিগের মতে, উদ্ভিদভোজী বঙ্গবাসীর পীড়ায় বঙ্গদেশজাত ঔষধি হওয়াই উচিৎ, কিন্তু সে অভাব পূরণের উপায় নাই; কেন না, এক্ষণে হিন্দু রাজা নাই। রাজার সাহায্য ব্যতীত চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি হইতে পারে না; সেই জন্যই আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসা-শাস্ত্র চরম দশাগ্রস্থ; সুতরাং তদ্দ্বারা অনেক পীড়ায় সুফল ফলে না। আমরা আয়ুর্ব্বেদোক্ত অনেক ঔষধি, হোমিওপ্যাথিক মতানুসারে প্রস্তুত করণান্তর ব্যবহার করিয়া কোন কোন পীড়ায় সুফল প্রাপ্ত হই।

বিজাতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে যে সকল ঔষধির তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এরূপ অনেক ঔষধি আছে, যদ্দ্বারা বঙ্গবাসীর পীড়ায় কচিৎ সুফল ফলে। বঙ্গবাসীর পীড়ায় লক্ষণ বিশেষে কতিপয় ঔষধিতে সুন্দর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বহুদর্শিতা না থাকিলে, হোমিওপ্যাথিক—হোমিও-প্যাথিক কেন?—কোন মতের চিকিৎসাতে সুফল ফলে না। পূর্ব্বোক্ত কারণে, বিজাতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের অবিকল অনুবাদ করিলে, তাহাতে চিকিৎসা-শিক্ষার্থীদিগের ঔষধি নির্ব্বাচনে গোলযোগ ঘটিতে পারে, সর্ব্বদা ঘটিয়াও থাকে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় শীঘ্র পীড়া আরোগ্য হয় না এরূপ ধারণা, পূর্ব্বোক্ত কারণেই লোকের মনে বদ্ধমূল হইতেছে। আমাদিগের বহু-দর্শিতাতে আমরা জ্ঞাত হইয়াছি, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যত শীঘ্র রোগ আরোগ্য হয়, তত শীঘ্র অন্য চিকিৎসায় হয় না। এলোপ্যাথিক, হোমিও-প্যাথিক, আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রের দোষ-গুণ এক সঙ্গে সমালোচিত

হইবে। অভিনব কাউন্ট সিজারমেটি আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রোহোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় দোষ গুণের সমালোচনা করা হইবে। আলোচ্য বিষয় গুলিকে এক স্থানে দণ্ডায়মান করিলে, তাহাদিগের দোষ গুণের বিচার সুন্দর রূপে করা যাইতে পারে। সেই জন্য আমরা পীড়ার চিকিৎসা লিখিবার সময়, পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার চিকিৎসা-শাস্ত্রোক্ত ঔষধি গুলির উল্লেখ পর্য্যায় ক্রমে করিব। পাঠকগণ কর্ম্মক্ষেত্রে ঐ সকল ঔষধির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া দোষ গুণের বিচার করিবেন। কর্ম্মক্ষেত্রই প্রকৃত পরীক্ষার স্থল।

ইলেকট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কেন না, যে যে পদার্থে ঔষধি প্রস্তুত, তাহার নাম প্রকাশ নাই ; ধরিতে গেলে ঐ সকল ঔষধি কাউন্ট সিজারমেটির প্যাটেন্ট ঔষধি।

প্যাটেন্ট ঔষধি মাত্রই দোষবহ। প্যাটেন্ট ঔষধিতে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ বিশিষ্ট পীড়া আরোগ্য হইতে পারে। একটি ঔষধিতে সমস্ত পীড়া আরোগ্য হইলে, তাহা কি ঔষধি ? না, স্বয়ং জগৎ-পতি সেই ঔষধরূপী ? অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই প্যাটেন্ট ঔষধি ব্যবহার করে। বর্ষে বর্ষে কত জীবন যে ঐ সকল ঔষধির দ্বারা বিনষ্ট হইতেছে, তাহার স্থিরতা নাই। প্যাটেন্ট ঔষধির ব্যবহার যত দিন না বন্ধ হইবে, ততদিন অকাল মৃত্যু-স্রোত প্রবাহিত থাকিবে। কলির বাবুগণ অপেক্ষা আর্য্য ঋষিগণ যে গুণে, জ্ঞানে অর্থাৎ সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা কে না স্বীকার করিবে ? প্যাটেন্ট ঔষধি সুফল প্রদ হইলে, তাঁহারা অনেক প্রকার প্যাটেন্ট ঔষধি প্রস্তুত করিতে পারিতেন এবং চিকিৎসা-প্রথা সমাজে প্রচলিত হইত না। দর্শন, স্পর্শন, প্রশ্নের দ্বারা এবং লক্ষণ দৃষ্টে রোগ নির্ণয় করণান্তর ঔষধির ব্যবস্থা করিলেও যখন রোগ নির্ণয়ে ভ্রম হয় এবং তজ্জন্য রোগী আরোগ্য হইতে পারে না, তখন প্যাটেন্ট ঔষধিতে কিরূপে ফল লাভের আশা করা যাইতে পারে ? মূর্খ লোকের নিকট যুক্তি-ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্যাদি সমস্তই শোভা পায়।

আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসাই আদি চিকিৎসা। আজ তাহা মধু, মধুমক্ষিকা শূন্য মধুচক্রবৎ জন সমাজে অবস্থিত। হায়রে সে কাল ! সে কালের লোক বিজ্ঞান-চর্চ্চায় কত কাল জীবিত থাকিতেন।

একাল, সেকাল ; একেলা, সেবেলা। একাল অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল ;

সেকাল, অর্থাৎ সত্য কাল বা পৃথিবীর বাল্য কাল। এবেলা, দিবসের শেষ কাল; সেবেলা, প্রাতঃকাল। প্রভাতে বালার্ক বাল-সুলভ মধুময় হাসিতে, হাসিতে হাসিতে গগণে উদিত হয়। বালকের হাসি দেখে, কে না হাসে? জগৎ হাসিয়া উঠে। একপ্রহরের পর সূর্য্য যৌবন কাল প্রাপ্ত হয়। দুই প্রহর পর্য্যন্ত, সূর্য্যের পূর্ণ যৌবন কাল। কাল-ধর্ম্মে, ঐ কালে, সূর্য্য প্রখর করে জগৎ তাপিত করে; বাল্য কালের সে নম্র ভাব আর থাকে না। প্রৌঢ় কালে পদার্পন করিলে, ক্রমে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে অর্থাৎ তেজের ক্ষীণতা হয়। বৃদ্ধকাল, জীবনের শেষ কাল অর্থাৎ মৃত্যু-কালের প্রাক্‌কাল। মৃত্যু-কালকে নিকটবর্ত্তী দৃষ্টে, সূর্য্য নিতান্ত বীর্য্যহীন অর্থাৎ অতিশয় ম্রিয়মাণ হয় এবং অবশেষে ধ্বান্তরূপী কাল-কবলিত হয়। সূর্য্যের বিচ্ছেদে ধরা একান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে। বিচ্ছেদানলে, দেহ তাপিত হয়, তাই, সেই তাপ হইতে শিশিরের উৎপত্তি বা শিশিররূপ ঘর্ম্ম দেহ হইতে নির্গত হয় কিম্বা উহাই ধরিত্রীর রোদনাশ্রু।

বৃক্ষ, বংশ, ফলাদি যতই প্রাচীন হয়, ততই হীন তেজঃ হইতে আরম্ভ হয়। প্রাচীন বৃক্ষের ফল ক্রমশঃই ছোট হয়। প্রাচীন বংশ ক্রমশঃই হীন তেজঃ হয়। বংশ-তেজ বজায় রাখিবার জন্যই তেজিয়ান বা শ্রেষ্ঠ বংশ-জাত কন্যার পাণি-গ্রহণ-প্রথা সমাজে প্রচলিত। প্রাচীন অম্র বৃক্ষের শাখায় একটি সতেজ অম্র চারার যোড় লাগাইলে, সেই যোড় কলম যেমন পুনর্ব্বার যৌবন কালের ন্যায় সুফল প্রদান করে, তদ্রূপ সৎকুলোদ্ভবা কন্যার গর্ভজাত সন্তানেরা সৎগুণবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ তাহাদিগের দ্বারা কুলশ্রী বৃদ্ধি হয়। সৎ বংশজাত সুগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরাই কুলীন নামে বাচ্য। কায়স্থদিগের "পরিচয়" ব্রাহ্মণ দিগের "পুরুষ" অর্থাৎ এক পুরুষে, দুপুরুষে, ইত্যাদি। পরিচয় বা পুরুষের সংখ্যা যতই অধিক, সে বংশ ততই হীন তেজঃ। সেইজন্য যাহাদের "পরিচয়ের" সংখ্যা কম, তাহারাই শ্রেষ্ঠ কুলীন বা শ্রেষ্ঠ বংশীয়। এক ক্ষেত্রে, একই প্রকার ধান্য-বীজ প্রতি বৎসর বপন করিলে, ক্রমেই ক্ষেত্র উৎপাদিকা শক্তি রহিত হয় এবং ফলও ছোট হইতে আরম্ভ হয়। এই দোষ নিবারণার্থেই হিন্দু শাস্ত্রকরেরা, স্বগোত্রে বিবাহ-বিধি প্রদান করেন নাই। সন্তান, পিতা মাতার ভিন্ন মূর্ত্তি। সন্তান পিতা মাতার স্বভাব, রূপ, গুণ, এমন

কি পীড়া পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। পিতা মাতার দোষে অনেকে অকালে রোগগ্রস্থ হইয়া কাল-মুখে পতিত হয়। আধুনিক বিবাহ-প্রথায় অমৃতে গরল উত্থিত হইয়াছে।

পুরাকাল অপেক্ষা বর্ত্তমানকাল যে সর্ব্বাংশে তেজঃহীন, তাহাতে সংশয় কি? দুর্ব্বল ব্যক্তির উপরই রোগের আধিপত্য, তাই, আমাদিগের দেহে রোগে বাসা বাঁধিয়াছে। যে কারণেই হউক, পূর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক মনুষ্যদিগের স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে স্বীকার করিলে, সে কালের চিকিৎসা-শাস্ত্রোক্ত ঔষধির মাত্রায় পরিবর্ত্তন নিতান্ত প্রয়োজনীয়; তাহা অবশ্যই পরীক্ষা সাপেক্ষ; তাহা কে করিবে? সেরূপ চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কই? এখন যিনি যাহা করেন, তাহা কেবল পেটের জন্য। মহাত্মা হানিমান কি সহজে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জনসমাজে প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন? তাঁহাকে অনেক দৈহিক, মানসিক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার না করিলে কেহই সমাজের হিত করিতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধির নাম, গ্রন্থ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়। আধুনিক কবিরাজেরা বোধ হয়, তাহার অনেক ঔষধি চিনিয়া লইতে পারেন না, কেননা, মুসলমান রাজার সময়ে আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, সেই জন্য, এখনকার লোকের পক্ষে, সে সকল পদার্থ নিতান্ত অভিনব। গ্রন্থে রূপ-গুণের পরিচয় পাইলেই অরণ্য হইতে তরু, লতা, মূল বাছিয়া লওয়া কঠিন ব্যাপার। দুষ্প্রাপ্য হইলে, গুড়াভাবে মধু প্রদত্ত হয়; সুতরাং তাহাতে ফলও সেইরূপ হয়। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র সর্ব্বাংশে প্রসংশনীয়, কিন্তু কোন কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যকীয়।

শ্রম, স্বাস্থ্য-ভাগ্যোন্নতির সোপান স্বরূপ। আবাল বৃদ্ধের শ্রম করা কর্ত্তব্য।* বণিকবেশী ইংরাজ, আজ শ্রমের কৃপায় রাজা, আমরা ঐ জাতির

---

* দেখ পিপীলিকা শ্রমিক কেমন?
অলসে করে-না কালের হরণ।
ভ্রমিয়া খুঁজিছে খাদ্য মনোমত;
পাইলে অমনি আহরণে রত।

পদদলিত প্রজা এবং ক্রীতদাস,—যৎকিঞ্চিৎ অর্থের লোভে দিবারাত্র তাহাদিগের সেবায় রত। প্রভু হইবার প্রভূত প্রশস্ত পথ থাকিতে, সেবকের পদবী গ্রহণ করি; ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে?

পাছে ভাবি কালে হয় অনাটন,
তা ভাবিয়া আগে করে পর্য্যটন।
যখন বাদল সরোষে বরিষে,
সঞ্চিত আহার সম্ভোগে হরিষে।
হের মধু-করে সুমধুর স্বরে,
বসি ফুল্ল ফুলে, অনিল-হিল্লোলে,
দুলিয়া গাহিছে,—যেন ভুলাইছে
মধু, পুষ্প-সার মধুর আহার
হরিবার তরে, এ চাতুরী করে।
পুষ্প-পরিমলে কভু কি সে ভুলে?
স্বকার্য্য-সাধনে রত সর্ব্বক্ষণে;—
পালা করি দলে, কেমন কৌশলে,
রচে মধু-চাক, হেরে হয়ে বাক।
অমূল্য সময়, গত যদি হয়,
রজত কাঞ্চন অমূল্য জীবন
দিলে বিনিময় প্রত্যাগত নয়।
না করে উহার, ভাল ব্যবহার,
বঙ্গের দুর্দ্দশা,—ঘরে রোগ-বাসা,—
অর্থ শূন্য গেহ, বলহীন দেহ।
আছে প্রাণ ধড়ে, নড়ে কি না নড়ে;—
জীয়ন্তেতে মরা।—আধ পেট ভরা
যোগাই আহার;—এ দোষ কাহার?—
দিব বিধাতার?—এই কি বিচার?
দেখহ ইংরাজে, কি সুখে বিরাজে,

অনেকে মনে করেন, শ্রমে লোকে দুর্ব্বল হয়; কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না; রক্তের সহিত বলের সম্বন্ধ এবং খাদ্যের সহিত রক্তের সম্বন্ধ। খাদ্যের সারাংশে রক্তের ভাগ বৃদ্ধি করে। রক্তই জীবের বল। রক্তের হ্রাস হইলে, বল ও মাংসাদির হ্রাস হয়। অনাহারে থাকিলে বা কোন প্রকার পীড়া ভোগ করিলে, রক্তের হ্রাস হয়। শ্রমান্তে যে অলস ভাবাপন্ন হওয়া যায় তাহার মূল উত্তেজনা। শ্রম-কালে রক্ত উত্তেজিত হয়। উত্তেজনার পর অবসাদ। অবসাদ হইতে অলস ভাবের উদ্ভব। শ্রমান্তে বিশ্রাম করিলে বা নিদ্রা যাইলে শরীরের সে অলসতা দূর হয়। বল-হ্রাসের দুর্ব্বলতা বিশ্রামে বা নিদ্রায় দূর হয় না। রক্তের ক্ষতি পূরণ ব্যতীত সে দুর্ব্বলতা ঘুচে না। রক্তের ক্ষতি পূরণ করিতে লৌহ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধি। দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে লৌহ ঘটিত ঔষধি ও বলকর পথ্য ব্যবস্থেয়। রক্তের সহিত এক প্রকার শ্বেতবর্ণ বিন্দুবৎ পদার্থ বর্ত্তমান থাকে; তাহাকে কেহ কেহ রস কহেন।

এসে এই দেশে, বণিকের বেশে?
শ্রমের কৃপায়, বাঁধি কমলায়,
রাখিয়াছে ঘরে, যেন দাসী করে।
ভজন পূজন, ভোজন শয়ন
ভ্রমণ রমণ, কথোপকথন
সমস্ত করম, নিয়মে বন্ধন।
খেলা-উপলক্ষে, প্রতিদিন রক্ষে,
স্বাস্থ্যের নিয়ম, করে দেহ-শ্রম।
হয়ে এক যোট ত্যাজে হ্যাট কোট,
ব্যাট-ফুটবল (বাড়ে যাহে বল)
খেলে বন্ধু-সনে দিবা অবসানে।
ভারত-ঈশ্বরী, কুইন ভিক্টরী।
তাঁহার তনয়, কনোট দুর্জ্জয়,
কি অভাব লাগি, শ্রমে অনুরাগী?
সেনানি-নায়ক কেন সে যুবক?

ঐ রসই খাদ্যের সারাংশ অর্থাৎ অবশেষে তাহাই রক্তরূপে পরিণত হয়। যাহাদিগের শরীরে পূর্ব্বোক্ত রসের ভাগ অধিক, তাহারাই মেদগ্রস্থ হয় এবং তাহাদিগের বুঝিবার শক্তি তত প্রখর নহে অর্থাৎ তত মেধাবী নহে এবং তাহারা সর্ব্বদা শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। যাহাদিগের শরীরে রস অপেক্ষা রক্তের ভাগ অধিক, তাহারা মেধাবী, ক্রোধী, কৃষাঙ্গ, দ্রুতগামী এবং কর্ম্মে লঘুহস্ত। চটা লোকমাত্রই কর্ম্ম-পটু। আমাদিগের শরীরস্থ রক্তে লৌহের অংশ আছে বলিয়াই দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে লৌহঘটিত ঔষধি অত্যন্ত হিতকর।

রক্ত দুই প্রকার,—লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ। লোহিত বা রাঙা রক্ত বিশুদ্ধ,—তাহা একপ্রকার ধমনীতে সঞ্চালিত হয়; তাহাকে আর্টরী কহে। কৃষ্ণবর্ণ বা কালরক্ত দূষিত,—তাহার আধার এক প্রকার শিরা,—তাহাকে ভেইন কহে। ভেইন ছিন্ন হইলে, রক্ত মৃদু ধারে এবং আর্টরী ছিন্ন হইলে, রক্ত বেগে অর্থাৎ ফিৰ্ণকি দিয়া নির্গত হয়। এই লক্ষণের দ্বারা উভয় প্রকার শিরা ও ধমনীকে প্রভেদ করা যায়।

যে বায়ু আমরা নাসা-পথে টানিয়া লই বা গ্রহণ করি, তাহাকে শ্বাস-বায়ু কহে। শ্বাস-বায়ুতে "অক্সিজন" নামে এক প্রকার বাষ্প থাকে, তদ্দ্বারা কাল রক্ত রাঙা রঙে পরিণত বা বিশুদ্ধ হয়।

শ্বাস-বায়ুর আধার ফুস্‌ফুস্ বা ফুস্কোস্থ বায়ুকোষ, (এয়ার সেল)। যে নল বা পথ দিয়া ঐ বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে, তাহাকে বায়ুনল (দি এয়ার টিউব অব দি লংস) কহে। ফুস্‌ফুসকে (লংস) কহে।

ফুস্‌ফুসে ছোট বড় অসংখ্য বায়ুকোষ আছে। বায়ুকোষে বায়ু প্রবেশে বাধা জন্মিলে, দূষিত কাল রক্ত শোধিত হইতে পারে না। শ্বাস-বায়ুকে প্রাণ-বায়ু কহে। ঐ প্রাণ-বায়ুর ক্রিয়া রহিত হইলেই মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। মৌচাকের মধু-কোষের ন্যায় বায়ু-কোষ; ঐ বায়ু-কোষ, মধুর ন্যায় বায়ু-পূর্ণ থাকে।

প্রতিক্ষণ ফুস্‌ফুস্ যন্ত্র, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-পরিত্যাগকালে, বায়ুপূর্ণ হইলে স্ফীত এবং সে বায়ু নির্গত হইলে চুপসে যায় অর্থাৎ স্বর্ণকারের ভস্ত্রা বা জাঁতার ন্যায় তায়িত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া এবং রক্ত-শোধন ঐ যন্ত্রের দ্বারা

সাধিত হয়। এক প্রকার অতি মিহি তৈলবৎ পদার্থযুক্ত পর্দ্দার দ্বারা ফুস্‌ফুস বেষ্টিত, তাহাকে ফুস্‌ফুস্-বেষ্ট বা (প্লুরা) কহে। ফুস্‌ফুস্ যুগল, কিন্তু সম্পূর্ণ অছিন্ন অর্থাৎ যুগলরূপে বক্ষ-কোঠরে অবস্থিত।

হৃদ্‌পিণ্ড, (হার্ট) একটি চর্ম্মের থলী,—বাম পার্শ্বে মাইয়ের নিম্নে অবস্থিত এবং স্বাভাবিক শক্তিতে অবিরাম কুঞ্চিত ও বিস্তৃত অর্থাৎ ঐ থলী, রক্তে পরিপূর্ণ হইলে, বিস্ফারিত এবং থলীস্থ রক্ত ধমনী-পথে নিঃসৃত হইলে কুঞ্চিত হয়। অবিরাম কুঞ্চিত ও বিস্তৃত হয় বলিয়াই তাহার বেগে বক্ষের উপরিস্থিত চর্ম্ম ধক্ ধক্ করিয়া নড়ে এবং রক্ত ধমনী-পথে ধাবিত হয়। এই ধক-ধকানীই আমাদিগের জীবন-ঘড়ীর দোলনী; ঐ দোলন অর্থাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ারহিত হইলে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় অর্থাৎ নাড়ী ছাড়ে এবং হিমাঙ্গ (কোলাপ্‌স) হয়। নাড়ী ছাড়ার সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ার সম্বন্ধ।

হৃদ্‌পিণ্ডের উর্দ্ধমুখে, উর্দ্ধমহাশিরা (সুপিরিয়ার বীনাকেবা) এবং অধঃ-মুখে, অধঃমহাশিরা (ইন্‌ফিরিয়ার বীনাকেবা) সংলগ্ন। উক্ত শিরা-পথে বিশুদ্ধ রক্তের আধার হৃদ্‌পিণ্ড মধ্যে রক্ত যাতায়াত করে।

কালকাতার জলের নলের ন্যায় আমাদিগের শরীরে অসংখ্য ছোট বড় ধমনী সর্ব্বশরীরময় ব্যাপ্ত আছে। চুল ভিন্ন, দেহে এমন কোন স্থান নাই যেখানে ধমনী নাই। রক্তের আধার ধমনী ও শিরা। যেখানে ধমনী ও শিরা, সেই স্থানেই রক্তের গতি ও স্থিতি। দেহের কোন স্থানে রক্ত যাইতে না পারিলে, সে স্থান অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আব বা আঁচিলের গোড়ায় চুলের দ্বারা কষিয়া বাঁধিয়া দিয়া রক্তের গতি বন্ধ করিলে কিছুদিন পরে তাহা খসিয়া পড়িয়া যায়। কোন ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে জল ঢালিয়া দিলে যেমন সেই জল সমস্ত ক্ষেত্রময় হয় এবং তদ্দ্বারা তরুগণ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ হৃদ্‌পিণ্ড-নিঃসৃত রক্তে আমাদিগের দেহ পরিপূর্ণ ও পরিপোষিত হইতেছে। রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া রহিত হইলে, আমরা ক্ষণকাল জীবিত থাকিতে পারি না এবং মাংস পচিতে আরম্ভ হয়। এমন কি রক্তের হ্রাস হইলে, দেহ ক্ষত হয়; তাহার প্রমাণস্থল "বেডসোর" (শয্যাক্ষত)। বেডসোর হইলে বুঝিতে হইবে, সেই রোগীর রক্তের ভাগ নিতান্ত কমিয়া গিয়াছে। কুচিকিৎসাতেই বেডসোর প্রকাশ পায়। পীড়ার যথার্থ ঔষধি ও বলকর

পথ্য দিলে, কখনই বেডসোর প্রকাশ পাইতে পারে না। বেডসোরের চিকিৎসা আমরা পরে লিখিব।

কাষ্ঠের ঠাটে, খড়-দড়ি জড়াইলে, মৃত্তিকা ও রঙের লেপ দিলে যেমন দেব-দেবীর গঠন কার্য্য সমাধা হয় এবং যেরূপে ঐ সকল পদার্থ কাষ্ঠের ঠাটের উপর থাকে থাকে অবস্থিত, সেইরূপ আমাদিগের অস্থিময় ঠাটের উপর মেদ, মাংস, ধমনী, শিরা, স্নায়ু, নানা প্রকার ঝিল্লী বা পর্দ্দা এবং চর্ম্মাদি পরস্পর পরস্পরের বন্ধনে, থাকে থাকে যথাস্থানে অবস্থিত। নানা জাতীয় মৃত্তিকা-স্তরের দ্বারা যেমন পর্ব্বতের সৃষ্টি এবং মেদিনীর উৎপত্তি, সেইরূপ মেদ-মাংসাদির স্তর বা থাকে মানব দেহ গঠিত। মেদিনীর অস্থি-ময় ঠাট পর্ব্বত। পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ হিমালয় হইতে ভারত ভূমির উৎপত্তি। ভার-তের দক্ষিণে এক্ষণে যে সাগর অবস্থিত, ঐ সাগর ভরাট হইয়া ভারত-ভূমির উৎপত্তি। সাগর-তীর হইতে হিমালয় ক্রম উচ্চ। যতই স্তর পড়িতেছে ততই ভারত-ভূমির উচ্চতা ও আয়তন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদিগের দেহের যে যন্ত্রের সহিত, যে সকল পীড়ার সম্বন্ধ আছে, সেই সেই পীড়ার চিকিৎসা লিখিবার সময়, সেই সেই যন্ত্রের পরিচয় ক্রমে ক্রমে আমরা পাঠককে দিব।

আমরা নাড়ী-পরীক্ষা-কালে অঙ্গুলে যে বেগ অনুভব করি, উহাই হৃদপিণ্ড-নিঃসৃত রক্ত-গতি-বেগ। ধমনীর স্বাভাবিক শক্তিতে আমাদিগের দেহের সর্ব্বত্রে রক্ত যাতায়াত করে। রক্তের সেই যাতায়াত বন্ধ হইলে, জীবনের শেষ কাল উপস্থিত হয়।

বায়ুতে, অক্সিজেন ১/৫ ভাগ, নাইট্রোজেন ৪/৫ ভাগ, এবং কার্ব্বণিক য়্যাসিড ২১/৫ ভাগ মিশ্রিত থাকে। কার্ব্বণিক য়্যাসিড এক প্রকার বিষবৎ বাষ্প, যদ্দ্বারা মনুষ্য-জীবন বিনষ্ট হইতে পারে। মনুষ্য-জীবন অক্সিজেনের দ্বারা রক্ষিত ও পরিপোষিত হয়।

নাসা-পথে যে বায়ু আমরা পরিত্যাগ করি, তাহা শিরাস্থিত কাল রক্তের বিষ অর্থাৎ কার্ব্বণিক য়্যাসিডময়। শ্বাস-বায়ু অক্সিজেন বিনিময়ে কার্ব্বণিক য়্যাসিড বা ঐ বিষকে গ্রহণ করে এবং অনন্তর গুণহীন হইয়া নাসা-পথে নির্গত হয়। পরিত্যক্ত নিশ্বাস দূষিত; সেই জন্য এক গৃহে বা এক শয্যায় অধিক

লোকের শয়ন অবৈধ। আকর, ড্রেন, কূপে কুলিদিগের যে আকস্মিক মৃত্যু ঘটে এবং যে জগৎবিখ্যাত অন্ধকূপ-হত্যা ঘটিয়াছিল, তাহার মূল ঐ কার্ব্বণিক য়্যাসিড। যাত্রার আসরে যে উষ্ণ বায়ু স্পর্শনে অনুভূত হয়, তাহাও শ্রোতাদিগের নিশ্বাসসহ নিঃসৃত কার্ব্বণিক য়্যাসিডের ক্রিয়া। অনলে কার্ব্বণিক য়্যাসিডের সৃষ্টি হয়। সেই জন্য রসুই ও আঁতুড় ঘরে ধূম নির্গমনের ও বাহিরের বায়ু প্রবেশের পথ রাখা কর্ত্তব্য।

মানবের ন্যায় তরু লতারা, পাতার ছিদ্র পথে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ পরিত্যাগ করে। তাহারা যে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, তাহা অক্সিজেন ময়। অক্সিজন বৃক্ষের পক্ষে বিষ। অনল ও মানব-নিশ্বাস-নিঃসৃত কার্ব্বণিক য়্যাসিড তাহাদিগের জীবন পোষণের প্রধান উপাদান। অক্সিজন বিনিময়ে, তাহারা কার্ব্বণিক য়্যাসিড গ্রহণে, জীবের জীবন রক্ষা করিতেছে। এখন বুঝিয়া দেখ ঈশ্বর কেমন কৌশলে বিনিময় প্রথার দ্বারা তাঁহার এই বিশাল রাজ্য শাসন বা পালন করিতেছেন*।

নিশাকালে বৃক্ষেরা, অক্সিজনের পরিবর্ত্তে, নিশ্বাসের সঙ্গে কার্ব্বণিক য়্যাসিড পরিত্যাগ করে; সেই জন্য রাত্র কালে বৃক্ষ-তলে শয়ন বিধেয় নহে।

---

* গরলে জীবন যায়, গরলে জীবন পায়,
কেমন কৌশল!
জীবের কুশল হেতু, রবি শশী ধূম কেতু,
জলধি জঙ্গল,
গিরি নদী পশু পক্ষী, সরীসৃপ কীট মক্ষী,
এ সব সৃজন।
চখে না দেখি সে রাজা, পালিত সকল প্রজা,
নিয়মে নিধন।
মিলিয়া শোণিত শুক্রে, গঠিত জরায়ু-চক্রে,
জীব মূর্ত্তিমান।
সৃজন বিস্তার লয়, নীরবে নিয়মে হয়,
মূলে ভগবান।

অক্সিজন ব্যতীত অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না। অগ্নি অক্সিজন গ্রহণে কার্ব্বণিক য়্যাসিড পরিত্যাগ করে। কার্ব্বণিক য়্যাসিডে আগুণ নিবাইয়া দেয়; সেই জন্য তৈল বাতি থাকিতে কখন কখন লণ্ঠনের আলো নিবিয়া যায়। কোন স্থানে কার্ব্বণিক য়্যাসিড আছে কি না জানিতে হইলে, প্রজ্বলিত দীপের দ্বারা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কেন না, কার্ব্বণিক য়্যাসিডে আলো নিবাইয়া দেয়। আমাদিগের জীবন-আলোও ঐ বিষের দ্বারা নির্ব্বান হয়।

শ্বাস প্রশ্বাস ও হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া রহিত হইলে, গাত্র বরফের ন্যায় শীতল হয় কেন?

শ্বাস-বায়ুর সঙ্গে যে অক্সিজন নামে পদার্থ থাকে, তদ্দারা রক্ত শোধিত ও উষ্ণ হয়; সুতরাং সে বায়ু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে, রক্ত শীতল ও গতি রহিত হয়। শ্বাস-ক্রিয়া রহিত হইলে, আর রক্ত বিশুদ্ধ হইতে এবং তাপ জন্মিতে পারে না।

তাপের আধিক্য হইলে, নাড়ীস্থ রক্ত-গতির আধিক্য হয় কেন?

পরমাণুকে বিযুক্ত করাই তাপের ধর্ম্ম। যেমন হাঁড়ির জল উত্তাপে তরলিত হইয়া উথলিয়া উঠে এবং চঞ্চলিত হয়, তদ্রূপ তাপে ধমনীস্থ রক্তের অণুসকল তরলিত ও চঞ্চলিত হয়। নাড়ীস্থ রক্তগতির দ্রুততার মূলই তাপ।

পরমাণুকে ঘণীভূত করাই ঠাণ্ডার ধর্ম্ম। শরীরে তাপের অভাব হইলে, অমনি শিরাতে রক্ত ঘনীভূত হইয়া যায়। ঘৃত, ঠাণ্ডায় ঘনীভুত এবং তাপে তরলিত হওয়া, ইহার একটি উত্তম উদাহরণ।

দৌড়িলে, নাড়ীস্থ রক্ত-গতির দ্রুততা বৃদ্ধি পায় কেন?

দৌড়িলে, ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্রের তাড়ন-ক্রিয়া বাড়ে; সুতরাং ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ পরিত্যাগ করিবার আবশ্যক হইয়া পড়ে। যে শ্বাস-বায়ু, তাপের মূল, তাহার আধিক্য হইলে, অবশ্যই তাপের আধিক্য হইতে পারে? আমাদিগের শরীরস্থ যন্ত্র, পরস্পর সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ। তাহার একটির ক্রিয়া বাড়িলে বা কমিলে, তদ্দণ্ডেই অপরটির ক্রিয়া বাড়ে বা কমে।

শীতকালে, সজীব নির্জীব পদার্থ, তাদৃশ বাড়ে না এবং শীত কালের পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয় না কেন?

তাপের ন্যূনতাই তাহার মূল কারণ। তাপ, উদ্ভিদ তরুলতাদি এবং

প্রাণীর পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। তাপ ব্যতীত আমরা বাড়িতে বা জীবিত থাকিতে পারি না।

হিমপ্রধান দেশবাসীদিগের পক্ষে মদ-মাংস অস্বাস্থ্যকর নহে। সুরা হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া উত্তেজক এবং মাংস ও সুরা বলকর। শ্রমে, রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া বাড়ে বলিয়াই ব্যায়ামকারীদিগের দেহ স্থূল ও কঠোর হয়। বঙ্গদেশে, শীতকালে, মদ-মাংস অল্প মাত্রায় পান-ভক্ষণ করিলে, বরং তদ্দ্বারা উপকার দর্শিতে পারে। আমরা মাতালের বিরোধী; সুরার বিরোধী নহি। সুরা অতি হিতকর পদার্থ। সুরা সুগুণ-প্রসবিনী বলিয়া, উহার দ্বিতীয় নাম সুধা। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইলে, সুরা, গুণে সুধা-সম। সুরা হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া উত্তেজক। হোমিওপ্যাথিক ঔষধি, সুরার প্রভায় আজ জগৎ-পূজ্য।

জল, শীতল গুণবিশিষ্ট, অথচ সেই জল দেহে সঞ্চিত হইলে বা রসজনিত জ্বরে গাত্রে তাপের আধিক্য হয় কেন?

পার্থিব সমস্ত পদার্থে সল্প বিস্তর তাপ বর্ত্তমান; এমন যে শীতল বরফ, তাহাতেও তাপ বর্ত্তমান। যেমন এক খণ্ড অগ্নি-জরা শীতল প্রস্তর (যাহা হইতে চূণ প্রস্তত হয়) জলে দিলে, তাহা হইতে তাপ উদ্ভূত হয় এবং সেই জল উষ্ণ হইয়া উঠে, তদ্রূপ শরীরে রস-সঞ্চয় হইলে বা গাত্রে জল বসিয়া জ্বর হইলে, সে রস বা জলের সে শীতলতা গুণ আর থাকে না; অন্য পদার্থ-যোগে ভিন্ন ধর্ম্মী হইয়া পড়ে। এমন যে হিতকর বায়ু, সে যখন বিষের সহিত যোগ হয়, তখন সে, বিষের গুণই প্রাপ্ত হয়। কুসঙ্গ-সহবাস সেই জন্যই নিন্দনীয়। গোলঞ্চ যে গাছকে আশ্রয় করে, সে তাহারই গুণ প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ, চণ্ডালসহ বাস করিলে, চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। পাট বা কোষ্ঠা, ঠাণ্ডা এবং জলও ঠাণ্ডা; কিন্তু সেই ঠাণ্ডা জলে, সেই ঠাণ্ডা পাট ভিজাইয়া একটি বস্তা বাঁধিয়া, কোন এক শীতল স্থানে রাখিলে, শেষে সেই পাট যে কারণে অগ্নিবৎ হয়, আমাদিগের দেহে, জল হইতে তাপোৎপত্তির কারণও তাহাই।

যে রোগীর শরীর রসে টল-টলে, তাহার পিপাসা বৃদ্ধি পায় কেন?

সে রস তখন শীতলতাগুণবিহীন; সেই রস হইতেই তাপের উৎপত্তি। তাপে, জলীয় ভাগ বাষ্পাকারে উড়ে যায়, সুতরাং তখন শরীরে জলীয় ভাগের হ্রাস হইয়া পড়ে; সেই ক্ষতি পূরণের জন্য তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। তৃষ্ণাতুর

রোগীকে শীতল জল প্রদান বিধেয়; কেন না, জল, হজম হইবার নহে বা তাহা দেহে থাকিতে পায় না, ঘর্ম্ম-প্রস্রাবাদির সহিত নির্গত হইয়া যায় এবং ঘর্ম্ম হইলে, তাপেরও হ্রাস হয়। যে জলে এমন হিতকর ঘর্ম্মের উৎপত্তি, তাহা প্রদান অবশ্যই কর্ত্তব্য। শরীরস্থ রস হইতে, যে তাপের উৎপত্তি হয়, তাহাও সেই দূষিত রসের ক্ষয়ের কারণ বা আরোগ্যের জন্য। দূষিত পদার্থ আমাদিগের দেহে থাকিবার নহে, আমাদিগের শরীরে যে স্বাভাবিক আরোগ্যের শক্তি আছে তদ্দ্বারাই ঐ দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া যায়। তাহা কি শুভদায়ক নহে?

তবে পীড়ায় লোক মরে কেন? এবং ঔষধি দিবার প্রয়োজন কি?

সেই দূষিত পদার্থ বহির্গত হইবার সময় যে সকল প্রবল ক্রিয়া অর্থাৎ যে সকল প্রবল উপসর্গ প্রকাশ পায়, তাহার দমনার্থেই ঔষধি প্রদানের প্রয়োজন। সেই উপসর্গ, শীঘ্র দমন না করিলে, তাহার যন্ত্রণাতেই রোগীর জীবনী-শক্তির হ্রাস হইয়া আইসে অর্থাৎ শীঘ্র মারা যায়। মূলরোগ অপেক্ষা, উপসর্গ অত্যন্ত কষ্টদায়ক। যে পীড়ায় উপসর্গের বাড়াবাড়ি নাই, তাহাকে সহজ পীড়া কহে; সহজ পীড়া বিনা ঔষধিতে আরোগ্য হইতে পারে।

দাবদাহ, বজ্রপাৎ, ভূমিকম্পন, ইত্যাদি যে সকল অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহার মূল তাপ। তাড়িতের গুণ আবিষ্কৃত হওয়াতে মানবের কতই হিতকর কর্ম্ম সাধিত হইতেছে।* ধাতু বস্তু মাত্রই তাড়িৎ-পরিচালক। তাড়িৎ-নির্ম্মিত এক প্রকার যন্ত্র—(যাহাকে ব্যাটারি কহে)—তাহা পক্ষাঘাত রোগে ব্যবহৃত হয়।

---

* তাড়িতের বলে, জলে পোত চলে,
স্থলে চলে রথ, পেলে রেল-পথ;
থাকি সিন্ধু-পারে, কথা কয় তারে;
অচল চালায়, সংবাদ জানায়;
আলোক জ্বালায়, পৃথিবী তাপায়।
বিজ্ঞান-চর্চ্চায়, বিবিধ উপায়
হবে উদ্ভাবন, মঙ্গল কারণ।

পার্থিব অনেক পদার্থে, তাড়িতের অংশ আছে। ইলেক্ট্রো হোমিও-প্যাথিক ঔষধির কতিপয়, তাড়িৎ-গুণবিশিষ্ট। আগ্নেয় গিরির অগ্নি নির্গমন ও বজ্রপতনাদি হইতে, যে সকল ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহার মূল তাপ। জল-বায়ু-তাপাদি পঞ্চভূত, যেমন হিতকর, তদ্রূপ অহিতকর। উহাদিগের মধ্যে কেহই হীনবীর্য্য নহে। মনে করিলে, প্রত্যেকেই কটাক্ষে জগৎ নষ্ট করিতে পারে। পঞ্চ ভূতের উপর দৃষ্টি রাখিলে, কচিৎ বিপদ ঘটে; এবং সুস্থ শরীরে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়।

বর্ষাকালে খাল, বিল, ঝিলাদি জলে পরিপূর্ণ হয়, তাপ-কালে সে জল কমিয়া যায়। পরমাণুর হ্রাস না হইলে, সে জল কমে কেন এবং কিরূপে কমে ?—কোথায় অবস্থিতি করে ?

বায়ু অপেক্ষা বাষ্প লঘু। যেমন জলের উপর তৈল ভাসে, তদ্রূপ, লঘু বাষ্প, বায়ুর উপর অবস্থিতি করে। বায়ুর নির্দ্দিষ্ট কোন রূপ নাই। যখন যে পদার্থকে বহন করে তখন তাহারই রূপ-গুণ প্রাপ্ত হয়। বায়ুর একটি নাম, সর্ব্ববহ। জল বহিলে,"পুবে-বাতাস," হিম বহিলে,"উত্তরে-বাতাস," লবণ বহিলে,"দক্ষিণে বাতাস," ইত্যাদি নানা প্রকার নাম ধারণ করে এবং ভিন্ন গুণবিশিষ্ট হয়।

জলে তাপ লাগিলে, সেই জল বাষ্পাকারে উত্থিত হয়। সেই বাষ্পকে কোন আধারে ধরিয়া শীতল করিলে, তাহা পুনর্ব্বার জলরূপে পরিণত হয়। এই জলকে পরিশ্রুত জল (ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটার) কহে। সূর্য্য-তাপে বাষ্পাকারে খাল, বিল, ঝিলাদির জল বিমানে উড়িয়া যায় এবং তথায় ঠাণ্ডা লাগিলে জমিয়া মেঘের রূপ ধারণ করে। সেই মেঘ হইতে যে জল ঝরে বা পড়ে, তাহা বিশুদ্ধ এবং গুণে, ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটারের তুল্য। ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটার অর্থাৎ পরিশ্রুত জল, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ঔষধি প্রস্তুতকালে ব্যবহৃত হয়। ত্রিকাষ্ঠ-নির্ম্মিত (ফিল্টার নামক) যন্ত্রে, বালুকা ও কাষ্ঠের অঙ্গারের দ্বারা সমল জল বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। " গুণে ফিল্টার-যন্ত্র-শোধিত জল, কলিকাতার কলের জলের তুল্য। ফিল্টারে জল শোধন করিবার পূর্ব্বে, সেই জল উষ্ণ করা উচিৎ, কেন না, কৃমি প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট জলে থাকে। তাপে, প্রাণী থাকিলে মরিয়া এবং বিষ থাকিলে বাষ্পের সহিত উড়িয়া যায়।

সমুদ্র, নদ, নদীর জল কমিলে, বাষ্পের ভাগ বাড়ে। নদীর এক কূল ভাঙ্গিলে, সেই মৃত্তিকা নদীর অপর কূলে বা স্থানান্তরে যাইয়া জমে। কোন পদার্থের নাশ হয় না; রাসায়নিক ক্রিয়াতে পদার্থ সমূহ নিরন্তর রূপান্তর গ্রহণ করে। কোন স্থান, কখন লোকালয় এবং কখন অরণ্যময়; এইরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ক্রিয়া প্রতিক্ষণ সাধিত হইতেছে।

উচ্চতার সহিত বায়ুর লঘুতার সম্বন্ধ অর্থাৎ যে স্থান যতই উচ্চ, তথাকার বায়ু ততই লঘু। হিমালয়ে যে দ্রব্য তৌলে এক সের, এখানে তাহা এক সেরের অধিক হয়।

ভূমণ্ডল বায়ুপূর্ণ। জলচরেরা যেমন জল-মধ্যে, আমরা তদ্রূপ বায়ু-মধ্যে মগ্ন। বায়ু শূন্য বা দূষিত বায়ু-পূর্ণ স্থানে, আমরা অধিকক্ষণ জীবিত থাকিতে পারি না। জল-বায়ুর দোষে যে সকল পীড়া হয়, সে পীড়া, স্থান পরিবর্ত্তনে (যাহাকে হাওয়া বদ্‌লান বলে) আরোগ্য হয়। প্রত্যেক পীড়ার মূলে, কারণ নিহিত থাকে। সেই কারণ দূর করাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য। কারণ দূর না হইলে, পীড়া কখনই সমূলে উৎপাটিত হয় না। প্রত্যেক পীড়ার মূলে দুই একটি ক্রোধিত ভূতকে দৃষ্ট হয়। স্থান পরিবর্ত্তনে যে পীড়া আরোগ্য হয়, সে পীড়া হয় জলের দোষে, না হয়, বায়ুর দোষে জন্মে। সার কথা এই, পঞ্চ ভূতের সহিত সৎব্যবহার করিলে, সুস্থ থাকা যায়, নতুবা আজীবন পীড়া-ভোগ। যে মারে, সেই আবার বাঁচায়। বিষে জীবন যায়, আবার তাহার দ্বারাই জীবন রক্ষা পায়। আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই ভবসংসার সুধা ও গরলের আধার। চিনিতে না পারিয়া, কেহ গরলে মগ্ন হইতেছে, কেহ সুধা লাভে সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

বায়ুর নির্দ্দিষ্ট কোন রূপ নাই। যখন যে পদার্থ বহন করে, তখন তাহারই রূপ-গুণ প্রাপ্ত হয়। পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ হিমালয়ে অধিক হিম পড়ে বলিয়া উহার নাম হিমালয়। হিমালয়ের উপর দিয়া, হিমকে বহন করিয়া যে বায়ু দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়, তাহাকে "উত্তরে-বাতাস" কহে। হিমমিশ্রিত উত্তর-বায়ু গাত্রে লাগিতে দেওয়া উচিত নহে, কেন না, লোম-কূপ দিয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। যে কোন পদার্থ শরীরে প্রবেশ করে, তাহার সহিত রক্তের সম্বন্ধ। অগ্রে জল, বায়ু, হিম, বিষাদির দ্বারা রক্ত দূষিত হয়, অনন্তর

পীড়া প্রকাশ পায়। সকল প্রকার পীড়ার সহিত রক্তের আংশিক বা সম্পূর্ণ সম্বন্ধ নিবদ্ধ। "উত্তর-বায়ু" রোগীর পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ঠাণ্ডায় তাপের হ্রাস হয়; তাপ হইতে ঘর্ম্মের উৎপত্তি; শীত কালে শরীরে তাপের ন্যূনতা হয় বলিয়া ঘর্ম্ম নির্গমনে বাধা পড়ে এবং তজ্জন্যই শীতকালে শীঘ্র পীড়া আরোগ্য হয় না। কাশরোগে, উত্তর-বায়ু, রোগীর পক্ষে অত্যন্ত কুপথ্য। যে সকল খাদ্যে বা কার্য্যে পীড়া বাড়ে, তাহাকে আমরা কুপথ্য বলিয়া উল্লেখ করিব। ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি ইত্যাদি সর্দ্দি সম্বন্ধীয় পীড়া যেমন হিমের প্রভাবে শীঘ্র প্রকাশ পায়, তেমন অন্য পদার্থে নহে। বায়ুনল, ফুস্ফুস, প্লুরা ইত্যাদির প্রদাহ, নাসা-পথ-প্রবিষ্ট হিমমিশ্রিত বায়ুর প্রভাবেই সচরাচর ঘটে। সর্দ্দির মূল ঠাণ্ডা অর্থাৎ হিম বা জল। উষ্ণ শরীরে ঠাণ্ডা লাগিলে, সর্দ্দি বা শ্লেষ্মার সঞ্চার হয়; সেইজন্য সকল কালেই ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদি শ্লেষ্মা সম্বন্ধীয় পীড়া হইতে পারে। হিমের জন্য, শীতকালে, ঐ সকল পীড়ার বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়।

বসন্ত ঋতুতে সাগর-বায়ু বা "দক্ষিণেবাতাস" প্রবাহিত হয়। "দক্ষিণে-বাতাসকে" মলয়ানিল বলে; কিন্তু বাস্তবিক উহা মলয় পর্ব্বত জাত নহে। মলয় পর্ব্বত ভারতের দক্ষিণে সাগর-সন্নিকটে অবস্থিত। মলয় পর্ব্বতই, শাস্ত্রোক্ত নন্দন-কানন অর্থাৎ অপ্সরাগণের বাসস্থান। সাগর-বায়ু, মলয় পর্ব্বতের উপর দিয়া উত্তরাভিমুখে আসিবার সময়, মলয় জাত চন্দন, পুষ্পাদির সৌগন্ধীয় রেণু সকল বহন করিয়া আনে বলিয়া লোকে উহাকে মলয়ানিল কহে।

সূর্য্য-তাপে সাগর-জল বাষ্পাকারে উত্থিত এবং অনন্তর তাহা বায়ুসহ মিশ্রিত হয়। সেইজন্য দক্ষিণ বায়ু লাবণ অর্থাৎ লবণ মিশ্রিত। লবণের গুণেই দক্ষিণ বায়ু অতি হিতকর এবং স্নিগ্ধ। মলয়ানিল, বসন্ত ঋতুর সহচর *। লবণে লাবণ্য বৃদ্ধি হয়। সেই জন্য লবণ শব্দ হইতে লাবণ্য

---

* কেন ধরা হাসে আজি এত ? মনো-লোভা
নবীন ভূষণ-শোভা অঙ্গে ধরি, রঙ্গে
দোলায়ে ঠমকে অঙ্গ মলয় অনিলে,
নাচিছে পুলকে; সঙ্গে লয়ে গর্ভজাত

শব্দের উৎপত্তি। পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বরাক্রান্ত ও কাশরোগগ্রস্থ রোগীর পক্ষে লাবণ জলে স্নান ও লাবণ "দক্ষিণে-বায়ু সেবন, হিতকর। বসন্ত-বায়ু সর্প-বিষতেজ-বর্দ্ধক। হিমে সর্প-বিষের তেজ খর্ব্ব হয়। শীতকালে কচিৎ সর্প-দংশনে মৃত্যু ঘটে। লাবণ বা দক্ষিণে বাতাস" হিমের শীতলতা গুণ-নাশক। শীতকালে যে দিবস "দক্ষিণে-বাতাস" প্রবাহিত হয়, সেদিন শীত অন্তরিত এবং কোয়াশার সৃষ্টি হয়। দক্ষিণে বাতাসের সঙ্গে কোয়াশার অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ।

"পূবে-বাতাস" রসজনিত জ্বরের জনক। জলে মগ্ন থাকিলে যে ফল, অনাবৃত গাত্রে "পূবে-বাতাসে" মগ্ন থাকিলেও সেই ফল। পূবে-বাতাসের

তরু লতা নানাজাতি,—জাতি, জুঁতি বেল,
জবা, চাঁপা, স্থলপদ্ম, গোলাপ, কেতকী,—
সাজায়ে সবাকে ফুল্ল ফুলদলে, নব
পত্র-বাসে। নিরখিয়া শিখী পরিহিত
বাস সুশ্যামল, মেঘ-ভ্রমে, ভ্রমরের
ছলে, উচ্চ পুচ্ছে কিবা নাচিছে গরবে।
বাজাইছে বাদ্য ঝাউ, শ্রবণ মধুর
শাঁই শাঁই নাদে। পিক পুলকে কুজিছে
নিবিড় নিকুঞ্জ-নীড়ে বসি,—প্রচারিছে
মধু-আগমন-বার্ত্তা, বার্ত্তাবহ যথা।
ভুর্জ্জন শাসন অন্তে, কে না হাসে হর্ষ—
নীরে ভাসি? রশ্মিরাশি বিকাশী আকাশে
হাসিছে মরীচিমালি। আনন্দে উথলী,
নৃত্যপ্রিয়া স্রোতস্বতী দ্রুত ভেটিয়ালে
দোলায়ে লহরী-বাহু ভেটিছে বারীশে।
খুলিছে খোলস ফনী, তরু পত্র-সাজে,—
পশু, লোম-ভূষা; পরিহরি হিম-জরা
সাজ, সাজিতেছে সবে, (যে সাজে যে শোভে)
নবীন ভূষণ পরি, সেবিতে বসন্তে।

সঙ্গে পূর্ব্বসাগর ও বাদলের নিকট সুম্বন্ধ। পূবে-বাতাসকে লোকে "জলো-হাওয়া" কহে। পূবে-বাতাস, বঙ্গদেশে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে সর্ব্বদাই প্রবর্ত্তিত হয়। বঙ্গদেশে বর্ষাকালে যে জ্বর হয়, তাহা প্রায়ই রসজনিত। এ জ্বর, না বাঁকিলে, অনাহারে থাকিলেই প্রস্থান করে। রসের হ্রাস করাই এ জ্বরের চিকিৎসার উদ্দিশ্য। বঙ্গদেশের কৃষকেরা, বর্ষাকালে এই জ্বর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে; কেন না, কৃষিকর্ম্মের জন্য সর্ব্বদা তাহাদিগকে বৃষ্টির জলে ভিজিতে হয়। পূবে বাতাস অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, বিশেষতঃ বাতগ্রস্ত রোগীর পক্ষে।

হিম ও জল উভয়ই সর্দ্দি সম্বন্ধীয় পীড়ার অনুকূল এবং তাপ ঐ সকল পীড়ার প্রতিকূল অর্থাৎ তাপে রস-ক্ষয় হয়। সর্দ্দি সম্বন্ধীয় রোগগ্রস্ত রোগীর বাস-ঘরের তাপ বজায় রাখা কর্ত্তব্য। পূবে বা উত্তরে-বাতাস, ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিৎ নহে। এ প্রকার পীড়ায় কোন প্রকারে রোগীর শরীর ঘামাইতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে। উষ্ণ "চায়" জল পান এবং উষ্ণ জলের ভাব গ্রহণ কর্ত্তব্য অর্থাৎ যাহাকে "ভাবরা" লওয়া কহে। এ ব্যবস্থা, সবল রোগীর পক্ষে। ঘর্ম্ম ক্ষরিলে, সবল ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; এ অবস্থায়, ক্ষীণ রোগীকে ঘামাইয়া অধিকতর দুর্ব্বল করা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। কৃষকেরা, ক্ষেত্রের সার অর্থাৎ বল রক্ষার্থে, অগ্রে তাহার চতুর্দ্দিকে আল্ বা বাঁধ বাধে, অনন্তর কর্ষণ করে। রোগীর বল রক্ষার্থে অগ্রে পথ্যের ব্যবস্থা, অনন্তর ঔষধি প্রদান কর্ত্তব্য। রক্ত হইতে বল, সেই রক্তের মূল পথ্য;—বলকর পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ঔষধি অপেক্ষা পথ্যের শক্তি অধিক। কোন রোগী, ঔষধি না খাইয়া, সুপথ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, স্বভাবের সাহায্যে আরোগ্য হইতে পারে; কিন্তু ঔষধি সেবনের সঙ্গে কুপথ্য করিতে থাকিলে, সেই ঔষধির এমন শক্তি নাই, যদ্দ্বারা কুপথ্যও রোগের বল খর্ব্ব হয়। কুপথ্য পীড়ার অনুকূল। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা, বলনাশের মূল যে ভেদ, তাহাকে অর্থ দিয়া ক্রয় করেন অর্থাৎ জোলাপ দিয়া থাকেন। যে পীড়ায় ভেদ বমনের আধিক্য, তাহা সহজ নহে। শীঘ্র নাড়ী ছাড়াইতে, ভেদ বমনের ন্যায় দ্বিতীয় উপসর্গ আর নাই। জোলাপের দ্বারা এরূপ শত্রুকে আহ্বান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভেদ বমনের ন্যায়

কোষ্ঠবদ্ধও একটি উপসর্গ।—এ উপসর্গ অনেক পীড়ায় বর্ত্তমান থাকে; তাহা কষ্টদায়ক বটে, কিন্তু ভেদ-বমনের ন্যায় শীঘ্র বল হরণ করিবার শক্তি তাহার নাই। কোন গুদামে মালে পরিপূর্ণ থাকিলে, অর্থাৎ রপ্তানি না হইলে যেমন আর আমদানি হইতে পারে না, সেইরূপ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, আহারের তাদৃশ স্পৃহা থাকে না। কোষ্ঠবদ্ধ অপেক্ষা ভেদ বমন উপসর্গ যে অত্যন্ত অহিতকর তাহা অবশ্যই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। কোষ্ঠবদ্ধের কারণ দূর করিলেই যখন সে উপসর্গ নিবারিত হয়, তখন চোর তাড়াইয়া, ভেদরূপ ডাকাতকে আহ্বান যে কোন্ যুক্তি অনুসারে করেন, তাহা আমরা, আমাদিগের সামান্য বুদ্ধির দ্বারা স্থির করিতে অশক্ত। জোলাপের প্রতি-ক্রিয়া কোষ্ঠবদ্ধ। জোলাপ লইলে, তাহার পর আবার কোষ্ঠবদ্ধ উপসর্গ দেখা দেয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা, ঠিক উল্টা পথে গমন করেন। আমাদিগের শরীরে যে স্বাভাবিক আরোগ্যের শক্তি আছে, তাহার সাহায্য না করিয়া তেজাল ঔষধির দ্বারা, সেই শক্তির শক্তিহীন করেন। জোলাপের দ্বারা ভেদ করাইলে, সেই পদার্থের দ্বারা মলাশয় অত্যন্ত পীড়িত ও উত্তেজিত হয়; সেই জন্য অবশেষে অনেক রোগীতে হিক্কা, বমন, বমন-ইচ্ছা ইত্যাদি কষ্টদায়ক উপসর্গের উৎপাৎ বাড়ে। প্রতিক্রিয়াকে ইংরেজিতে "রিএক্সন" কহে। সুরা উত্তেজক (ষ্টিমুলেণ্ট) ঔষধি। সুরাপানের "রিএক্সন" অবসাদ অর্থাৎ যাহাকে "খোঁয়ারি চাপা" বলে। মাতাল, খোঁয়ারি চাপিলে, অবসন্ন অর্থাৎ নেতিয়ে পড়ে।

নাড়ী ছাড়িলে অর্থাৎ হৃদপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটিলে, সুরাতে আশু ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু "রিএক্সনের" সময় অবসাদ উপস্থিত হয়। সুরায় এ দোষ না থাকিলে, সুরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উত্তেজক ঔষধি মধ্যে গণ্য হইতে পারিত।

জ্বর-বিচ্ছেদে কুইনাইন খাওয়াইলে, জ্বরের গতি রোধ করিবার শক্তি কুইনাইনের আছে এবং জ্বরের পতনাবস্থায় কুইনাইন খাওয়াইলে, শীঘ্র জ্বর ছাড়াইয়া দিতে পারে। কুইনাইনের আর একটি মহৎ গুণ আছে এই যে, কুইনাইন খাওয়াইলে, নাড়ী সম্পূর্ণ শীতল হইতে দেয় না অর্থাৎ হার্টের ক্রিয়ার তেজ বজায় রাখে। হার্টের ক্রিয়ার তেজ বজায় রাখিবার জন্যই

উত্তেজক ঔষধির ব্যবহার করা হয়। গুণের বিচারে কুইনাইনও একটি উত্তেজক ঔষধি। নাড়ী শীতল হইতে দেয় না, তাহার অর্থ এই, নাড়ীস্থ রক্তগতির দ্রুততা বজায় থাকে অর্থাৎ হার্টের ক্রিয়ার তেজের হীনতা হয় না এবং তাহা হয় না বলিয়াই কুইনাইনে জ্বর আসা বন্ধ করে। রোগীর নাড়ী শীতল হইলে, বুঝিতে পারা যায় যে পুনর্ব্বার জ্বর আসিবে; কিন্তু কুইনাইনে নাড়ী সেরূপ শীতল হইতে দেয় না, বরং নাড়ীকে গরম করিয়া রাখে। গরম থাকে বলিলে বুঝিতে হইবে, নাড়ীস্থ রক্তগতির ক্ষীণতা হয় না। অনেকে না বুঝিয়া কুইনাইনের উপর দোষারোপ করেন। প্রয়োগ-কর্ত্তার দোষে কুইনাইন সময়ে সময়ে নিন্দার ভাজন হয়। নিজে চালাইতে না পারিলে, সে দোষ কি অস্ত্রের? অধিক মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করিলে, কুফল ফলে। কুইনাইন কেবল জ্বরঘ্ন নহে, রসনাশক, ম্যালেরিয়া-বিষ-নাশক, টনিক-মাত্রায় দিলে, বলবর্দ্ধক এবং মৃদু ভেদক। তাগে বাগে কুইনাইন দিতে পারিলে, উহার দ্বারা অনেক কঠিন কঠিন পীড়া আরোগ্য হইতে পারে।

গাত্র-তাপ পরীক্ষার যন্ত্রকে তাপমান যন্ত্র (থার্ম্মমেটর) কহে। সুস্থ ব্যক্তির গাত্র-তাপাংশ ৯৮ বা ৯৮ ডিগ্রী। রোগীর বগলে, মুখের ভিতর ইত্যাদি স্থানে, তাপমানযন্ত্র সংস্থাপনে, তাপ পরীক্ষা করিতে হয়। পরীক্ষার কাল, অন্ততঃ ১০ মিনিট। গাত্র-তাপ অধিক হইলে, পীড়া কঠিন বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাপমান যন্ত্রস্থ পারা, ১০৯।১০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিলে, বুঝিতে হইবে, সে পীড়ায় রোগীর পরিত্রাণের আশা নাই অর্থাৎ সেই জ্বর-বিচ্ছেদেই রোগীর নাড়ী ছাড়িবে বা রোগী মরিবে। তাপের সহিত নাড়ীস্থ রক্ত-গতির যে সম্বন্ধ আছে তাহার পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। গাত্র-তাপ বাড়িলেই, নাড়ীস্থ রক্তগতির দ্রুততা বৃদ্ধি পায়। বাড়িলেই পতন। বর্দ্ধিত গাত্র-তাপের প্রতিক্রিয়া হিমাঙ্গ (কোলাপ্‌স)।

ক্ষীণ রোগীর বলবৎ নাড়ী হইলে, তাহা শুভদায়ক নহে অর্থাৎ তাহা মৃত্যু-নাড়ী। বিরামযুক্ত নাড়ী হইলে, বুঝিতে হইবে, হয়, হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, না হয়, রোগীর মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী। রক্তের গতি দ্রুত এবং যেন লাফাইতেলাফাইতে চলিতেছে, এরূপ ঘটিলে, বুঝিতে হইবে, সে জ্বর প্রদাহজনিত। গতি মন্দ, কখন স্পর্শনে অনুভূত হয় বা কখন

অনুভূত হয় না, চাপিলে, বিলুপ্ত হয়, ইহা নিতান্ত দুর্ব্বলতা বা নাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্ব লক্ষণ। মোহক-জ্বর, আরক্ত-জ্বর, হাম-জ্বর, বসন্ত-জ্বর, ইত্যাদি। জ্বরে গাত্র-তাপ অত্যন্ত বাড়ে। বালকের গাত্র-তাপ বাড়িলে দড়কা হয়। দড়কা পৃথক রোগ নহে, প্রবল জ্বরের উপসর্গ মাত্র; কিন্তু বালকের পক্ষে ভয়াবহ।

সুরাপান, ক্রোধ, শ্রমাদির দ্বারা দেহ-তাপ বৃদ্ধি পায়। তাপ বাড়িলে, নাড়ীস্থ রক্তগতিরও দ্রুততা বাড়ে অর্থাৎ নাড়ীর স্পন্দন ঘন ঘন হয়। এ প্রকার ইতর বিশেষ যে সকল কারণে ঘটে, নাড়ী পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে সে সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সুস্থ ব্যক্তির নাড়ী সাধারণতঃ গড়ে মিনিটে ৭৫ বার স্পন্দিত হয় অর্থাৎ এক মিনিটে ৭৫ বার নড়ে বা পড়ে। গর্ভস্থ ভ্রূণের নাড়ী, মিনিটে, ১৫০ বার এবং ভূমিষ্ঠ হইলে, ১৪০, অনন্তর ১৩০ বার স্পন্দিত হয়। এক বৎসরের শিশুর নাড়ী, ১১৫ বার, দুই বৎসরের শিশুর নাড়ী ১০০ বার, তিন বৎসরের শিশুর নাড়ী, ৯০ বার, সাত বৎসরের বালকের নাড়ী, ৮৫ বার, চৌদ্দ বৎসরের বালকের নাড়ী, ৮০ বার স্পন্দিত হয়। যুবার নাড়ী, মিনিটে ৭৫ বার এবং বৃদ্ধের নাড়ী, মিনিটে ৫০ হইতে ৬৫ বার নড়ে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের নাড়ী ১০ বার অধিক স্পন্দিত হয়। দাঁড়াইয়া বা ঘুমাইয়া থাকিলে, নাড়ীর গতির ইতর বিশেষ ঘটে। উপরে যে নাড়ীর স্পন্দন-নিয়ম লিখিত হইল, ইহা গড়পড়তায় ধরা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মের অন্যথাও ঘটে।

চখে, জিবে, গাত্র-চর্ম্মে অর্থাৎ দেহের অনেক স্থানে, অনেক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পীড়ার চিকিৎসা লিখিবার সময় সে সমস্ত বাহ্য-লক্ষণ বর্ণিত হইবে। চিকিৎসা শাস্ত্র সাগরবৎ অসীম;—এরূপ শাস্ত্রের আলোচনা, সংক্ষেপে হইবার নহে। আমাদিগের সামান্য জ্ঞানের দ্বারা সম্ভবতঃ যতদূর বর্ণিত হইতে পারে, তাহার ক্রটী হইবে না।

অনেকে মনে করেন, হোমিওপ্যাথিক ঔষধি, বিলাত ভিন্ন ভারতে প্রস্তুত হইতে পারে না; সেরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক। তোড়-জোড়-যন্ত্রাদি সংগ্রহ হইলে এবং প্রস্তুত প্রণালী অবগত থাকিলে, সর্ব্ব স্থানেই প্রস্তুত হইতে পারে। ঔষধির প্রস্তুত প্রণালী যে পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে

"ফার্মোকোপিয়া" বলে। ইংরেজি "ফার্মোকোপিয়ার" মূল্য অধিক এবং বিজাতীয় ভাষায় লিখিত, সেইজন্য অনেকের পক্ষে, ঐ পুস্তক ক্রয়, অত্যন্ত অসুবিধা জনক। সাধারণের সুবিধার জন্য এই পঞ্চভূত-তত্ত্বের এক খণ্ডে অতি সরল ভাষায় হোমিওপ্যাথিক ফার্মোকোপিয়ার অনুবাদ করা হইবে। অনূ্যন বিশবৎসর আমরা হোমিওপ্যাথিক মতানুসারে যে সকল দেশীয় ঔষধি প্রস্তুত করিয়া তাহার গুণের পরীক্ষা করিয়াছি, ঐ সকল ঔষধির গুণ এবং প্রস্তুতের নিয়মাদি কথিত ফার্মোকোপিয়াতে লিখিতে হইবে। আমাদিগের তৈয়ারী ঔষধিতে সুফল ফলে কি না জানিতে হইলে, পরীক্ষায় আবশ্যক; পরীক্ষার স্থল, কর্ম্ম-ক্ষেত্র।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধি সল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম ঔষধি হইলে, জানিবার উপায় নাই এবং তাহাতে কিছু মাত্র ফল হয় না; সেইজন্য যে সে ঔষধ-বিক্রেতার দোকান হইতে ঔষধি খরিদ করা বিধেয় নহে। আমার উৎসাহে, বি, এন, তরফদার কর্তৃক সংপ্রতি "ষ্টার হোমিওপ্যাথিক হল" ষ্টার থিয়েটার-গৃহে স্থাপিত হইয়াছে এবং বিক্রয়ার্থে সর্ব্ব প্রকার অকৃত্রিম ঔষধি প্রস্তুত আছে। আমার মত অনুসারে যাঁহারা চিকিৎসা করিবেন, তাঁহারা যেন উক্ত ঔষধালয় হইতে ঔষধ ক্রয় করিয়া ব্যবহার করেন। আমি যত দূর অবগত, তাহাতে আমার বিশ্বাস, ষ্টার হোমিওপ্যাথিক হলের ঔষধি অকৃত্রিম ও যথানিয়মে প্রস্তুত। ধারাল অস্ত্র ব্যতীত শত্রু শীঘ্র দমিত হয় না।

কলেরা-বিষ, একপ্রকার বাষ্পসহ সূর্য্য-তাপে মাটী ফাটিয়া উত্থিত হয়। শ্বাস-বায়ুর সঙ্গে, ঐ বিষ শরীরে প্রবেশিলে, অগ্রে তদ্দ্বারা রক্ত দূষিত হয়, অনন্তর, ভেদ-বমনের সঙ্গে কলেরা-রোগ প্রকাশ পায়। কলেরা কঠিন পীড়া। পীড়ার প্রারম্ভে, সুচিকিৎসা না হইলে, আরোগ্যের আশা থাকে না। কলেরার পক্ষে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বিষ-লক্ষণের দ্বারা এই প্রতীয়মান হয়, কলেরা আর ম্যালেরিয়া বিষ এক জাতীয়। বিষের নূ্যনতা বা আধিক্যতা প্রযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ নামে বিখ্যাত; কিন্তু উভয় প্রকার বিষ-ক্রিয়ার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বিকারপ্রাপ্ত ম্যালেরিয়া জরাক্রান্ত রোগী, অনেক স্থলে, কলেরা-রোগীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

উভয় প্রকার বিষের উৎপত্তি-স্থান, বিল, খাল, ঝিল ইত্যাদি জল-মগ্ন

ভূভাগ। জলে, উদ্ভিদাদি পদার্থ পচিয়া ঐ বিষের সৃষ্টি হয়। সূর্য্য-তাপে মৃত্তিকার রস বাষ্পাকারে উত্থিত হইতে আরম্ভ হইলে, সেই বাষ্পসহ ঐ বিষও উত্থিত হয়। কলেরা-বিষ-মিশ্রিত বাষ্প, জলীয় বাষ্প অপেক্ষা গুরু; সেই জন্য ভূতল-বায়ুসহ বিচরণ করে এবং অবশেষে শ্বাস-বায়ুর সঙ্গে মানব-শরীরে প্রবেশিয়া, মানব-জীবন নষ্ট করে।

বর্ষাকালে ধান্য-ক্ষেত্রাদি জলমগ্ন থাকে বলিয়া, কচিৎ কলেরা বা ম্যালেরিয়া বিষের সৃষ্টি হয়। জলে পাতা, লতাদি পচিয়া ঐ বিষের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু গুরুত্ব প্রযুক্ত সেই বিষ, নিম্নে অর্থাৎ পাঁকে পতিত হয় এবং তাহার সঙ্গে অবস্থিতি করে। জল অপেক্ষা লঘু বস্তুই, জলের উপর ভাসমান থাকে। কোন প্রকার স্নেহ বা ধূলিবৎ পদার্থ জলের উপর ভাসিয়া থাকিলে, সূর্য্য-তাপোত্থিত বাষ্পসহ তাহা উত্থিত হইতে পারে। কোন জলমগ্ন ভূমিতে কলেরা বা ম্যালেরিয়া বিষ জন্মিলে, সে বিষ, যতদিন না, জল শুষ্ক হয়, ততদিন, তথায় অবস্থিতি করে এবং তাহা করে বলিয়া, বর্ষাকালে, কচিৎ ঐ বিষের দ্বারা মানবের অহিত হয়। বর্ষাকালে, বঙ্গদেশে যে নবজ্বর হয়, তাহা জলজনিত।

বর্ষাকালে, বঙ্গদেশে কি ম্যালেরিয়া জ্বর বা কলেরা হয় না?

হয়; তাহা তৎকালীয় বিষজাত নহে। বিষ শরীরে প্রবেশ করিবামাত্রই বিষক্রিয়া হয় না, বিষের ন্যূনতা বা আধিক্যতানুসারে এবং উত্তেজনামূলক কারণ সমূহ বশতঃ শীঘ্র বা বিলম্বে, বিষ-ক্রিয়া প্রকাশ হইতে পারে।

পীড়ার রূপ ধরিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে, যখন শরীরে গ্লানি উপস্থিত হয়, সে কালকে আক্রমণাবস্থা বলা যায়। এ কালে, কোন ঔষধির ব্যবস্থা করিলে, তাহাকে প্রতিষেধক চিকিৎসা কহে। আমাদিগের মতে প্রতিষেধক চিকিৎসা, না করাই উচিৎ; কেন না, অনেক স্থলে, উহার দ্বারা কুফল ফলে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে, কলেরা-বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়াছে কি না, বুঝিয়া লওয়া কঠিন ব্যাপার। পীড়ার যথার্থ ঔষধি না হইলে, তদ্বারা পীড়ার স্বভাব বিকৃড়ে যায়, সে কথা আমরা

পূর্ব্বে বলিয়াছি। রোগ নির্ণয়ে ভ্রম না হইলে, এবং তদুপযুক্ত ঔষধি দিলে, পীড়া প্রকাশ না পাইতে পারে; কিন্তু সেরূপ কচিৎ ঘটে। কলের।-বিষ, চিকিৎসকের শরীরে প্রবেশ করিলে,লক্ষণের,দ্বারা স্বয়ং সেই চিকিৎসক বুঝিয়া লইতে পারেন কি না, সে পক্ষে সংশয় উপস্থিত হয়। এ ক্ষেত্রে, সাধারণ রোগীতে, রোগের যথার্থ কারণ নির্ণয় কিরূপে করিতে পারে? কথায় উপদেশ প্রদান সহজ, তাহা কার্য্যে পরিণত করা কঠিন ব্যাপার। স্থূল কথা এই, পীড়ার রূপ না হইলে, অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিষেধ চিকিৎসা করা বিধেয় নহে। তবে ঠিক কারণ বুঝিতে পারিলে, তাহার কথা স্বতন্ত্র।

প্রতিষেধ-চিকিৎসা সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই, বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে এবং তাহা রক্তের সহিত যোগ হইলে, বিষক্রিয়া শীঘ্র বা বিলম্বে প্রকাশ পাইবার কথা; তবে উত্তেজনামূলক কোন কার্য্য না করিলে বা কোন খাদ্য না খাইলে এবং কম মাত্রায় বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে, স্বাভাবিক আরোগ্যের শক্তির সাহায্যে সে বিষের ক্ষয় হইতেও পারে, কিন্তু তাহা কচিৎ ঘটে। নিরাপদ সরল পথ পরিত্যাগে, বিপদসঙ্কুল বক্র পথে বিচরণ কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বে, নৌকা হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সন্তরণের দ্বারা কূলে উঠিবার চেষ্টা করা বিধেয় নহে। পীড়া প্রকাশ পাইলে, সে পীড়া চিকিৎসা-সাধ্য হয়, অবশ্যই আরোগ্য হইবে। চিকিৎসক, দ্বারপালের স্বরূপ। পীড়ার উপর দৃষ্টি রাখাই, তাঁহার কর্ত্তব্য।

কোন প্রকার নৈসর্গিক বিষয়ের অনুসন্ধানের উপযুক্ত স্থান, অরণ্য অথবা পল্লীগ্রাম। পল্লীগ্রাম, দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—চাষা আর ভদ্রপল্লী। ভদ্রপল্লী, অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে স্থাপিত। মৎস্য ও শস্যের জন্য, কৃষক সম্প্রদায় সচরাচর খাল বা বিলের কিনারায় বাস করে। চাষা পল্লীর চতুর্দ্দিক বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকে এবং তাপকালে সে জল শুকাইয়া যায়।

সচরাচর দেখা যায়, যে সময় ধান্য-ক্ষেত্র, বিল, খাল, ডোবা ইত্যাদি জলমগ্ন ভূভাগ শুকাইতে আরম্ভ হয়, তৎকালেই, প্রথমে চাষাপল্লীতে কলেরার মড়ক আরম্ভ হয়। ইহার দ্বারা এই প্রতীয়মান হয় যে, জলমগ্ন ভূমিই কলেরা ও ম্যালেরিয়া বিষের জন্ম-স্থান। ঐ বিষ, মাটী হইতে তাপের দ্বারা উত্থিত এবং বায়ুর দ্বারা বিস্তৃত হয়। কোন রোগের মড়ক আরম্ভ

হইলে, বুঝিতে হইবে, সেই পীড়ার বিষে তথাকার বায়ু দূষিত হইয়াছে। দূষিত বায়ুর অনুবর্ত্তী মড়ক অর্থাৎ যে দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেইদিকে মড়ক আরম্ভ হয়।

বায়ুর গতির বিপর্য্যয় দিকে কি কলেরার মড়ক হয় না?

হয়;—তাহার মূল মাছী। মাছী অতি অহিতকর জীব। অনেক প্রকার ছোঁয়াটে রোগ মাছীর দ্বারা বিস্তৃত হয়। কিন্তু অভ্যাস-দোষে, ঐ অহিতকারী প্রাণীকে আমরা ঘৃণা চক্ষে দৃষ্টি করি না। মাছী উদরস্থ হইলে তদ্দণ্ডেই বমন আরম্ভ হয়। পূঁজ, রক্ত, বিষ্ঠাদি দূষিত পদার্থে বসিয়া, সেই দূষিত পদার্থ বা বিষ, পায়, পাখায় মাখাইয়া আমাদিগের খাদ্যে আনিয়া ছাড়িয়া দেয়।

কলিকাতার ময়রাখানা, ওরফে পাইখানা। পাইখানা, গুয়ে মাছীসঙ্কুল এবং দুর্গন্ধযুক্ত; ময়রাখানাও গুয়ে মাছী পরিপূর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত। ধরিতে গেলে, আজকাল, ময়রাখানাই ছোঁয়াটে রোগের আকর। যেখানে কলেরার মড়ক আরম্ভ হয়, সেখানে মাছী যমদূত-রূপে, কলেরা-বিষ ছড়াইতে আরম্ভ করে। ঘির দোষে বাজারের মিঠাই গুণে বিষবৎ; আবার সেই বিষবৎ পদার্থে বিষের যোগ হয়। মিঠাই পুষ্টিকর সুস্বাদু খাদ্য হইলেও সে আজ্ সঙ্গদোষে নিন্দনীয়। একে মাছীর জন্য বাজারের মিঠাই দূষিত, তাহাতে, যে ঘিতে জন্মে, তাহা, অগ্নির তাপে জ্বলিয়া জ্বলিয়া অবশেষে এক প্রকার বিষবৎ পদার্থে পরিণত হয়। ময়রা, যে ঘি, একবার খোলায় চড়ায়, তাহার শেষ হয় না; তাহার জীবনাবধি, সে ঘির নেতা চলিতে থাকে। মাছী ও মিঠাইয়ের দোষে, কলিকাতায় ছোঁয়াটে রোগের বাড়াবাড়ি। সাধে কি হিন্দুরা বাজারের মিঠাই অপবিত্র-জ্ঞানে স্পর্শ করেন না? নীচান্ন ভোজনে, নীচত্ব প্রাপ্ত হয়।

স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিলে, যেরূপ তৃপ্তিলাভ করা যায়, তদ্রূপ অপর ব্যক্তি-কর্ত্তৃক পাক করা অন্নে, তৃপ্তিলাভ করা যায় না। যে খাদ্য খাইতে তৃপ্তি জন্মে না, তাহা কখনই উদরে সম্পূর্ণরূপে পরিপাক পায় না। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হইলে, তদ্দ্বারা উদরাময় পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে।

সচরাচর দেখা যায়, যুবক অর্থাৎ যাহারা সর্ব্বক্ষণ মাঠে কৃষি-কর্ম্ম করে, সেই সকল লোকই প্রথমে কলেরা-বিষ-কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সংখ্যার তুলনায়, শিশু বা অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা,—(যাহারা মাঠে বিচরণ করে না) কচিৎ ঐ বিষের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহাদ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, কলেরা-বিষ উৎপত্তির স্থান মাঠ। প্রথমে তথাকার বায়ু দূষিত হয়; অনন্তর সেই দূষিত বায়ুতে যে সকল লোক সর্ব্বক্ষণ বিচরণ করে, তাহারা তদ্দ্বারা আক্রান্ত হয়। বিষাদি দূষিত পদার্থ, জীব-দেহে থাকিতে পায় না; তাপ, ঘর্ম্ম, মল, মূত্রাদিসহ নির্গত হইয়া যায় এবং নির্গত হয় বলিয়াই কলেরা-রোগীর মল, মূত্র, বমনাদিতে বিষ বর্ত্তমান থাকে। পল্লী-মধ্যে যে বিষ-বিস্তার হয়, তাহার প্রধান সহায় মাছী। মাছী, ভেদ-বমনস্থিত বিষ বহন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অন্ন, ব্যঞ্জনাদি খাদ্য বিষাক্ত করে; বায়ু কর্ত্তৃকও কলেরা-বিষ বিস্তৃত হয়। পুষ্করণীর জলে, রোগীর মল-মূত্রযুক্ত বিছানা ধৌত করিলে, তদ্দ্বারা জল দূষিত হয়; সুতরাং সে জল পানে, পীড়া প্রকাশ পাইতে পারে।

রোগীর মল-মূত্র-বমনস্থিত বিষ-সংশ্রবে যে পীড়া প্রকাশ পায়, তাহা চিকিৎসা-সাধ্য অর্থাৎ সে বিষ তত তেজাল নহে; কেন না, সে বিষ, অতি কম মাত্রায় রোগীর শরীরে প্রবেশ করে। অধিক মাত্রায় বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে, পীড়া শীঘ্র প্রকাশ পায় এবং প্রথম হইতেই ভীষণ আকার ধারণ করে। এই শ্রেণীর কলেরাতেই রোগী, ২।১ বার ভেদ-বমনের পর, নির্জীব হইয়া পড়ে এবং কচিৎ আরোগ্য লাভ করে। যে গ্রামে কলেরায় মড়ক আরম্ভ হয়, তথায় ২।১টি রোগী আরোগ্য হইলে, অবিলম্বে মড়ক থামিয়া যাইতে দেখা যায়। ক্রমশঃ বিষ-তেজ খর্ব্ব বা বিষ-মাত্রার ন্যূনতা হওয়াই তাহার প্রধান কারণ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, জল-বায়ু-তাপাদি ভূতগণ, কখন সুজন এবং কখন কুজন। বাঁকিলে মানব-জীবন হরণে, নতুবা রক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। যে বায়ু বিষ-বিস্তার করে, পুনর্ব্বার সেই বায়ু-কর্ত্তৃকই, সেই বিষ তথা হইতে অন্তরিত হয়। জীব-জীবন, সৃজন, পোষণ, নিধন, নিয়ত পঞ্চভূতের দ্বারা সাধিত হইতেছে।

অনল সর্ব্বভূক অর্থাৎ সকল পদার্থকে ভক্ষণ করে। কলেরা-বিষে বায়ু দূষিত হইলে, অগ্নির দ্বারা বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে। বাষ্প, ভূতল-বায়ু

অপেক্ষা লঘু। তাপে, দূষিত ভূতল-বায়ু বাষ্পাকারে উর্দ্ধদেশে উঠিয়া যায় এবং তথায় সমধর্মী বাষ্পসহ বিচরণ করে। উর্দ্ধদেশে মানবের গতি-বিধি নাই ; সুতরাং, সেই বাষ্পে কলেরা-বিষ থাকিলে তদ্দ্বারা কোন অনিষ্টোৎপাদন হইবার আশঙ্কা থাকে না। যেখানে কলেরার মড়ক আরম্ভ হয়, তথাকার দূষিত বায়ু অগ্নির দ্বারা বাষ্পের আকারে পরিণত করিতে পারিলে, মড়ক থামিয়া যাইতে পারে। মড়ক থামাইবার জন্য লোকে যে সকল প্রতিকারের চেষ্টা করে, তাহার মধ্যে, অগ্নিদ্বারা বায়ু বিশুদ্ধ করাই, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহজ উপায়।

মড়ক আরম্ভ হইলে, কলেরা-বিষ-উত্তেজক খাদ্য বা কার্য্য, পরিত্যাগ, অবশ্য কর্ত্তব্য। স্নান ভোজনাদির উপর দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে, শীঘ্র পীড়া বিকাশ পাইতে পারে না। অশুভ কার্য্যের কাল হরণ যদ্দ্বারা হয়, তাহা অবশ্যই গ্রাহ্য।

আসল বিষজাত কলেরা, (যাহাকে এসিয়াটিক কলেরা কহে) সচরাচর নিশার শেষভাগেই প্রকাশ পায়। হিম অর্থাৎ ঠাণ্ডার সঙ্গে বিষজাত কলেরার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। ঠাণ্ডা জলে স্নান বা হিমভোগ, উত্তেজনামূলক কার্য্য মধ্যে গণ্য। বাস-ঘরের তাপ বজায় এবং তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কর্ত্তব্য। কলেরার মড়ক হইলে, বাস-গৃহে, অগ্নিকুণ্ডে, দিবা-রাত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত অর্থাৎ ধূম ঘরে জমিবে না, অথচ, তাপ বজায় থাকিবে, এরূপভাবে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে হইবে, কেন না, ধূমে কার্ব্বণিক য়্যাসিডের ভাগ অধিক থাকে। কার্ব্বণিক য়্যাসিডও কলেরা-বিষের ন্যায় অহিতকর। চূণ ও কাষ্ঠ-অঙ্গারের গুণের পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। চূণের দ্বারা বাস-গৃহ-সংস্কার এবং অঙ্গারের দ্বারা দূষিত বায়ু গৃহ হইতে দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বায়ুর গতি সর্ব্বত্রে। বাহিরের বায়ু দূষিত হইলে, তাহা গৃহে প্রবেশ করে ; সুতরাং তাহা গৃহ-মধ্যে থাকিলে, শ্বাস-বায়ুর সহিত আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। বায়ু শূন্য স্থানে আমরা ক্ষণকাল জীবিত থাকিতে পারিনা ; এ অবস্থায়, গৃহ-মধ্যে বায়ু প্রবেশের পথ কিরূপে রুদ্ধ করা যাইতে পারে ? অবস্থানুসারে গৃহস্থিত দূষিত বায়ু অগ্নির দ্বারা দূরিভূত বা শোধিত করাই যুক্তি সঙ্গত।

অনেকে বলেন, তামা, গন্ধক কলেরা প্রতিবেধক। কোন্ পদার্থের যে কি গুণ তাহা কে বলিতে পারে? মড়কের সময়, তামার আঙটি অঙ্গুলে, এবং গন্ধকচূর্ণ জুতার তলায় দিয়া ব্যবহার করায় দোষ কি? উষ্ণ জল, ফিল্টার যন্ত্রে শোধন ও শীতল করিয়া পান করা বিধেয়। অধিক দৈহিক-মানসিক শ্রম, রাত্রিজাগরণ, সুরা-পান, গুরুপাক খাদ্য ভক্ষণ, রমণাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান অকর্ত্তব্য। মনের সঙ্গে এ পীড়ার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। মন সর্ব্বক্ষণ প্রফুল্ল রাখা বিধেয়।

কোন ব্যক্তির মনে, কলেরার ভয় উদয় হইলে, সে কলেরাদ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। মড়ক হইলে, কলেরা-ভীত ব্যক্তিরা কচিৎ কলেরার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পায়। সর্পে নিশ্চয় দংশন করিয়াছে, এরূপ অমূলক বিশ্বাস কাহার মনে বদ্ধমূল হইলে, অবশেষে সেই ব্যক্তিতে, প্রকৃত সর্প-দংশন—লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়। ভয়ের এ ধর্ম্ম আছে বলিয়া, এক শ্রেণীর ভয়-জনিত পীড়া সচরাচরে দেখিতে পাওয়া যায়। ভয় হইতে, অনেকস্থলে ভেদ-বমনাদি কলেরার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। সে স্থলে, সাহস প্রদান সুপথ্য এবং ঔষধি, হোমিওপ্যাথিক মতে, "একোনাইট"।

হরিনাম-সংকীর্ত্তন, কালীপূজা ইত্যাদি বিশুদ্ধ আনোন্দোৎসবে রত থাকিলে, মনে কলেরা-ভয় স্থান পায় না, সেই জন্য, এ প্রকার উৎসবে সুফল ফলিয়া থাকে। এপ্রকার সুফল-প্রদ ক্রিয়ানুষ্ঠান, অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে কলেরার সঙ্গে হিম বা ঠাণ্ডার নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহাকে "ড্যাম্প কলেরা" বলা যাইতে পারে। এজাতীয় কলেরায়, ভেদ-বমনের আধিক্য, রোগীর জীবনী-শক্তি-হ্রাস এবং রোগী, বিকৃত চেহারা প্রাপ্ত হয়।

আর এক জাতীয়-কলেরা আছে, তাহাকে "ড্রাই" অর্থাৎ শুষ্ক কলেরা কহে। ইহাতে ভেদ-বমনের আধিক্য হয় না বটে, কিন্তু তাহার প্রাণ-নাশিকা-শক্তি অত্যন্ত প্রবল। তবে মঙ্গলের বিষয় এই, এ জাতীয় কলেরা, এ প্রদেশে অতি বিরল। হইলেও, রোগীর আরোগ্যের আশা থাকে না।

আহারাদির অত্যাচারে, উদরাময় পীড়া হইতে, যে কলেরা হয়, তাহাকে "সিম্পেল" আর্থাৎ সহজ কলেরা কহে। এ প্রকার কলেরা, তত ভয়াবহ নহে বটে, কিন্তু সুচিকিৎসা না হইলে, রোগী মারা যাইতে পারে এবং সর্ব্বদা

মারা যাইয়াও থাকে। "সিম্পেল কলেরায়" মড়ক হয় না; কেন না, উহা বিষজাত নহে।

পীড়ার আক্রমণাবস্থাকে, "ষ্টেজ অব ইন্‌ভেসন" কহে। এ অবস্থায় কেহ কেহ ঔষধি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্ব্ব-কথিত কারণে, আমরা তাহাদিগের মতে সম্মত হইতে পারি না। আক্রমণাবস্থায় যে সকল ঔষধি দিবার ব্যবস্থা আছে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা হইল, চিকিৎসক বিচার পূর্ব্বক ঐ সকলের ব্যবহার করিবেন। চিকিৎসকের উপর গুরুতর ভার অর্পিত। নির্দ্দোষ সোজা পথে বিচরণই কর্ত্তব্য। রূপ দৃষ্টে, পীড়া চিনিয়া ঔষধির ব্যবস্থা করাই যুক্তিসিদ্ধ।

প্রতিষেধার্থে চিকিৎসা।

মড়কের সময়, পেটের অসুখাদি দৈহিক অসুস্থতা বর্ত্তমান থাকিলে, লক্ষণানুসারে, রুবিনীর ক্যাম্ফার, ভেরেট্রম, আর্সেনিক, একোনাইট, ইপিকাকিউএনা প্রভৃতি ঔষধি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শরীরে বিষ প্রবেশের লক্ষণ।

পিত্তযুক্ত বা বর্ণহীন তরল মলত্যাগ,—দিবারাত্রের মধ্যে ৬।৭ বার; উদরে বেদনা; শরীর অলস ভাবাপন্ন; মন, উদাস; শিরঃপীড়া; সর্ব্বক্ষণ বমন-ইচ্ছা; কর্ণে, ভোঁ ভোঁ শব্দ, ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আহারে রুচি, মনে, শান্তি থাকেনা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধির ডাইলিউসন সম্বন্ধে, কোন লিপিবদ্ধ নিয়ম করিলে চলিতে পারে না। কোন্ রোগীর কত ক্রমের ঔষধি দিলে, উপকার দর্শিতে পারে, তাহা সম্পূর্ণ চিকিৎসকের বিবেচনার উপর নির্ভর। ডাইলিউসন-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত এই, তরুণ পীড়ায় সবল রোগীতে নিম্ন, এবং পুরাতন পীড়ায়, ক্ষীণ রোগীতে উচ্চ ক্রমের ঔষধি ব্যবস্থা-যোগ্য। কোন কোন স্থলে, এ নিয়মেরও অন্যথা দৃষ্ট হয়। কোন অবধারিত নিয়মানুসারে, চিকিৎসক, রোগীর চিকিৎসা করিতে পারেন না; কেন না, সকল রোগের প্রকৃতি, লক্ষণাদি এবং সকল রোগীর স্বাস্থ্য-স্বভাবাদি একরূপ হয় না। রোগ,-রোগীর অবস্থানুসারে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়।

চিকিৎসক যখন পীড়ার অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হয়েন, তখন তিনি, লিপিবদ্ধ নিয়মে কিরূপে চলিতে পারেন ? গ্রন্থকর্ত্তা পথ প্রদর্শক বটে, কিন্তু ত্রিমাত্রা পথে পড়িলে, পথিকৃকে বিচার পূর্ব্বক ঠিক পথে গমন করিতে হয়। যিনি চিনিতে না পারিয়া বিপথগামী হন, তিনি, ঘুরিয়া কষ্ট পান। চিকিৎসকের উপস্থিত বুদ্ধি এবং ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার স্বাভাবিক শক্তি থাকা চাই। এ সকল গুণ, যাঁহাতে আছে, তিনি, সুচিকিৎসক মধ্যে গণ্য। সাগরে শম্বুকাদি সহ শুক্তি থাকে, কিন্তু ডুবরী, বাছিয়া মুক্তার জননী শুক্তিকেই গ্রহণ করে। চিকিৎসা, স্থির বুদ্ধিসহকারে করাই কর্ত্তব্য। গোঁয়ার চিকিৎসক উতলা হইয়া হটাৎ রোগীকে সঙ্কটে নিক্ষেপ করে। অদৃশ্য স্থানে রোগের বাস। সেই রোগের বাস ভাঙ্গিবার উপযুক্ত তীরের অব্যর্থ সন্ধান হওয়া চাই ; তাহাতে অবশ্যই দক্ষতার প্রয়োজন। সামান্য অর্থের লোভে কোন ব্যক্তির জীবন বিপদ গ্রস্থ করিলে, মহাপাপ।

ষ্টেজ অব ইনভেসন অর্থাৎ আক্রমণাবস্থার পর, ভেদ-বমনাদি প্রবল উপসর্গ-সহ রোগ বিকাশ পায় ; ইহাকে ষ্টেজ অব ডিভেলপ্‌মেণ্ট অর্থাৎ রোগ-বিকাশাবস্থা। একালে, ভেদ, বমন, অনিবার্য্য তৃষ্ণা, প্রস্রাবের ন্যূনতা বা রুদ্ধতা, দুর্ব্বলতা, উদরে বা পেশীতে খিলধরা ইত্যাদি বল-হ্রাসকর প্রবল উপসর্গ সমূহ রোগীতে বর্ত্তমান থাকে।

য়্যাসিয়াটিক কলেরার চিকিৎসা।

জলবৎ ভেদ, ভেদ-বমন এক সঙ্গে হইলে, অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে, "ভেরেট্রম"।

"ভেরেট্রম" পীড়ার প্রারম্ভেই সুফল প্রদ এবং কলেরা-ভেদ-বমনের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধি।

কোন যন্ত্রের পক্ষাঘাতে, স্নায়ু বা পেশীতে খিলধরিতে থাকিলে, "কুপ্রম"।

"কুপ্রম্" ভেদ-বমন নিবারক নহে। "কুপ্রমে" ফল না হইলে, "সিকেল কর্ণু‌টাম" দেওয়া যাইতে পারে।

হলদে বা সবুজ ভেদ, বেগ দিবা মাত্রই হড়াৎকরে কতকটা মল নির্গত হয়, ইত্যাদি লক্ষণে,—"ক্রোটন টিগ্‌লিয়ম"।

কল কল শব্দে অধিক মাত্রায় জলবৎ ভেদ ও বমন, পিপাসা, শীতল ঘর্ম্ম, জিহ্বা রসশূন্য ইত্যাদি লক্ষণে,—"জ্যাট্রোপা"।

নিদ্রিতাবস্থায় বা প্রস্রাব করিবার সময়, অসাড়ে অজীর্ণ পদার্থ মিশ্রিত জলবৎ ভেদ বর্ত্তমানে,—"পডোফাইলম্"।

"টীংক্যাম্ফর" পীড়ার সকল অবস্থায় ব্যবহার্য্য। ইহা কলেরার একটি মহৎ ঔষধি। ক্যাম্ফর উত্তেজক ঔষধি এবং কলেরা-বিষতেজঃ খর্ব্ব করিবার শক্তি উহার আছে। প্রস্রাব নিঃসরণ নলে, জ্বালা বর্ত্তমান থাকিলে, রোগী দুর্ব্বল হইলে, ক্যাম্ফর ব্যবহার্য্য। ক্যাম্ফর হৃদ্পিণ্ডের ক্রিয়াবর্দ্ধক এবং ক্রিয়া অতি শীঘ্র সাধিত হয়।

অতিশয় পিপাসা, কিন্তু অল্প জল পানেই নিবৃত্তি এবং পানান্তেই বমন; নাড়ী ক্ষীণ বা একেবারেই বিলুপ্ত; বর্ণ, নীলবর্ণে পরিণত; বিকট চেহারা, গাত্র জ্বালা, পেটজ্বালা, উদরে বেদনা, শীতল ঘর্ম্ম, হস্তপদাদির অঙ্গুলিস্থ চর্ম্ম রক্তশূন্যতাপ্রযুক্ত চুপ্‌সে যাওয়া, গাত্র বরফের ন্যায় শীতল; শয্যা, কণ্টকাকীর্ণ বোধ এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন; রাত্র দ্বিপ্রহরের পর উপসর্গের উৎপাৎ; অসাড়ে ভেদ, জীবনী-শক্তির হ্রাস, কোন প্রকার অপক্ক ফল ভক্ষণের পর কলেরা প্রকাশ পাইলে,—আর্সেনিক"।

পূর্ব্বোক্ত "আর্সেনিকের লক্ষণ সমূহ বর্ত্তমানে, পেটফাঁপা এবং অপরাহ্নে উপসর্গের উৎপাৎ থাকিলে,—"কার্ব্বোভেজিটেবিলিস্"।

"আর্সেনিকের" সহিত পর্যায়ক্রমে, অথবা "আর্সেনিকের পর "কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্"।

বমন ইচ্ছা, ভেদ অপেক্ষা বমনের আধিক্যতা, রক্ত-ভেদ, গ্রীষ্মকালের বিশেষতঃ শিশুদিগের কলেরাতে,—"ইপিকাকিউএনা"।

প্রস্রাব বন্ধ এবং তদ্দরুণ প্রলাপ বা আক্ষেপ আরম্ভ হইলে, প্রথমে, ক্যান্থারিস, তদপরে ট্রিবিস্থিনা।

মূত্র-যন্ত্রাদির পক্ষাঘাত হওয়া হেতু বাস্তে প্রস্রাব রুদ্ধ হইলে,—"ওপিয়ম"।

আমযুক্ত রক্তভেদ হইলে,—"মারকিউরস করোসাইভস"।

কৃমির লক্ষণে,—"সিনা"।

শিশুগণের কৃমির উত্তেজনায়, খেঁচুনী হইলে,—"সিকুটাবিরেসা"।

অজীর্ণ হরিদ্রাবর্ণ ভেদ, পেটে বেদনা, পেট কাঁপা, নট দুগ্ধবৎ বা শ্লেষ্মা মিশ্রিত ভেদ ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে,—"চায়না"।

"চায়না" সিম্পেল অর্থাৎ যে কলেরা আহারাদির দোষে হয়, তাহার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য ভক্ষণে কলেরা হইলে, "পল্‌সটিলা"।

বমন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বেদনাহীন ভেদ; অনেকবার ভেদেও রোগী দুর্ব্বল হয় না; মৈথুন-কার্য্যের অত্যাচার বা পেটের পীড়ার পর,—বিশেষতঃ শিশুগণের কলেরার প্রথম অবস্থায়; মল, হলুদে বা শাদা ইত্যাদি লক্ষণে,—"ফস্ফরিক য়্যাসিড"।

শিশুর কলেরায়; জল পানান্তে তাহা বমনসহ উঠিয়া যাওয়া, পিপাসা থাকা, চক্ষু বসিয়া যাওয়া এবং চক্ষুর কোণে কালিমা রেখা পড়া, অজীর্ণ মল,—কল্ কল্ শব্দে নির্গত হওয়া; বাম পার্শ্ব চাপিয়া শুইলে অথবা প্রাতঃকালে ভেদের উৎপাৎ বাড়িলে "ফস্ফরস"।

কলেরার চরমকালে,—দেহ, বরফের ন্যায় শীতল, নাড়ী স্পন্দনরহিত, শীতল ঘর্ম্ম নির্গত, শ্বাস প্রশ্বাস-ক্রিয়া বিলম্বে সাধিত হইলে,—"হাইড্রোসায়েনিক য়্যাসিড"।

গুরুভোজন, রাত্রিজাগরণ, সুরাপান, মৈথুনাদি ক্রিয়া-দোষে বা জোলাপ লওয়া হেতু, প্রাতঃকালে উপসর্গের উৎপাৎ বাড়িলে, রোগী খিট্‌খিটে হইলে বা রোগীর মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে, "নক্সভমিকা"।

পেট-বেদনা, দেহ বরফের ন্যায় শীতল চেহারা, মৃত্যুবৎ ইত্যাদি লক্ষণে, "একোনাইট"।

"একোনাইটে" প্রতিক্রিয়া শীঘ্র আনয়ন করে এবং ভয়জনিত কলেরার উৎকৃষ্ট ঔষধি।

হানিমান-আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথিক মতানুসারে "ষ্টেজ অব কোলাপ্‌স" পতনাবস্থা, "ষ্টেজ অব রিএকসন" প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় এবং হিক্কা, বেডসোর, জ্বর, বিকারাদি ঘটিলে যে সকল ঔষধি প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার উল্লেখ আমরা পশ্চাৎ করিব। এক্ষণে আমরা কাউন্ট মিজারমেটি আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কাউন্ট মিজারমেটি আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক মতানুসারে

কলেরাতে যে সকল ঔষধি দিতে হয়, তাহার নাম উল্লেখ নিম্নে করা হইল। মহাত্মা হানিমানের মতে চিকিৎসা করিয়া ফললাভ না হইলে, এবং ফল লাভের আশা না থাকিলে, শেষে ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতে দোষ কি? তবে প্রচলিত প্রশস্ত পথ থাকিতে, ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনই অপ্রশস্ত নূতন পথের পথিক হওয়া কর্ত্তব্য নহে; নিরুপায় হইলে, অবশেষে, নূতন পথে পদার্পন করা যাইতে পারে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা, প্রসিদ্ধ প্রাচীন চিকিৎসা,—ইহাতে যে কুফল ফলে, তাহা অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের দোষে,—তাহাতে ঔষধের দোষ কি?—সে দোষ প্রয়োগ কর্ত্তার। ঔষধি মাত্রই বিষবৎ পদার্থ। এলোপ্যাথিক মতে, সেই বিষকে অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়। পীড়ার ঠিক ঔষধি না হইলে, তদ্দ্বারা বিষক্রিয়া হইতে পারে, চাই কি, সেই বিষের দ্বারা রোগীর জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে। এরূপ স্থলে, সেই বিষগুণজ্ঞাত বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ভিন্ন, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা, তাহার ব্যবহার করিলে, অনেক স্থলে, তাহার অপব্যবহার হইবার কথা।—এমন কি কখন কখন উক্ত চিকিৎসাবিৎ পণ্ডিতগণও ভ্রমে পড়িয়া, অনেক স্থলে ঔষধের দ্বারা রোগের স্বভাব বিকৃড়ে দেন।—তবে সুখের বিষয় এই, তাঁহাদিগের চিকিৎসায় সেরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে, জ্ঞানের প্রভাবে, স্বীয় দোষ তাঁহারা শীঘ্র বুঝিয়া লইয়া প্রতিকারের প্রতিবিধান করিতে পারেন। কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট, সে ফললাভের আশা করা যাইতে পারে না। কেন না, তাহাদিগের সে জ্ঞান নাই, সুতরাং নিজের ব্যবস্থেয় ঔষধিতে সুফল ফলিতেছে কি কুফল ফলিতেছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। লাঠী বা তলবার, এ দুয়ের দ্বারাই আত্ম-রক্ষণ বা শত্রু-নিধন-কার্য্য সাধন হয়। উহার মধ্যে, অস্ত্র-সঞ্চালনে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির লাঠীর ব্যবহার করা উচিত কি তীক্ষ্ণধার অসির ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? অস্ত্র চালাইতে না জানিলে, শত্রুকে নিপাত করিতে যাইয়া, হয়ত, অস্ত্রধারী নিজেই নিজের অস্ত্রের দ্বারা আহত হয়। সাপুড়ে, এমন যে ভয়ানক সর্প, তাহাকে বশে রাখিয়া ক্রীড়া করে; কিন্তু যে ব্যক্তি সাপুড়ে নয়, সে সাহস করিয়া, তাহার গাত্র স্পর্শ করিলে, তাহার দ্বারা দংশিত হইবারই সম্ভব। এই সকল কারণে, হানিমান-আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথিক মত প্রশংশনীয় এবং তাঁহার মতানুসারে প্রথমে রোগীর

চিকিৎসা করিতে, সকলকে অনুরোধ করি ; তাহাতে ফল না হইলে, অনন্তর ইলেক্ট্রোহোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক মতানুসারে চিকিৎসা করা যাইতে পারে। হানিমান-আবিষ্কৃত ঔষধির বিষ-ক্রিয়াতে,হঠাৎজীবন নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু রোগের ঠিক ঔষধি না হইলে, তদ্দ্বারা সেই রোগের স্বভাব বিকৃড়ে যায়। ঔষধির বিষে, জীবন নষ্ট হওয়া অপেক্ষা, ঔষধির দ্বারা রোগের স্বভাব বিকৃড়ে যাওয়া, তত অশুভদায়ক নহে। স্থানে স্থানে এলোপ্যাথিক ঔষধির উল্লেখ আমরা করিব। রোগ চিনিতে পারিলে, ঐ সকল ঔষধিতে ফল পাওয়া যাইতে পারে।

চারি প্রকার চিকিৎসার উল্লেখ একসঙ্গে করিবার উদ্দেশ্য এই, এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে এলোপ্যাথিক ঔষধালয়-চিকিৎসক আছে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় বা চিকিৎসক নাই। এরূপ স্থলে, পীড়িত হইলে, উভয় প্রকার চিকিৎসা-শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে, সে পীড়ার সুচিকিৎসা হইতে পারে ; অথবা, একটি মতানুসারে চিকিৎসা করিয়া অকৃত-কার্য্য হইলে, আর এক মতানুসারে চিকিৎসা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, কোন কোন রোগীর, হয়, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উপর, না হয়, এলোপ্যাথিক চিকিৎসার উপর অশ্রদ্ধা থাকে। মনের বিশ্বাসের সঙ্গে, পীড়া-আরোগ্যের সম্বন্ধ আছে। তৃতীয় কারণ, ২।৩ প্রকার চিকিৎসা-শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ হয় এবং এক সঙ্গে তাহার আলোচনা করিলে, কোন্ কোন্ পীড়ায় কোন্ কোন্ মতে চিকিৎসায় সুফল ফলে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং ঔষধিরূপ অস্ত্র-প্রয়োগের সন্ধান অব্যর্থ হয়। চতুর্থ কারণ, এলোপ্যাথিক ডাক্তার-দিগের এলা রোগী, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা পাইয়া থাকেন, আবার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদিগের হাত হইতে, রোগী, এলোপ্যাথিক ডাক্তার-দিগের হাতে আইসে। এরূপ অবস্থায়, উভয় প্রকার শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে, অনেক কারণে, সে রোগীর চিকিৎসায় সুফল ফলিবার কথা। ফল কথা, যত অধিক জানা যায়, ততই ভাল। কোন শাস্ত্রের অপব্যবহারই দোষণীয়। পঞ্চম কারণ, পল্লীগ্রামের ডাক্তারদিগের চিকিৎসার সীমা, সংগৃহীত ১০।২০টি ঔষধিতে নির্দ্দিষ্ট। রোগ চিনিতে পারিলেও উপযুক্ত ঔষধির অভাবে সুচিকিৎসায় বাধা জন্মে। অনেকে রোগ চিনিতে না পারিয়া, আন্দাজে এটা

একবার, সেটা একবার, এইরূপে পুনঃ পুনঃ ঔষধি দিতে দিতে, শেষে একটায় খাটিয়া যায়। খাটিয়া যাইলে রোগী আরোগ্য হয়, নতুবা নিরুপায়। সেই জন্যই আমরা বলি, ২।৩ প্রকার চিকিৎসা-শাস্ত্রে কতকটা জ্ঞান থাকিলে, অবশ্যই সেই সেই চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ঔষধি সংগ্রহ থাকে; সে ক্ষেত্রে, এটায় ফল না হয়, সেটা; সেটায় না হয়, অন্য আর প্রকার মতাবলম্বনে চিকিৎসা করিতে পারে; অন্ততঃপক্ষে, চিকিৎসকের মনেও কতকটা জোর থাকে, এবং রোগীরও মনে ক্ষোভ থাকে না। চিকিৎসা যাহাই হউক, রোগী মনে করে, চিকিৎসার চরম হইয়াছে। এরূপ চিকিৎসা দোষণীয় হইলেও পল্লীগ্রামের অবস্থার অনুরোধে, উহার পোষকতা আমরা করিতেছি; কেন না, না থাকা অপেক্ষা, কানা মামাও ভাল।

ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথিক ঔষধির ডাইলিউসন বা ক্রম নিম্নোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়। ৬ আউন্স পরিশ্রুত বা পরিষ্কার জলে, একটি বটিকা, ৫০।৬০ বার নাড়িলে, প্রথম ডাইলিউসন বা ক্রম;—উক্ত প্রথম ক্রমের এক ড্রাম জল, ৬ আউন্স জলে মিশাইয়া নাড়িলে, দ্বিতীয় ডাইলিউসন বা ক্রম; উক্ত দ্বিতীয় ক্রমের ১ ড্রাম জল, ৬ আউন্স জলে মিশাইয়া নাড়িলে, তৃতীয় ক্রমের ঔষধি প্রস্তু হয়। ঔষধি মিশ্রিত জলের পূর্ণ মাত্রা ২ ড্রাম। শিশুর পক্ষে, তাহার তিন ভাগের একভাগ; ৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক বালকের পক্ষে, ১ ড্রাম। ঔষধি সেবনের সাধারণ নিয়ম, আধঘণ্টা অন্তর। আবশ্যক মতে ১০।১৫ মিনিট অন্তর বা ১।২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর, অথবা দিবা রাত্রের মধ্যে একবার সেবন করাণ যাইতে পারে। রোগী দুর্ব্বল বা রোগ প্রবল হইলে, উচ্চক্রমের ঔষধিতে শীঘ্র কার্য্য করে। শীঘ্র কোন প্রবল উপসর্গ নিবারণ করিতে হইলে, পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে এককালে ২০টি পর্য্যন্ত বটিকা দেওয়া যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন আর আর নিয়ম এবং আমাদিগের বক্তব্য বিষয়ের উল্লেখ স্থানান্তরে করা হইবে। ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক মতে, কলেরার চিকিৎসায় প্রতিষেধ চিকিৎসার্থে, S. G. ৫ বটিকা, দিবসে ২ বার।

কলেরার ভেদবমন আরম্ভ হইলে, প্রথমে S. এককালে ২০ বটিকা; তাহাতে বন্ধ না হইলে, ১০।১৫ মিনিট পরে, S. G. ১০ বটিকা। তাহাতে উপকার না দর্শিলে, আধ ঘণ্টা পরে, ২০ টি S. কিম্বা C 5।

ভেদবমন আরম্ভ হইলে, উদরে, ১০।১৫ মিনিট অন্তর ইলেক্ট্রোসিটির R. E. ও Y. E. পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ বিধেয়।

রস ও রক্তের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রক্তের ভাগ যাহাদিগের শরীরে অধিক, তাহাদিগের পক্ষে, ইলেক্ট্রোসিটির W. E. বা B. E. প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। F 2. এর মালিস মলাশয়ের উপর। ইলেক্ট্রোসিটির বাহ্য প্রয়োগের কথা আমরা এখানে বলিতেছি, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

পীড়া থামিয়া যাইলে, কয়েক দিন, S. C. প্রঃ ভাঃ অথবা রোগীর ধাতু অনুসারে, S 5, C 5, ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত ঔষধে ফল না ফলিলে, W. E. অথবা R. E. গরম জলে গুলিয়া সেই গরম জলের দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা,—পরিষ্কার টোয়ালে বা নেকড়ারদ্বারা গাত্র মাজিতে হইবে। গরম জল ভিন্ন ঠাণ্ডা জলের দ্বারা কখনই গাত্র মার্জ্জনা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; কেননা, তাহাতে গাত্র-তাপের হ্রাস হইতে পারে। রোগীর গাত্র-তাপ বজায় রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গরম জলেরদ্বারা গাত্র মাজিয়া দিয়া, তদ্দণ্ডেই রোগীর গাত্র বস্ত্রের দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে। ধোয়াইবার সময়, গাত্রে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে, এ জন্য ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। উষ্ণ লাগিয়া শরীর উত্তেজিত হইলে, তৎকালে ঠাণ্ডাবাতাস বা জল গাত্রে লাগিতে দিলে, শ্লেষ্মার সঞ্চার ও গাত্র তাপের হ্রাস হইতে পারে। কলেরা রোগীর ঔষধি মিশ্রিত জলে স্নান করাইবার ব্যবস্থা না করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ঔষধি রেক্‌টিফাইড স্পিরিটে মিশাইয়া, গরম নেকড়ার দ্বারা গাত্রে ঘষিয়া কিম্বা উদর মুড়িয়া, একখানি উক্ত স্পিরিট মিশ্রিত নেকড়ার পটি বসাইয়া দিলে, বিশেষ ফল পাওয়া যাইতে পারে। F 2. এর মালিসও উক্ত স্পিরিটে মিশাইয়া করিলে, অধিক উপকার দর্শে।

কলেরা রোগের এলোপ্যাথিক ঔষধি।

ভেদ বমন আরম্ভ হইবা মাত্র, পেটে মষ্টাড প্লষ্টার অর্থাৎ রাইসরিষার পলস্তারা বসাইয়া দিয়া, নিম্নস্থ ঔষধি।

পলব ক্রিটি কো কম্ ওপিয়ো, ১৫ গ্রেণ। বিস্মথ, ৫ গ্রেণ। একত্র

মিশাইয়া একটি পুরিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা একবার খাওয়াইবার ঔষধি,-পূর্ণ মাত্রা।

উপরোক্ত ঔষধি ধারক, অর্থাৎ ভেদ নিবারক। এখন দেখিতে হইবে, উক্ত ধারকে কলেরা ভেদ নিবারণ করিতে পারে কি না? যে ঔষধির কলেরা বিষ নাশ করিবার শক্তি নাই, তদ্দ্বারা বিষজনিত ভেদ বন্ধ হইতেই পারে না,—হইলেও তদ্দ্বারায় পীড়া নিরাময় হইতে পারে না। উক্ত ঔষধির ধারকতা শক্তি অধিক থাকা হেতু,ভেদ বন্ধ হইয়া, অন্য কোন প্রবল উপসর্গের আবির্ভাব হয়। ঝরণার জল কি ছিপি দিলে বন্ধ হয়? এই সকল কারণে, পূর্ব্বোক্ত ঔষধি, বিষজনিত কলেরার প্রকৃত ঔষধি নহে; বরং উহার দ্বারা সামান্য কলেরা, যাহা আহারাদির দোষে উৎপন্ন হয়, তাহাতে সুফল ফলিতে পারে। ধারক ঔষধিতে বিষজনিত কলেরার ভেদ নিবারণ করিতে পারে না।

উদরের উত্তেজনা নিবারণ জন্যই পেট যুড়িয়া রাইয়ের পলস্তারা দেওয়া হয়। একে কলেরার যন্ত্রণায় রোগী অস্থির, তাহার উপর পলস্তারার জ্বালা, এই উভয় প্রকার যন্ত্রণায় রোগীর জীবন-প্রদীপ ক্ষীণপ্রভ হইয়া আইসে; সুতরাং এবম্প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী কখনই প্রশংসনীয় নহে। এলোপ্যাথিক মতে, কলেরার বিকার (টাইফয়েড) এবং পতনাবস্থায় (ষ্টেজ অব কোলাপ্স) যে সকল ঔষধি দেওয়া হয়, তাহার উল্লেখ আমরা পশ্চাৎ করিব। পীড়ার স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ বিকৃত অবস্থাকে বিকার কহে। সকল প্রকার পীড়া হইতে বিকার ঘটিতে পারে। যে কোন পীড়াই হউক না কেন, তাহা বিকার প্রাপ্ত হইলে বা পতনাবস্থায় দাঁড়াইলে, তাহার চিকিৎসা একই রূপ অর্থাৎ কলেরাতে নাড়ী ছাড়িলে লক্ষণ বিশেষে যে সকল ঔষধি দিতে হয়, ম্যালেরিয়া জ্বরের পরিণামে, নাড়ী ছাড়িলেও সেই ঔষধি দিতে হয়। জ্বরে, মস্তিষ্ক-বিকার ঘটিলে, যে ঔষধি দিতে হয়, কলেরাতেও সেই ঔষধি দিতে হয়। সেই জন্য আমরা, ম্যালেরিয়া জ্বর বা কলেরা হইতে, যে বিকার বা পতনাবস্থা হয়, তাহার চিকিৎসা এক সঙ্গে লিখিলাম। প্রত্যেক পীড়ায়, পৃথক রূপে বিকারের চিকিৎসা লিখিয়া, পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজনীয়। গ্রন্থকর্ত্তা পথ-প্রদর্শক; সুতরাং সোজা পথ দর্শানই কর্ত্তব্য।

নাড়ীছাড়া, হিমাঙ্গ হওয়া, বেডসোর প্রকাশ পাওয়া, কর্ণিয়াক্ষত হওয়া, হিক্কা

হওয়া, ইত্যাদি উপসর্গ, সকল রোগেই প্রকাশ পাইতে পারে। এ সকল উপসর্গের মূল কারণও একই রূপ। হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া রহিত হইলে, নাড়ী ছাড়ে এবং হিমাঙ্গ হয়; রক্তের হ্রাস হইলে, বেডসোর প্রকাশ পায় ও কর্ণিয়া ক্ষত হয়; কোন প্রকার উত্তেজনাতে হিক্কা হয়। ধরিতেগেলে, এ সকলের মূল কারণ একই প্রকার; সুতরাং চিকিৎসা একই প্রকার কেন না হইবে?

পীড়ার প্রথমাবস্থা বাল্যকাল। দ্বিতীয় অবস্থা যৌবন কাল,—এ কাল, অতি ভীষণ; প্রবল উপসর্গ সকল, এই কালেই আবির্ভূত হয়। তৃতীয় অবস্থা প্রৌঢ় কাল,—এই কালেই বিকার প্রাপ্ত হয়; চতুর্থ বা শেষ অবস্থা,— যাহাকে পতন অবস্থা (ষ্টেজ অব কোলাপ্স) কহে; এই অবস্থায় নাড়ী ছাড়ে, অঙ্গ হিম হয়, রোগী নির্জীব হইয়া পড়ে, অবশেষে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। এ ছাড়া, আর দুইটি অবস্থা আছে, তাহার একটির নাম, আক্রমণাবস্থা অর্থাৎ যে সময় পীড়ার বীজ শরীরে রোপিত হয়। "রিএকসন" অর্থাৎ প্রতি-ক্রিয়ার কথা আমরা ইতি পূর্ব্বে বুঝাইয়া দিয়াছি। আরোগ্যের অনুকূল প্রতিক্রিয়া হইলে, রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে, নচেৎ শীঘ্র মারা যায়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যেমন শুভদায়ক প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে, তেমন অন্য কোন মতের চিকিৎসায় ঘটে না।

কলেরা রক্তের পীড়া অর্থাৎ রক্তের সহিত এ পীড়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। বিষ শরীরে প্রবেশিলে, রক্ত দূষিত হয়। দেহের সকল যন্ত্রের সহিত রক্তের সম্বন্ধ; সুতরাং সেই দূষিত রক্তের দ্বারা পাকযন্ত্র, মল-ভাণ্ড, ফুস্‌ফুসাদি সমস্ত যন্ত্র বিকৃড়ে যায়। উপসর্গ-দমন এবং রক্তের দোষ শোধন করাই কলেরার চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য।

নিদান-শাস্ত্রে, বিষজাত কলেরার চিকিৎসা আছে কি না আমরা জ্ঞাত নহি। এখনকার কবিরাজেরা, কলেরার ভেদ বন্ধ করিবার জন্য, আফিন ঘটিত ধারক ঔষধি দিয়া থাকেন। এ পীড়ায় ধারক ঔষধিতে বিষময় ফল ফলে। নিদান-শাস্ত্র, যৎকালে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন কলেরার বাড়াবাড়ি থাকিলে, নিদান শাস্ত্রকরেরা যে কলেরা-বিষ-নাশোপযুক্ত ঔষধি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, সে কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি

না। দোষ-গুণের বিচার করিয়া বলিতে হইলে, হোমিওপ্যাথিক ভিন্ন কলেরা-রোগে আর কোন মতের চিকিৎসায় সুন্দর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কলেরার প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায়, (যাহাকে ষ্টেজ অব ডিভেলোপমেণ্ট কহে)—হানিমানের মতানুসারে চিকিৎসা করিলে, যে সকল ঔষধিতে সুফল ফলে, তাহার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। আমরা ঐ সকল ঔষধি সর্ব্বদা ব্যবহার করি এবং তাহাতে ফল প্রাপ্ত হই। এ পর্য্যন্ত যে সকল ঔষধির নাম উল্লিখিত হইয়াছে এবং যে যে লক্ষণে সেই সকলের ব্যবহারের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তদ্ভিন্ন, হোমিওপ্যাথিক এরূপ অনেক ঔষধি, হয়ত আছে, যদ্দারা সেই সেই লক্ষণে সুফল ফলিতে পারে। আমাদিগের বক্তব্য এই, আমরা সে সকল ঔষধি কখন ব্যবহার করি নাই অর্থাৎ তাহা ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয় নাই। ভেদ-বমন দমনের পক্ষে, পূর্ব্বোক্ত ঔষধি সমূহ হীন বল নহে।

অনেকে বলেন, চাউল-ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ হইলে "রিসিনস" ব্যবহার্য্য।

মুষ্টিযোগ।

হাত বা পায়ের অঙ্গুলিতে খিল লাগিতে আরম্ভ হইলে বা হিমাঙ্গ হইলে তৈল-মিশ্রিত কর্পূরের মালিস ও আগুণের তাপ প্রদান।

ম্যালেরিয়া জ্বর বা কলেরা বিকারের চিকিৎসা।

চক্ষু লাল; জ্ঞানরহিত বা উন্মাদের ন্যায়; গোঁঙানি, কোঁথানি, লাফানি, কাঁপানি, চমকানি, বা নিস্তব্ধাবস্থায় পতিত থাকিলে কিম্বা প্রশারিত স্থির চক্ষে চাহিয়া থাকিলে অর্থাৎ মস্তিষ্ক বিকারের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে,—"বেলাডোনা"।

"বেলাডোনায়" উপকার না হইলে বা আংশিক উপকার হইলে, "হায়োসায়েমস" বা "ষ্টামোনিয়ম"।

অর্দ্ধ খোলা বা শিব-নেত্রে,—কিম্বা হা করিয়া নিদ্রা যাইলে বা অসাড়ে ভেদ হইলে,—মাছী মুখের ভিতর যাইলেও সাড় থাকে না ইত্যাদি লক্ষণে,—"ওপিয়ম"।

জ্ঞানের আধার মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কে বা মগজে রক্ত জমিলে, জ্ঞান-লোপ হয়। সঞ্চিত রক্ত দোষেই মস্তিষ্ক-বিকার ঘটে। মাথার মগজে রক্ত জমিবার মূল তাপ। ক্রোধ, চিন্তা, বিষ প্রভৃতির দ্বারা তাপ উদ্ভূত হইতে পারে। তাপের সমতা করাই মস্তিষ্ক-বিকার-চিকিৎসার উদ্দেশ্য। তাপের প্রতিকূল ঠাণ্ডা অর্থাৎ মাথায় শীতল জল বা বরফ দিলে, তাপের হ্রাস বা মাথা ঠাণ্ডা হয়। মস্তিষ্ক-বিকারে মাথা মুড়াইয়া ঠাণ্ডা জলের পটি বা বরফ ব্রহ্মরন্ধ্রে দেওয়া যাইতে পারে এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা সর্ব্বদা দিয়া থাকেন।

করপত্র অধিকক্ষণ জলে মগ্ন রাখিলে, ঠাণ্ডায় তথাকার রক্ত উষ্ণ স্থানাভি-মুখে সরিয়া যায়, সেই জন্য জলমগ্ন করপত্র রক্ত শূন্য হইয়া চুপসে যায়। ধারাল চাকুতে অঙ্গুলির চর্ম্ম কাটিলে, রক্ত ঝরা বন্ধ করিবার জন্য, ঠাণ্ডা জলে সেই ক্ষত অঙ্গুলি ডুবাইয়া রাখে। কেন রাখে? ঠাণ্ডার দ্বারা উষ্ণ স্থানাভি-মুখে রক্তের গতি ফিরাইবার জন্য। স্নানের সময় মাথায় জল দিয়া অনন্তর অধঃ দেহ জলমগ্ন করিবার উদ্দেশ্য এই, ঠাণ্ডা জল লাগিয়া, অধঃ শরীরের রক্ত ঊর্দ্ধদিকে অর্থাৎ মস্তিষ্কাভিমুখে সরিয়া না যায়। পথ চলার পর, ঠাণ্ডা না হইয়া, পদ-ধৌত না করিবার কারণও উহাই।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা, মস্তিষ্ক-বিকারগ্রস্থ রোগীর ঘাড়ে বা পায়ের ডিমে মষ্টার্ড প্লাষ্টার বা তেজাল টীং আয়োডীনের আরোক লাগাইয়া দিয়া সেই স্থান তাপিত করেন অর্থাৎ অধঃস্থান প্রদাহযুক্ত করিয়া, মাথার রক্ত নামাইয়া দেন। করে করে মর্দ্দন করিলে অর্থাৎ ঘসিলে, রক্ত জমিয়া লাল হয়; তাহার কারণ তাপ বা প্রদাহ; তাপে তন্নিকটস্থ রক্ত টানিয়া লয়।

বিলাতি তেজাল রাই সরিষার গুঁড়াকে "মষ্টার্ড" কহে। ২০ গ্রেন্ আয়ো-ডিনের সহিত ২০ গ্রেন্ আয়োডাইড্ অব পোটাসিয়ম্ ও ৪ ড্রাম রেক্টিফাইড স্পিরিট মিশ্রিত করিলে এক প্রকার তেজাল আরোক প্রস্তুত হয়। উভয় প্রকার পদার্থের প্রলেপ গাত্র-চর্ম্মে দিলে, ফোস্কা পড়ে এবং প্রদাহযুক্ত হয়। যকৃৎ অর্থাৎ লিবরের প্রদাহ ঘুচাইবার জন্য লিবরের উপর ব্লিষ্টার, (যাহাকে চলিত ভাষায় বেলেস্তারা বলে) দিয়া সেই স্থান প্রদাহযুক্ত করিতে হয়। সুস্থ শরীরে কোন ঔষধি খাইলে, দেহ-মধ্যে যে সকল যন্ত্রণা উপস্থিত হয়,

সেই সকল যন্ত্রনা-প্রদ পীড়াতে, সেই ঔষধি প্রদান করিলে, সে যন্ত্রনা নিবারিত হয়। কোন পীড়ার তুল্য ক্ষমতাবিশিষ্ট পদার্থের দ্বারা প্রতিযোগিতা স্থাপন করিতে পারিলে, সে পীড়া দমিত হয়। প্রতিযোগিতা-শক্তি যে পদার্থের আছে, তাহাই ঔষধি।

কোন পীড়ার একটি, কোন পীড়ার দুইটি, কোন কোন পীড়ার কতকগুলি কারণ থাকে। একটি ঔষধিতেও পীড়া আরোগ্য হইতে পারে।

কতকগুলি কারণ থাকিলে, একটি ঔষধির দ্বারা সে সমস্ত কারণ দূরীভূত হওয়া সম্ভব যোগ্য নহে; সেই জন্য অনেক স্থলে, পর্য্যায়ক্রমে বা একটি ঔষধির ফল দেখিয়া, অনন্তর আর একটি ঔষধির ব্যবস্থা করিতে হয়। কোন ঔষধিতে আংশিক উপকার হইলে, আর একটি ঔষধি প্রয়োগের আবশ্যক হইয়া পড়ে।

এরূপ অনেক পীড়া আছে, যাহা অত্যন্ত খল-স্বভাব। এ শ্রেণীর পীড়া, অতি ধীরে ধীরে রোগীকে আক্রমণ করে এবং তাহাদিগের বাহ্য দৃশ্য, তাদৃশ ভয়াবহ নহে; কিন্তু তাহাদিগের প্রাণ নাশিকা-শক্তি অত্যন্ত প্রবল। যে পীড়া শীঘ্র বাড়ে, তাহা শীঘ্রই আরোগ্য হয়। কেউটে সাপের বিষ, শীঘ্র শরীরময় ব্যাপ্ত হয় এবং শীঘ্র নামে অর্থাৎ রোগী শীঘ্র আরোগ্য হয়। কালাচ সাপের বিষ শীঘ্র নামিতে চায় না। যে ব্যক্তি দ্রুত চলে,সে দ্রুতগতিতে প্রত্যাগত হয়। পূর্ব্বোক্ত কারণে, অনেক পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয় না। আমরক্তকে অনেকে না বুঝিয়া সোজা জ্ঞান করে। আমাদিগের মতে, আমরক্ত, কলেরা অপেক্ষা ভয়াবহ। আমরক্তে শতকরা ৫০ জন বাঁচে কি না, সন্দেহ। হোমিও-প্যাথিক মতে চিকিৎসা হইলে, কলেরায় শতকরা ১০ জনও মরে না।

মস্তিষ্ক-বিকারে, মাথায় নিশেদল বা গোলাপজল দেওয়া যাইতে পারে। ইংরাজিতে নিশেদলকে (মিয়ুরিয়েট অব য়্যামোনিয়া) কহে।

মস্তিষ্ক-বিকারে, এলোপ্যাথিক মতে, নিম্নোক্ত ঔষধি দিতে হয়।

“ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম” ... ... ১৫ গ্রেন্।

“টীং বেলাডোনা” ... ... ১০ মিনিম।

এই ঔষধি পূর্ণ এক মাত্রা অর্থাৎ পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিগণের একবার খাইবার ঔষধি।

ঔষধির মাত্রার নিয়ম।

হোমিওপ্যাথিক মতে, ষোল বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণের পক্ষে, পূর্ণ মাত্রা, এক ফোঁটা। ১০ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক বালকের পক্ষে, অর্দ্ধ মাত্রা,—আধ ফোঁটা। শিশুর পক্ষে, এক ফোঁটার ৩ ভাগের ১ ভাগ। রোগ-রোগীর অবস্থানুসারে, মাত্রারও কম-বেশ করা যাইতে পারে।

এলোপ্যাথিক মতে, পূর্ণ মাত্রার ৩ ভাগের ১ ভাগ, শিশুর পক্ষে; তদ্-ঊর্দ্ধ বয়স্ক বালকের পক্ষে, অর্দ্ধ মাত্রা; যুবার পক্ষে, পূর্ণ মাত্রা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধির, বড়ী ও গুঁড়া অপেক্ষা, আরোকে শীঘ্র কার্য্য করে। তরুণ পীড়ায় আরোকই ব্যবহার্য্য।

নাড়ী সম্পূর্ণরূপে ছাড়িলে বা ছাড়িবার পূর্ব্বলক্ষণ ঘটিলে অর্থাৎ পতনাবস্থায়, এলোপ্যাথিক মতে, নিম্নোক্ত উত্তেজক (ষ্টিমুলেণ্ট) ঔষধি ব্যবস্থেয়।

"য়্যারোম্যাটিক স্পিরিট অব য়্যামোনিয়া" ... ... ৪ ড্রাম।
"ক্লোরিক ঈথর" ... ... ৪ „
"ব্রাণ্ডি" ১ নম্বর ... ... ১ আউন্স।
"টীং সিঙ্কোনি কো" ... ... ৬ ড্রাম।
"সিরপ অব জিঞ্জর" ... ... ১২ „

পরিশ্রুত জল ৬ আউন্সসহ একত্রে মিশাইলে, পূর্ণ ১২ মাত্রা হইবে,—২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

গাত্র-তাপ কমাইবার উৎকৃষ্ট ঔষধি "একোনাইট"। জ্বর থাকিলে, "একোনাইট"।

কলেরা হইতে বিকার হইলে, "রসটক্স" "আর্সেনিক" "ব্রায়োনিয়া" ইত্যাদি। বায়ুনল বা ফুস্‌ফুস্ প্রদাহযুক্ত হইলে, "একোনাইট" "ব্রায়োনিয়া" "ফস্ফরস" ইত্যাদি।

হিক্কা,—প্রবল যন্ত্রনায় রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়, এরূপ লক্ষণে, "বেলাডোনা"।

অধিক শব্দের সহিত হিক্কাতে,—"সাইকিউটা"।

হিক্কা কৃমির উত্তেজনাতে হইলে, "সিনা"।

"নক্সভমিকা" হিক্কার একটি ভাল ঔষধি। এতদ্ভিন্ন, লক্ষণ বিশেষে, "হায়োসায়েমাস" "ইগ্নেসিয়া" "একোনাইট" "পলসটিলা" ইত্যাদি ঔষধি দেওয়া যাইতে পারে। হিক্কা অতি কষ্টদায়ক উপসর্গ; শীঘ্র দমন কর্ত্তব্য।

এলোপ্যাথিক মতে, "সলফিউরিক ঈথর" হিক্কা থামাইবার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধি। এতদ্ভিন্ন নিম্নোক্ত ঔষধিও দেওয়া যাইতে পারে। টিং বেলাডোনা ও ব্যালিরিয়্যানেট অব জিঙ্ক।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসার সহচর হিক্কা; এ উপসর্গ প্রায়ই ঘটে। উগ্র ঔষধির উদ্দীপনাতে হিক্কা উপসর্গের আবির্ভাব হয়। ঔষধি বা কোন কারণ বশতঃ যকৃত, মলাশয় প্রভৃতি যন্ত্রের উদ্দীপনাতে হিক্কার উৎপত্তি হইতে পারে। উদ্দীপনার ইংরেজি "ইরিটেসন"।

নিদানের মতানুসারে হিক্কা থামাইবার মুষ্টিযোগ।

১। নাসাপথে গোলমরীচের ধূম গ্রহণ।

২। আনারসের পাতার রস, অর্দ্ধ ছটাক, পূর্ণ এক মাত্রা।

৩। কুলের বিচির মজ্জা, মধুসহ জিহ্বায় অবলেহন।

৪। মুড়ীর জল পান।

রোগীর মনে, কোন প্রকার ভয়ের উদ্রেক হইলে, সহজ হিক্কা থামিয়া যাইতে পারে।

ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক মতে হিক্কার চিকিৎসা।

প্রবল হিক্কায় S. অথবা C 5, দ্বিতীয় ডাঃ। উদরে R. E. প্রয়োগ। পাকযন্ত্রের উপর W. E. ঔষধি মিশ্রিত জলপটী।

হোমিওপ্যাথিক মতে "ইউরিমিয়ার" চিকিৎসা।

প্রস্রাব রুদ্ধ হইলে, "ইউরিমিয়া" বা এক প্রকার প্রস্রাবের বিষ রক্তের সহিত মিশিয়া রক্ত দূষিত বা বিষাক্ত করে এবং তজ্জন্য, চক্ষু আরক্তিম; ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, অথচ বেগ দিলে, মূত্র নির্গত না হওয়া; তলপেটে ভার বোধ; কোমরে বেদনা; চৈতন্য রহিত বা খেঁচুনি বর্ত্তমানে,—ক্যান্থারিস্; তাহাতে ফল না হইলে, টিরিবিস্থিনা।

কলেরার আরোগ্যদায়ক প্রতিক্রিয়া না হইলে, "ইউরিমিয়া উপসর্গ দেখা দেয়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্বাভাবিক ক্রিয়ার কোনটিতে বাধা পড়িলে, তাহাই পীড়া এবং সেই পীড়া দমিত না হইলে, অবিলম্বে মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়।

প্রস্রাব বন্ধ হইলে, ইলেক্ট্রোহোমিওপ্যাথিক মতের চিকিৎসা।—A 2, দ্বিঃ ডাঃ কিম্বা C 5, এর একটি বটিকা। টেক্‌না অর্থাৎ ত্রিকাস্থির উপর B. E। L. মিশ্রিত জলের দ্বারা গাত্র মুছাইয়া দিতে হয়।

প্রস্রাব করাইবার মুষ্টিযোগ।

১। জলে পদতল মগ্ন।

২। জলের কলসীর তলস্থিত কাদার দ্বারা তলপেট লেপিত করা।

৩। শীতল জল বা বরফপূর্ণ বাটী তলপেটে সংস্থাপন।

৪। কচি লাউয়ের ঠোঙার মধ্যে পুরুষ লিঙ্গ স্থাপন।

শয্যাক্ষত (বেডসোর), প্রকাশ পাইলে, হোমিওপ্যাথিক মতে, "চায়না" "আর্সেনিক" "নাইট্রিক য়্যাসিড" "ল্যাকেসিস্" কার্ব্বো ইত্যাদি। কণিয়া-ক্ষত হইলে, উপরোক্ত ঔষধি ব্যবস্থেয়।

বাহ্য প্রয়োগের ঔষধি।

১। "বলসমপেরু" ও রেড়ীর তৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ক্ষত-স্থানে তুলাসহ প্রদান।

২। মসিনার খইলের বা কয়লার গুঁড়ার পুল্‌টিস।

৩। ক্যালেণ্ডুলা বা কার্ব্বোলিক য়্যাসিডের লোসন।

বেডসোর প্রকাশ পাইলে, ব্রাণ্ডির সঙ্গে মাংসের কাথ ও দুগ্ধ ইত্যাদি বলকর পথ্য প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য। এস্থলে, বলকর পথ্যই প্রধান ঔষধি।

কলেরা রোগীর মৃত দেহ, মল, মূত্রাদি মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত না করিয়া অগ্নিরদ্বারা প্রজ্বলিত করিলে, তদস্থিত বিষ অগ্নির তাপে বাষ্পসহ মানবের অগম্য ঊর্দ্ধ প্রদেশে প্রেরিত হইতে পারে। গোর বা কবর দিলে, তাপ ও বায়ু আদির সাহায্যে, মৃত দেহ পচিয়া, তদস্থিত বিষ অধিকতর তেজাল হয় এবং মাছী, বায়ু, শিয়াল, কুকুরাদির দ্বারা সেই বিষ পল্লীমধ্যে বিস্তৃত

হয়। এতদ্ভিন্ন সেই গোর, মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের শোক-উদ্দীপনের হেতু হইয়া, তাহাদিগের দৃষ্টি-পথে অবস্থিতি করে। পূর্ব্বোক্ত কারণে, শবদাহ-প্রথা প্রশংসনীয়।

কলেরা-বিষ শরীরে প্রবেশিলে এবং রোগী তাহা বুঝিতে পারিলে অর্থাৎ আক্রমণাবস্থায়, লবণ ও কর্পূর মিশ্রিত উষ্ণ জলের ভাব গ্রহণ করিয়া (ভাবরা লইয়া) শরীর ঘামাইলে, শরীরস্থ বিষ সেই ঘর্ম্মসহ নিঃসৃত হইতে পারে। ভাবরা লইলে শরীর তাপিত অর্থাৎ রক্ত উত্তেজিত হয়; সে সময় ঠাণ্ডা লাগিলে সর্দ্দি জন্মিতে পারে; সেই জন্য তাহার পর শীতল জলে স্নান করা বা শীতল বায়ু গাত্রে লাগিতে দেওয়া বিধেয় নহে। অনেকস্থলে, পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে, ঘর্ম্ম অতি হিতকর। শোথ হইলে বা সর্পে দংশিলে, রোগীর শরীর ঘামাইতে পারিলে, উপকার হইতে পারে।

মলাশয়, পাকযন্ত্র, ডিম্বকোষ, মূত্র-গ্রন্থি, মূত্র-নালী, যকৃত, মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস ইত্যাদি যন্ত্রের উদ্দীপনাতে ভেদ, বমন ও হিক্কা হইতে পারে। সেই উদ্দীপনার মূল, দূষিত রক্ত, খাদ্য ও কৃমি ইত্যাদি। মূল কারণ না বুঝিয়া ঔষধি দিলে, কোন ফলই হয় না।

আসল কলেরার সঙ্গে সিম্পেল কলেরার যে প্রভেদ আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

২। আসল কলেরায়, আক্রমণাবস্থায় বাহ্যে তরল হয় অর্থাৎ অগ্রে উদরাময় পীড়া প্রকাশ পায়, অনন্তর জলবৎ ভেদ ও বমন আরম্ভ হয়। সিম্পেল কলেরায়, প্রথমে পেটের অসুখ বর্ত্তমান থাকে না, হটাৎ ভেদ আরম্ভ হয় এবং মলে পিত্তের ভাগ থাকে।

২। আসল কলেরায়, রোগী ২।১ বার ভেদ ও বমনেই নেতিয়ে পড়ে; সিম্পেল কলেরায়, অনেকবার ভেদ-বমন হইলেও রোগী সবল থাকে।

৩। সিম্পেল কলেরা অপেক্ষা আসল কলেরায় গাত্র-তাপ শীঘ্র নষ্ট হয়।

৪। প্রকৃত কলেরায়, হস্ত ও পদাঙ্গুলিতে খিল ধরে; সিম্পেল কলেরায়, সচরাচর পেটে খিল ধরে।

৫। আসল কলেরায়, রোগীর চর্ম্ম নীল বর্ণে পরিণত হয়।

কলেরায় কর্ণমূলে ফোড়া হইলে, তাহা বসাইবার জন্য, "বেলাডোনা"

"রসটক্স" "মারকিউরস সলিউবিলি" এবং পাকাইবার জন্য, "হিপারসলফার" ব্যবহার্য্য।

সিম্পেল কলেরায়, ঘৃত বা তেলেভাজা পিটে, চর্ব্বিযুক্ত মাছ মাংস বা কাঁচা ফলাদি অর্থাৎ কোন প্রকার গুরুপাক খাদ্য খাইয়া ভেদ-বমন আরম্ভ হইলে, "পলসেটিলা" "নক্সভমিকা" "চায়না" এবং "আর্সেনিক" ইত্যাদি ঔষধি লক্ষণ বিশেষে ব্যবহার্য্য।

ভেদ-বমন, স্বয়ং মুল রোগ অথবা কোন মূল রোগের সহচররূপে, নানা কারণে প্রকাশ পাইতে পারে; কিন্তু তাহাদিগের চিকিৎসা প্রায় সকল স্থলেই এক প্রকার। বিষ হইতে কলেরায় যে ভেদ-বমন হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইল। অন্য যে সকল কারণে, ভেদ-বমন হয়, তাহার উল্লেখ ও তাহার চিকিৎসা পৃথক রূপে দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত হইবে। ভেদবমনের চিকিৎসায়, যে সকল ঔষধি ব্যবহৃত হয়, তাহা কলেরার ভেদবমন নিবারণার্থে প্রদত্ত হয়। কলেরা-বিষ নাশোপযুক্ত ঔষধি ব্যতীত, কেবল ভেদবমন দমনার্থে, ঔষধি প্রদান করিলে, তাহাতে কলেরা-রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে পারে না, একথা, পাঠককে মনে রাখিয়া কলেরা রোগীর চিকিৎসা করিতে হইবে।

ভেদ, বমন, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি প্রভৃতি, কখন মূল রোগ এবং কখন কোন এক মুল রোগের উপসর্গ হয়। মূলরোগ হইলে, যে সকল ঔষধি দিতে হয়, উপসর্গেরও সেই ঔষধি। চিকিৎসায় তাদৃশ প্রভেদ নাই বলিয়া, ভেদ, বমন, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া এবং প্লুরিসি প্রভৃতির চিকিৎসা দ্বিতীয় খণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইবে। প্রথম খণ্ডের ভুল, দ্বিতীয় খণ্ডে সংশোধিত হইবে।

কলেরা রোগীর পথ্য, লঘুপাক, অথচ বলকর হওয়া উচিৎ। মাছ বা মাংসের ক্বাথ অথবা চূণের জলমিশ্রিত দুগ্ধ। দুগ্ধ ভেদক, সেই জন্য ভেদ-বমনের সময়, রোগীর বল রক্ষার প্রয়োজন হইলে, কেবল জলের দ্বারা ফুটাইয়া বার্লি প্রদান কর্ত্তব্য। মৎস্য, সিঙি কিম্বা মাগুর। কচি ছাগ মাংসের ক্বাথ, ধারক ঔষধির মধ্যে গণ্য। অবস্থানুসারে ঈষৎ মিষ্ট সরবোত অর্থাৎ পানীয় খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। চর্ব্ব্য খাদ্য,নিতান্ত কুপথ্য। মাংসের

ক্বাথের সঙ্গে ১নং ব্রাণ্ডি ১০।২০ ফোঁটা দেওয়া যাইতে পারে। ঔষধি অপেক্ষা সুপথ্যের শক্তি অধিক, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বাস-ঘর, উঠান, বিছানা পরিচ্ছদ সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কর্ত্তব্য,—বিশেষতঃ কলেরার মড়ক আরম্ভ হইলে। সন্ধ্যার সময় গৃহ-মধ্যে গন্ধক ও ধুনা প্রজ্জলিত করা কর্ত্তব্য।

দূষিত বা উষ্ণ জল, কলেরা-পীড়ার উত্তেজনা মূলক পদার্থ মধ্যে গণ্য। একে উষ্ণ জল ভেদক, তাহাতে তাহার সহিত দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে, তদ্দ্বারা পীড়া শীঘ্র প্রকাশ পায়। মড়কের সময়, পূর্ব্বোক্ত ফিল্টার-শোধিত জল পান বিধেয়।

সূর্য্য-তাপের প্রভাবেও ঐ পীড়া শীঘ্র প্রকাশ পায়। মড়কের সময়, সূর্য্যতাপে দেহ তাপিত করা অকর্ত্তব্য ; ঠাণ্ডার ন্যায় তাপের সঙ্গেও কলেরা-বিষের সম্বন্ধ আছে। তাপিত শরীরে ঠাণ্ডা লাগিলে, রোগ বিকাশ পাইতে বিলম্ব হয় না।

কলেরা কলির পীড়া; কোন নৈসর্গিক কারণে,যেন দিন দিন ঐ পীড়ার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। আজকাল, জ্বরবিকারের ন্যায় প্রত্যেক পল্লীতে, প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে বর্ষে বর্ষে কলেরা আবির্ভূত হয়। কলেরা এরূপ ভয়াবহ, নাম শুনিলেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। ইহার দ্বারা এই প্রতীয়মান হয় যে কলেরা-রোগীর মন ভয়ে একান্ত ব্যাকুল হয়। ভয়ের সঙ্গে অবসন্নতার অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ, আবার অবসন্নতার সঙ্গে জীবনী-শক্তির সম্বন্ধ। কলেরা রোগীকে সাহস প্রদান সর্ব্বক্ষণ কর্ত্তব্য। ধরিতেগেলে, পথ্য অপেক্ষাও সাহসের বল-রক্ষার শক্তি অধিক। বল বজায় থাকিলে, যে কোন পীড়াই হউকনা কেন, হটাৎ জিনিয়া বসিতে ও রোগীর জীবন নষ্ট করিতে পারে না।

ভেদ-বমন বন্ধ হইলেই রোগীকে নিরাপদ মনে করিলে, এবং যত্নের ত্রুটী হইলে, "বেডসোর," কর্ণিরা ক্ষত, বিকার ইত্যাদি অতি অহিতকর উপসর্গ সকল প্রকাশ পাইতে পারে। এ সকল উপসর্গ মূল রোগ অপেক্ষা হীনবল নহে। এ অবস্থায় "চায়না" বা একের ক্রম "কুইনাইন" প্রদান বিধেয়। কুইনাইনও কলেরায় একটি উৎকৃষ্ট ঔষধি। কিন্তু ভেদবমন নিবারক নহে ; বরং ভেদ বমন বর্দ্ধক। কটুতার জন্য বমন বৃদ্ধি পায় এবং

স্বাভাবিক ভেদকতা শক্তি কুইনাইনে বর্ত্তমান। হার্টের ক্রিয়া বজায় রাখিতে, কলেরা-বিষ-তেজঃ ও জ্বরের কোপ খর্ব্ব করিতে, কুইনাইন প্রদান করা যাইতে পারে। হার্টের ক্রিয়ার তেজঃ বজায় থাকায় অর্থই রক্ত-তেজঃ বজায় থাকে অর্থাৎ রোগীর বল রক্ষা হয়। অল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে, কুইনাইন বলকর ঔষধি।

আমাদিগের দেহ সছিদ্র, সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাক তৈলাদি কোন স্নেহ বা জলীয় পদার্থ, গাত্রে মর্দ্দন করিলে, লোম-কূপ-পথে শরীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহা রক্তের সহিত যোগ হয়। রক্তের সহিত যোগ হইলে, তাহার ক্রিয়া অবশ্যই হইবে। কোন পদার্থ উদরস্থ করিলে, তাহার ক্রিয়া শীঘ্র এবং "এক্সটারনেল" অর্থাৎ বাহ্য-প্রয়োগের ঔষধির ক্রিয়া বিলম্বে সাধিত হয়। "ইন্‌টারনেল" খাইবার, আর "এক্সটার-নেল" বাহিরে দিবার ঔষধিতে এই মাত্র প্রভেদ আছে।

যে কোন মতের ঔষধি হউক না কেন, তাহার প্রস্তুত প্রণালীর প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু গুণের প্রভেদ নাই। তরল বিষপানেও বিষ-ক্রিয়া হয়, আবার সেই বিষকে কোন কঠিন পদার্থসহ চিবিয়া খাইলেও বিষ-ক্রিয়া হয়। প্রস্তুত প্রণালীর গুণে বা অন্য পদার্থ-যোগে, সেই বিষ অধিকতর তেজাল হইতে পারে, অথবা মাত্রার আধিক্যতা-প্রযুক্ত তাহার ক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশ পাইতে পারে। যাহা আমরা উদরস্থ করি, তাহার সহিত রক্তের সম্বন্ধ; আবার সেই রক্তের সঙ্গে দেহস্থ সমস্ত যন্ত্রের সম্বন্ধ নিবদ্ধ। এ অবস্থায় কোন পদার্থ রক্তের সহিত যোগ হইলে, তাহার ক্রিয়া কেন না হইবে? প্রবল উপসর্গযুক্ত পীড়া শীঘ্র দমন করিবার আবশ্যক; সেই জন্য বিলম্বে ফলপ্রদ ঔষধির ব্যবহার বিধেয় নহে।

মানবের কথায় যেমন এমন একটি স্বাভাবিক শক্তি আছে, যদ্দারা ক্রোধিত ব্যক্তির কোপের সমতা বা বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ যাবতীয় পদার্থগত এমন একটি স্বাভাবিক শক্তি আছে, যদ্দারা পীড়া দমিত বা বর্দ্ধিত হয়। অসারাংশ পরিত্যাগে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধি, কেবল সারাংশ অর্থাৎ সেই শক্তিকেই গ্রহণ করে। দুগ্ধের সারভাগ ঘৃত। দুগ্ধে ঘৃত-ভাগ, অপেক্ষাকৃত অল্পই থাকে। ধর, এক ফোঁটা ঘৃত ১৬ ফোঁটা দুগ্ধের সমান অর্থাৎ ১৬ ফোঁটা

হইতে অসারাংশ বাদে ১ ফোঁটা প্রাপ্ত হইলে, সেই ১ ফোঁটা ঘির শক্তি অধিক? কি ১৫ ফোঁটা দুগ্ধের শক্তি অধিক? সারময় পদার্থে যত পরমাণু থাকে, ততটা অসারময় একটী দীর্ঘায়ত পদার্থে থাকে না। পরমাণু দৃষ্টির অগোচর এবং তাহা যে কিরূপ ক্ষুদ্র এবং আকৃতিবিশিষ্ট,তাহা বর্ণনাতীত। এক বিন্দু রক্তে যে কত সূক্ষ্ম রক্তের অণু থাকে, তাহা অসংখ্য। একসের জলে, ১ ফোঁটা ঔষধি মিশ্রিত করিলে, সে জল কি ঔষধিযুক্ত নহে? এবং সেই ঔষধি মিশ্রিত জল পান করিলে কি সে ঔষধির ক্রিয়া হয় না? তাহা স্বীকার না করিলে, এক বিন্দু বিষেরও ক্রিয়া হয় না। অল্প মাত্রার জন্য, হোমিওপ্যাথিক ঔষধির উপর যাঁহাদের অশ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর করণার্থেই আমরা এ সম্বন্ধে এত কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

পাঠক! চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় কথার সীমা নাই, সুতরাং এতাদৃশ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে সকল কথার মীমাংসা কিরূপে হইতে পারে? আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল কথা বলিয়াছি, তদ্দারাই প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিলাম।

বৃহস্পতিরও যখন ভুল হয়, তখন আমাদের এই প্রথম খণ্ড যে সম্পূর্ণ নির্ভুল, তাহা হইতে পারে না। অনেক স্থলে, আমাদিগের জানিত ও অজানিত অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। সেই সকল ভুল, দ্বিতীয় খণ্ডে সংশোধন করিতে ত্রুটী করা হইবে না। গুণগ্রাহী ব্যক্তি, দোষ পরিত্যাগে, গুণকে গ্রহণ করেন। নিন্দুকেরা, গুণকে ঢাকিয়া রাখিয়া, দোষের সমালোচনা করেন অর্থাৎ তিলকে তালের আকারে পরিণত করেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী।

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

ধনার্থে কি স্বাস্থ্যে সুখ? ২

অর্থ যে অনর্থের মূল তাহার প্রমাণ ২

যেরূপে ধনার্থ অর্জ্জন বিধেয় ৩

জীবের সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংশ ও পীড়া পঞ্চভূতের দ্বারা হয় এবং পঞ্চভূতই পীড়া আরোগ্যের মূল ৩

পরমাণু অক্ষয় এবং তাহার দ্বারা যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি ... ৩

নির্জীবের ন্যায় সজীবেরা দীর্ঘ কাল স্থায়ী না হইবার কারণ ... ৩

কোন্ শ্রেণীর লোক স্বভাব সেবক ও দীর্ঘ জীবী? ৪

বেদব্যাস অমর হইলে আমরা হইনা কেন? ৪

স্বভাব পালনই প্রকৃত স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন ... ৪

নিয়ম-ভঙ্গতার দোষ ৪

শিক্ষা-অভ্যাসের উপযুক্ত কালই শৈশব কাল ৫

কোন্ শ্রেণীর লোক শীঘ্র মরে ৫

কৃষকের কর্ম্ম আমরা করিতে অক্ষম কেন ৫

শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের সাধ্য কেন? এবং সাধনার ফল ও উদ্দেশ্য কি? ... ৫

পুতুল পূজায় দোষ কি? ৫

শাস্ত্র, হিন্দুসমাজ-শাসন আইন ৬

মাংস-ভক্ষণ অস্বাভাবিক ৬

শ্বেত বর্ণ খাদ্য সারময় ৬

পীড়ার মূল কুখাদ্য আর কুকর্ম্ম ৬

পীড়া, উপসর্গ ও চিকিৎসক কাহাকে বলে ৬

পীড়ার দূর আর নিকট কারণ ৭

বিষয়। পৃষ্ঠা।

স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা পীড়া বিনা ঔষধিতে আরোগ্য হইতে পারে তাহার প্রমাণ ৭

পীড়ার রূপ না হইলে, অনুমানে ঔষধি দিলে রোগের স্বভাব বিকৃড়ে দাঁড়ায় এবং ঔষধি গুণে বিষতুল্য... ... ৮

আরোগ্যের শক্তি থাকিলে, এক বিন্দু ঔষধিতে ফল ফলে এবং সে ফলের প্রতীক্ষা করা উচিত ৮

রোগনির্ণয় যেরূপে করিতে হয় ৯

কোন্ স্থানে চিকিৎসকের সাবধান হইতে হয় ৯

বয়ঃ বৃদ্ধির সঙ্গে পীড়ার রূপ প্রকাশ পায় ৯

সহজ পীড়া, কুচিকিৎসায় খল-স্বভাব প্রাপ্ত হয় ৯

নূতন অপেক্ষা পুরাতন পীড়া খল-স্বভাব এবং তাহার জীবন নাশ করিবার শক্তি অধিক ... ... ৯—১০

চিকিৎসা-সাধ্য পীড়ারই চিকিৎসা হয় ১০

এলোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক,—এ দুয়ের মধ্যে কোনটিতে রোগ শীঘ্র আরোগ্য হয় এবং পীড়ার জড় না উঠিলে, তাহা পুনর্ব্বার প্রকাশ পায় ১১

বলের দ্বারা শাসন করিলে, তাহার পরিণাম ফল... ... ১২

স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বাধা দিলে, যে ফল হয় ১২

উত্তেজনার পর অবসাদ এবং তাহাদিগের লক্ষণ... ... ১২

পোষাকের দ্বারা শরীর অকর্ম্মণ্য হয় ১৩

কষা পোষাক পার্শ্ব-বৃদ্ধির বাধা ১৩

পাকড়ী ও টুপীর ব্যবহারে ফল ১৩

মাথায় টাক পড়ার কারণ ১৪

শাদা সূতী পোষাকই বঙ্গবাসীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর... ... ১৪

স্নানের জল এবং তাহার ফল ১৪

জল সন্তরণের ফল... ... ... ১৫

তৈল ও সাবান মর্দ্দনের ফল ১৫

বিষয়। পৃষ্ঠা।

ঘর্ম্ম দূষিত পদার্থ ও তাহার ক্রিয়া ১৫
আহারের সময়ের নিয়ম ১৫
চন্দ্র-সূর্য্য-সাগরের সহিত মানব-দেহের যে সম্বন্ধ... ... ১৬
জল-বায়ু-তাপ-মৃত্তিকাদির গুণে, পদার্থের রূপ গুণের প্রভেদ ঘটে ১৭
বিলাতী সকল ঔষধিতে সুফল না ফলিবার কারণ ... ১৭
ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক ও প্যাটেন্ট ঔষধির গুণের বিচার ... ১৮
আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসার দুর্দ্দশা ও কালের ধর্ম্ম ১৮
যেরূপে বংশ-তেজঃ খর্ব্ব হয় এবং বংশ তেজ বর্দ্ধনের উপায় ১৯
বিবাহ-প্রথায়, অমৃতে গরল ১৯-২০
শ্রমের ফল ২০-২১
রস ও রক্ত কাহাকে বলে ২২-২৩
রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া যেরূপে এবং যে যে যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয় এবং সেই সেই যন্ত্রের নাম ও তাহাদিগের ক্রিয়া ইত্যাদি ... ২৩-২৫
যে যে পদার্থে ও যেরূপে দেহ গঠিত ২৫
নাড়ীতে রক্তের গতি যেরূপে হয় ২৫
বায়ুতে যে যে পদার্থ থাকে ২৫
যেরূপে কার্ব্বণিক য়্যাসিড ও অক্সিজনের উৎপত্তি হয় এবং তাহাদিগের গুণ ২৫-২৭
তাপের সঙ্গে নাড়ীর গতির যে সম্বন্ধ ২৭
দৌড়িলে নাড়ীর গতি যে জন্য বাড়ে ২৭
শীতকালে প্রাণী, তরু ইত্যাদি না বাড়িবার কারণ ... ২৭
যে দেশবাসীর পক্ষে মদ ও মাংস স্বাস্থ্যকর ২৮
জলজনিত পীড়ায় তাপ হয় কেন ? ২৮
শরীর, রসে পরিপূর্ণ থাকিলেও তৃষ্ণা পায় কেন ? ... ২৮-২৯
রসের ক্ষয়ের কারণই রসজনিত জ্বরে তাপ হইতে ঘর্ম্ম হয় ... ২৯
আরোগ্যের জন্যই উপসর্গ প্রকাশ পায় ২৯

বিষয়। | পৃষ্ঠা।

উপসর্গে রোগীকে শীঘ্র কাহিল করে বলিয়া চিকিৎসার প্রয়োজন ও রোগী মরে... ... ... ২৯
তাপের শক্তির পরিচয় এবং তাহা হইতে যে সকল অদ্ভুত ক্রিয়া হয় ২৯-৩০
বাষ্প ও বায়ুর রূপ-গুণের পরিচয়... ... ... ৩১-৩৪
সর্দ্দি সম্বন্ধীয় পীড়ার অনুকূল ঠাণ্ডা এবং তাপ প্রতিকূল ... ৩৪
পথ্যের শক্তি ৩৪
জোলাপ লঙ্ঘনের দোষ ৩৪
সুরার দোষ ও গুণ... ... ... ৩৫
কুইনাইনের গুণ ৩৬
তাপমান যন্ত্র (থার্ম্মোমেটর) ৩৬
নাড়ীর লক্ষণ ৩৬-৩৭
যে যে কারণে নাড়ীর গতির ইতর বিশেষ ঘটে ৩৭
হোমিওপ্যাথিক ঔষধি এ দেশে প্রস্তুত হইতে পারে ... ৩৭-৩৮
কলেরা-বিষোৎপত্তি ৩৮
কলেরা ও ম্যালেরিয়া বিষ এক জাতীয় ৩৮
যে স্থানে ও যে কারণে কলেরা ও ম্যালেরিয়া বিষ জন্মে ... ৩৯
বর্ষাকালে কলেরা ও ম্যালেরিয়া জ্বর না হইবার কারণ ... ৩৯
প্রতিষেধক-চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কথা ৪০
পল্লীগ্রামের কথা ৪০
বায়ু ও মাছীর দ্বারা কলেরা-বিষ বিস্তার হয় ৪১
ময়রাখানা ছোঁয়াটে রোগের আকর ৪১
নীচান্ন ভোজনে নীচত্ব লাভ ৪১
২।১টী রোগী আরোগ্য হইলে মড়ক থামে কেন ? ... ৪২
আগুণের দ্বারা দূষিত বায়ু শোধনোপায় ৪৩
ভয়জনিত কলেরার চিকিৎসা ৪৪
কলেরার মড়ক হইলে, যে সকল নিয়ম পালন করিতে হয় এবং হোমিওপ্যাথিক মতে কলেরার চিকিৎসা... ... ৪৩-৪৮

বিষয়। পৃষ্ঠা।

চারিপ্রকার চিকিৎসার উল্লেখ করিবার কারণ প্রদর্শন ... ৫০-৫১
ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ডাইলিউসন ও মাত্রা ... ৫১
ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক মতে কলেরার প্রতিষেধ চিকিৎসা ও ভেদ বমন আরম্ভ হইলে তাহার চিকিৎসা ৫১-৫২
কলেরা রোগের এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ও তাহার দোষ গুণের সমালোচনা... ... ... ৫২-৫৩
কলেরা চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য কি ? ৫৪
কলেরা চিকিৎসার্থে মুষ্টিযোগ ৫৫
কলেরা বা ম্যালেরিয়া জ্বরে মস্তিষ্ক বিকার ঘটিলে হোমিওপ্যাথিক-মতে চিকিৎসা ৫৫-৫৬
মস্তিষ্ক বিকারে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ৫৬-৫৭
হোমিওপ্যাথিক ঔষধির মাত্রা ৫৮
এলোপ্যাথিক ঔষধির মাত্রা ও নাড়ী ছাড়িলে যে (ষ্টিমুলেণ্ট) ঔষধি দেওয়া হয় ৫৮
হোমিওপ্যাথিক-মতে গাত্র-তাপ কমাইবার ঔষধ ... ৫৮
বিকারপ্রাপ্ত কলেরার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ... ৫৮
হোমিওপ্যাথিক-মতে হিক্কার চিকিৎসা ৫৮-৫৯
এলোপ্যাথিক-মতে হিক্কার চিকিৎসা ৫৯
নিদান-মতে হিক্কার মুষ্টিযোগ ৫৯
ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক-মতে হিক্কার চিকিৎসা ... ৫৯
হোমিওপ্যাথিক-মতে ইউরিমিয়ার চিকিৎসা ৫৯
প্রস্রাব বন্ধ হইলে ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক-মতের চিকিৎসা ... ৬০
প্রস্রাব করাইবার মুষ্টিযোগ ৬০
হোমিওপ্যাথিক-মতে (বেডসোর) শয্যাক্ষত চিকিৎসা ... ৬০
শবদাহ ও কবর ৬০
কলেরার প্রতিষেধ চিকিৎসার্থে মুষ্টিযোগ ৬১
আসল কলেরার সঙ্গে (সিম্পেল) কলেরার যে প্রভেদ ... ৬১
সিম্পেল কলেরার চিকিৎসা ৬২
কলেরা রোগীর পথ্য ও এ পীড়া সম্বন্ধীয় উপদেশ ... ৬৩-৬৪